জাতিতত্ত্ব

(বৈদ্য, যোগী, মাহিষ্য ও কায়স্থের)

পণ্ডিতরত্ন

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি

লিখিত

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

(গীতা)

কাশীধাম

(৮০ নং মিশির পোখরা)

বিশালাক্ষ পাঠশালা হইতে

তৎসম্পাদক

শ্রীসারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত

১৩৩২

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীরত্নেশ্বর শর্ম্মা

৮০ নং মিশির পোখরা

কাশী (Benares City)

প্রিণ্টার--শ্রীভূতনাথ সরকার

ভিক্টোরিয়া প্রেস

২১এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

মুখবন্ধ

মাসিক বসুমতীর ১৩৩২ কার্ত্তিকসংখ্যায় ইহার কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াই দেশব্যাপি তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানাভাবে উহাতে সকল মাসে বাহির না হওয়ার জন্য অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিতে থাকায় সাধারণের আগ্রহে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। মাসিক বসুমতীর সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকীয় দায়িত্ব অনুসারে ইহার যে যে অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন, পাণ্ডুলিপি অনুসারে তৎ-সমস্তই অবিকল রাখা হইয়াছে।

সমাজগঠন দুই-দশ দিনে বা দুই দশ বৎসরে হয় নাই, মনীষি-বৃন্দের বহু যুগের চেষ্টায় হইয়াছে এবং সুশৃঙ্খলায় ও সুনিয়মে চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুর সমাজমন্দির ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত ; সুতরাং সুদৃঢ় ও সুপবিত্র। সেইজন্য বহু ঝঞ্ঝাবাতে, বহু জলপ্লাবনে, বহু ভূমি-কম্পে ও বহু কঠোরাঘাতেও বহু কাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ও অবিচলিতই রহিয়াছে পরিণাম না ভাবিয়া, ধর্ম্মের দিকে না চাহিয়া, যথেচ্ছাচারের বশে তাহাকে অপবিত্র ও বিধ্বস্ত করিলে, আপনাদিগকেই নিরাশ্রয় হইতে এবং নিজেই নিজের পদে কুঠারাঘাত করিয়াছি বলিয়া ভবিষ্যতে প্রত্যেককেই অনুতাপ করিতে হইবে। এই অনিষ্ট নিবারণের অভিপ্রায়েই এই পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে।

আশা করি—সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী, সমস্ত ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মণসভা, সমস্ত হিন্দু সামাজিক মহোদয়গণ, এবং যাঁহাদের জাতিতত্ত্ব লিখিত হইল তাঁহারাও অবিলম্বে ও একযোগে গ্রামে-গ্রামে ও নগরে-নগরে সভা-সমিতি করিয়া এই পুস্তকের আলোচনায় সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট নিরাকরণার্থ ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণে বদ্ধপরিকর হইবেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের সম্পাদক মহোদয়গণকেও এ বিষয়ে সহায়তা করিতে সবিনয় ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।"

আপনারা সকলে একযোগ, একবাক্য ও একমত হউন।

"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী"

আপনাদের সমিতি ও মন্ত্রণা একরূপ হউক।

"সমানী ব আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সু সহাসতি ॥"

আপনাদের উদ্দেশ্য এক হউক, হৃদয় এক হউক, মন এক হউক, আপনাদের সম্মেলনও যেন একরূপই হয়। (ঋগ্বেদ)

পরিশেষে নিবেদন—অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেক সভাসমিতির অভিমত লিখিয়া পাঠাইলে এই পুস্তকের সহিত সংযোজিত করিব।

পূজনীয় অধ্যাপক মহাশয়গণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন এই যে, এই পুস্তকখানি অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিয়া "সারসংগ্রহে"র উপর যথাশাস্ত্র স্ব স্ব অভিমত লিখিয়া সত্বর পাঠাইবেন।

পরম্পরায় শুনিতেছি "কতিপয় অধ্যাপক বৈদ্য শিষ্য ও যজমানদিগের অপ্রীতি উৎপাদনের আশঙ্কায় এ পুস্তক সম্বন্ধে কোনও অভিমত দিবেন না।" এ কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। শিষ্য-যজমান সম্বন্ধের অনুরোধে যথাশাস্ত্র অভিমত প্রকাশে কোনও অধ্যাপকই সঙ্কুচিত ও পরাঙ্মুখ হইতে পারেন না; তাহা হইলে তাঁহাদের শাস্ত্রব্যবসায়ের গৌরবহানি ঘটে। শিষ্য-যজমানেরা শাস্ত্রীয় আচারই পালন করিতেছেন বুঝিলে তদনুকূল অভিমত, এবং তাঁহাদের আচার অশাস্ত্রীয় বুঝিলে তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তৎপ্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না; উদাসীন থাকিলে বরং তাঁহাদিগকে নিন্দনীয়ই হইতে হইবে। "অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী।" (মনু) ইতি—

প্রকাশক।

সার-সংগ্রহ

(প্রথম পরিচ্ছেদ)

১। (বৈদ্যপ্রবোধনীলেখক অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে পৃথক্ জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করায়) জাতিতত্ত্বলেখকের মতে—অম্বষ্ঠেরা বৈশ্যধর্ম্মা, এবং বৈদ্যেরা শূদ্রধর্ম্মা।

২। তাঁহাদিগকে নমস্কার বা অভিবাদন এবং তাঁহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তার্হ হন।

৩। ব্রাহ্মণেতর কোনও দ্বিজাতি পক্বান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতে, দেবতার ভোগ দিতে এবং স্পর্শপূর্ব্বক শালগ্রামশিলা ও প্রতিমা পূজা করিতে পারেন না।

৪। যাজনকার্য্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোনও দ্বিজাতিরই অধিকার নাই।

৫। সেনশর্ম্মা ইত্যাদিরূপ নামোল্লেখ অশাস্ত্রীয়।

৬। বৈদ্যপ্রবোধনীধৃত কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণেই বৈদ্যের ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

৭। অভিনব "যোগী" জাতি মূলতঃ যুগী। তজ্জাতীয়েরা বর্ণসঙ্কর ও অস্পৃশ্য।

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

(৮) মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত বিভিন্ন জাতি।

(৯) কৈবর্ত্তেরা অন্ত্যজ। তাঁহাদের মাহিষ্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে।

(১০) যে সকল সদ্‌ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বাটীতে তাঁহাদের পুরোহিত-দিগের সহিত একযোগে ঋত্বিক্‌কর্ম্ম ও এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন, এবং তাঁহাদের দান গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ।

(চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

১০। কায়স্থেরা প্রকৃত শূদ্র, বর্ণসঙ্করও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন।

(পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

১১। চতুর্থাদি পুরুষ উপনয়নসংস্কার-বর্জ্জিত হইলে, তাহাদের সন্তানদিগের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়াও উপনয়ন হইতে পারে না।

অর্পণ

যিনি বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

এবং যাঁহার কৃপা—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।"

সেই ব্রহ্মণ্যদেবের চরণে

এই প্রবন্ধ অর্পণ করিয়া

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

বলিয়া—প্রণত

দীনহীন লেখক

সূচী

জাতিতত্ত্ব

সূচনা

কয়েকজন বিশিষ্ট বৈদ্য, যোগী, মাহিষ্য ও কায়স্থ তাহাদের জাতি সম্বন্ধে প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক আমার নিকট পাঠাইয়া, তৎসমস্ত আলোচনা-পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র তাহাদের জাতিতত্ত্ব লিখিবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন একই সময়ে—অর্থাৎ ১৩৩১ সালের ২৯শে ফাল্গুন হইতে ১৩৩২ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আড়াই মাসের মধ্যে—পরস্পর দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে একই বিষয়ে আমারই উপর এই ভার অর্পিত হওয়ায়, ইহা ভগবৎপ্রেরণাই অনুমিত হইতেছে; তজ্জন্যই আমি এই "জাতিতত্ত্ব" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে সমগ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর করিবেন। সেই সকল প্রতিবাদের সারবত্তা থাকিলে উত্তর দিব, নচেৎ দিব না। এবং তাহাতে আমার বাস্তবিক ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শিত হইলে, অকপট চিত্তে তাহা স্বীকার করিব।

অধুনা হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট নেতা ও শাস্তা না থাকায়, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছে—ব্রাহ্মণ জুতা বেচিতেছে, মুচি বেদ পড়িতেছে, শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতেছে, ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ হইতেছে। এই যথেচ্ছাচারের যুগে অনেকেই যোগী, স্বামী, পরমহংস, পরিব্রাজক, মহর্ষি, রাজর্ষি হইয়াছেন ও হইতেছেন; ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিও হইতে পারেন। যুগধর্ম্মানুযায়ি এ সকল আচরণে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। তবে অনেকেই যে স্বেচ্ছাচারের সমর্থনের জন্য শাস্ত্রের বচন তুলিয়া, তাহার কদর্থ করিয়া, শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিদিগের অবমাননা ও সাধারণকে—অধিক কি,

স্বজাতীয়দিগকেও—প্রতারণা করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের আপত্তি, এবং তজ্জন্যই এই আলোচনায় প্রবৃত্তি।

তদুপরি, যাঁহারা যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্রের দোহাই দিয়াই স্বমত সমর্থন করিয়াও, ঈর্ষ্যাবশে সেই ব্রাহ্মণদিগের অবিসংবাদি শ্রেষ্ঠত্ব অসহমান হইয়া তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতেছেন, সভাসমিতি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তাঁহাদের কুৎসা রটনা করিয়া গৌরব নষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহার কারণ, তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রধান অন্তরায় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে নিম্নে নামাইতে না পারিলে, তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহা তাঁহাদের নিতান্তই মতিভ্রম। একধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত মনুষ্যের সমষ্টিকেই সমাজ বলে। তাদৃশ হিন্দুসমাজরূপ বিরাট্ পুরুষের শীর্ষস্থানীয়—ব্রাহ্মণ; অন্যান্য জাতি হস্তপদাদির ন্যায় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ইহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাবিবর্জ্জিত স্বার্থপরতাপরিশূন্য সর্ব্বভূত-হিতৈষী সমুদারচিত্ত ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত চিরন্তন নিয়ম। সেই ব্রাহ্মণ-জাতিকে অবনত করিয়া উন্নত হইবার দুরাশা—আর নিজের মাথা কাটিয়া সেই স্থানে পা বসাইয়া হাঁটিবার চেষ্টা—দুইই সমান।

এখন অনেকেই বলেন—স্বার্থপর ঋষিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। এ কথাটা তাঁহাদের নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আজকাল লোকে জন্মদাতা জীবিত পিতার কথাই প্রায় গ্রাহ্য করে না; এ অবস্থায়, যাঁহারা সামাজিক যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারাও স্বমতসমর্থনের জন্য যেন-তেন-প্রকারেণ মনগড়া অর্থ করিয়া, যুগযুগান্তরমৃত সেই ঋষিগণের বচন প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্বার্থপর প্রতারক লোকের এত সম্মান—এত গৌরব কখনই সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, যে ব্রাহ্মণের সম্মান জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য, তাঁহার

পদাঘাতের চিহ্ন সাদরে ও সগৌরবে স্বীয় বক্ষঃস্থলে চিরতরে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন,—স্বয়ং দ্বারকার অধীশ্বর ও জগৎপূজ্য হইয়াও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে যে ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনের ভার স্বেচ্ছাবশে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ কালধর্ম্মে যতই কদাচারী হউন, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-তেজ মহাপ্রলয়েও বিলুপ্ত হইবার নহে। বজ্রমণি বাহিরে মলাবৃত হইলেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্যোতিঃ অন্যের অগোচরে অন্তরে বিরাজমান থাকে। শমীগর্ভস্থ অলক্ষ্যমাণ অগ্নিপরমাণুই কালে কালাগ্নিতে পরিণত হইয়া দিগন্তব্যাপি বিশাল অরণ্য ভস্মীভূত করে। বিষদন্ত ভগ্ন হইলেও কৃষ্ণসর্পের তেজ যায় না, স্বভাব নষ্ট হয় না, বিষদন্ত পুনরুদ্গত হয়। নামটারও এত প্রভাব যে, শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু ডুণ্ডুভ যতই মাথা তুলুক, কস্মিন্ কালেও সে ফণা বিস্তার করিতে পারিবে না; তাহার বিষদন্তও উঠিবে না; নামেও কেহ ভয় পাইবে না; যতই বিচিত্র গতি দেখাউক, সর্পজাতির উচ্চশ্রেণীতে সে কদাপি গণ্য হইবে না; সে ঢোঁড়া হইয়া জন্মিয়াছে, যাবজ্জীবন ঢোঁড়াই থাকিবে।

ব্রাহ্মণের অস্তিত্বেই হিন্দু-সমাজের অস্তিত্ব, ব্রাহ্মণের বিলোপে হিন্দু-সমাজের বিলোপ; ইহা ধ্রুব সত্য। এইজন্যই মহাভারতে "যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ" বলিয়া তাহার "মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ" বলা হইয়াছে। এ সব কথা কেহ ভাবেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়। কথায় বলে "দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না।"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য

আমরা বাল্যে ও যৌবনে দেখিয়াছি, চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ বৈদ্যগণ
এবং দিগকে বৈদ্য বলিয়াই পরিচয় দিতেন, কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখিতেন
প্রাচীন ন পূর্ণাশৌচ পালন করিতেন। তার পর বার্দ্ধকের প্রারম্ভে
আছেন,

ইদানীন্তন বৈদ্যগণের প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক দেখিয়াছি; তাহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ১৫ দিন অশৌচ পালনেরও সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তদবধি কটিদেশে যজ্ঞসূত্র না রাখিয়া স্কন্ধে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি, "ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" এই মনুবচনে অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতে আর প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ—এমন কি, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছেন; সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা ইত্যাদিরূপ উপাধি ব্যবহার করিতেছেন; ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া একাদশাহে পিত্রাদির আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেছেন, এবং অনেক বৈদ্য অধ্যাপক অধ্যাপনার প্রারম্ভে অভিবাদনকালে, ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের প্রতি সাগ্রহে পাদপ্রসারণ করিয়া থাকেন—তাহাতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, এবং তজ্জন্য কুফলের আশঙ্কাকেও মনে স্থান দেন না।

অনেকে আবার আপনাদের ব্রাহ্মণত্বে এখনও সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া, নামের পর "সেনশর্ম্মা ইত্যাদি উপাধি বলিয়াও, ১৫ দিন পূর্ণাশৌচ পালনের পর ষোড়শ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া দু'কুলই বজায় রাখিতেছেন। কিন্তু নাম বলিবার সময় ও ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রতি পা বাড়াইবার সময় ব্রাহ্মণ হইব এবং অশৌচপালনে অম্বষ্ঠ থাকিব—এরূপ হইতে পারে না, "ন হি কুক্কুট্যা অণ্ডম্ একতঃ পচ্যতে, অন্যতঃ প্রসবায় কল্পতে" (শাং ভাঃ) মুরগীর ডিম এক দিকে সিদ্ধ হইতেছে, আর এক দিকে প্রসব করিতেছে—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বৈদ্যজাতির আলোচনার জন্য যতগুলি পুস্তক পাইয়াছি, তন্মধ্যে "বৈদ্যপ্রবোধনী"তে সকল পুস্তকের সার সঙ্কলিত, শ্রুতিস্মৃতি হইতে—এত তর প্রমাণ সংগৃহীত, ও অত্যুৎকট পাণ্ডিত্য প্রকটিত হইয়াছে—সাক্ষাৎ উহারই আলোচনা সংক্ষেপে করিব। তৎপূর্ব্বে বক্তব্য, তাঁহার

(ক) যিনি সামাজিক এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—বৈদ্যদিগকে "জাতে তুল্‌তে" বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই প্রবোধনী-লেখক নিজের নামটি প্রকাশ করেন নাই কেন? তিনি মুখপাতেই "সত্যে নাস্তি ভয়ং কচিৎ" এবং "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌" লেখিয়াও, কোন্‌ ভয়ে ও কিসে পরাজয়ের আশঙ্কায় সত্যপ্রচারেও আত্মগোপন করিয়াছেন? এই বিনামী লেখকের মীমাংসার মোহে আত্মহারা হইয়া বৈদ্যের দল যে কক্ষবাদ্য করিয়া নৃত্য করিতেছেন, ইহাও নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়।

(খ) উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে পাঁচ জন অধ্যাপকের পত্র (৪ খানি তাঁহাদের হস্তাক্ষরেই প্রদর্শিত) সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে (১) "বঙ্গদেশের অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তশিরোমণি, গবর্ণমেণ্টের উপাধিপরীক্ষার সম্পাদক" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বৈদ্যপ্রবোধনী-নাম্নী পুস্তিকা পাঠে আমারও বৈদ্যসম্বন্ধীয় অনেক সন্দেহ দূরীভূত হইল। বৈদ্য যে মন্বাদি-প্রোক্ত অম্বষ্ঠজাতীয় নহে, পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, এতদ্বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ, আপনাদের উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী ও যুক্তিসমূহ অখণ্ডনীয় বলিয়াই আমার হৃদবোধ হইল।" (২) ভট্টপল্লীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ মহাশয় * লিখিয়াছেন—"বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণ বর্ণ, আমরা ইহা চিরদিনই জানি এবং বিশ্বাস করি।" (৩) "সুপ্রসিদ্ধ

* বৈদ্যপ্রবোধনীতে ইঁহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—"ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ সর্ব্বজনমান্য বংশধর ৺মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র।" বিলাত-গত বৈদ্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও ব্যবহার্য্য হইবে কি না—এই ভাষপত্রে পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি ব্যবস্থা দিয়াছেন, চতুর্বিংশতিবার্ষিক ব্রতের অর্দ্ধেক যখন বৈদ্যদিগের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত (অর্থাৎ তাহাদিগকে যখন পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না), তখন তাহারা ব্যবহার্য্য হইবে। এতাবতা তাঁহাদের মতে বৈদ্যেরা বৈশ্যধর্ম্মা অম্বষ্ঠ বলিয়াই স্বীকৃত। অতএব "ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র" পরিচয়টি এ ক্ষেত্রে স্মৃতি-অযোগ্যই মনে হইতেছে।

প্রাচীন

আছেন,

স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কলিকাতা চোরবাগান স্মৃতির টোল হইতে লিখিয়াছেন—"বৈদ্য ব্রাহ্মণ, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে এবং আমাদেরও সম্পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস আছে।" (৪) "সুপ্রতিষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমি বৈদ্যগণের সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রাদি ও অন্যান্য সমালোচনা দ্বারা নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, বৈদ্যগণ অন্যান্য সদ্ব্রাহ্মণগণের ন্যায় একশ্রেণীর সদ্ব্রাহ্মণ।" (৫) কলিকাতা হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয়কে লিখিয়াছেন— "বৈদ্যপ্রবোধনী পুস্তিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমার ভগিনীদের ব্রাহ্মণোচিত বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকার্য্যাদি করিয়াছি, তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ। যাহা হউক, তোমরা যে 'আমাদেরই' একজন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।...যদি কোনও বৈদ্যব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপে পুরোহিত গিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর না হন, আমাকে জানাইলে আমি আনন্দের সহিত পৌরোহিত্য করিতেও স্বীকৃত আছি।"

উক্ত অধ্যাপক মহাশয়গণকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা যখন বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে নিঃসংশয় হইয়াছেন, তখন বৈদ্যদিগের অন্নভোজন, সমাজে তাঁহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আহার এবং তাঁহাদের কুলে কন্যার আদানপ্রদান করিতে পারেন কি? এবং সমাজবন্ধন থাকিতে কস্মিন কালেও পারিবেন কি? তাহা যদি না পারেন, তবে অনুরোধের ব অথবা অন্য কিছুর খাতিরে ঐরূপ অসার অভিমত ব্যক্ত ক প্রয়োজন কি? সাধারণের নিকট নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞানবাহিত্যের দ্বারা অশ্রদ্ধেয় ও উপহাসাস্পদ হওয়া এবং পণ্ডিত নামে ব লেপন করা ভিন্ন ইহার আর কোনও ফল দেখি না।

প এত সাক্ষাৎ তাঁহার

শ্রাদ্ধসভায় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বৈদ্যদিগকেও সুপারির সহিত যজ্ঞোপবীত দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ের মীমাংসায় সন ১৩১৮ সালের ৩২শে শ্রাবণ তারিখে বহরমপুরস্থ ব্রাহ্মণ-সভার বিশেষ অধিবেশনে বঙ্গের যাবতীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক এবং যাবতীয় গণ্যমান্য সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক মহোদয়গণ একবাক্যে বৈদ্যদিগকে অব্রাহ্মণ, সুতরাং যজ্ঞোপবীত দানের অপাত্র বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহরমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘটক মহাশয় ঐ সমস্ত অভিমত সংগ্রহ করিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

১। **বৈদ্যপ্রবোধনী**—বৈদ্য কথাটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এইরূপ। "ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজূংষি সামানি।" (শতপথ ব্রাহ্মণ) বিদ্যা শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। যাঁহারা সেই বেদাধ্যয়ন করেন এবং বেদজ্ঞ, তাঁহারাই বৈদ্য। "তদধীতে তদ্ বেদ" এই পাণিনীয় সূত্র দ্বারা বিদ্যা + অণ্ = বৈদ্য। মতান্তরে বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য।

বক্তব্য—"বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য" এই ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণসম্মত নহে; যেহেতু, "তদধীতে তদ্ বেদ" (তাহা যে অধ্যয়ন করে বা তাহা যে জানে) এই অর্থে ষ্ণ্য প্রত্যয়ের সূত্র নাই। পরন্তু বৈদ্য শব্দ ষ্ণ্যপ্রত্যয়ান্ত হইলে "বৈদ্যের পত্নী" অর্থে বৈদ্যীর পরিবর্ত্তে "বৈদী" এই অনিষ্ট পদ হয় (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে মৎস্য শব্দ ও ষ্ণ্য প্রত্যয়ের যকারের লোপ হইয়া থাকে)

বেদজ্ঞ বা বেদাধ্যায়ীকে বৈদ্য বলে, এমন কথা কোনও শাস্ত্রেও নাই এবং লোকব্যবহারেও নাই। কাশী, বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বহু বেদাধ্যায়ী ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে কেহ "বৈদ্য" বলে না।

বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যায়ী হইলেই যদি বৈদ্য হয়, তাহা হইলে যাঁহারা "বৈদ্য" বলিয়া সমাজে পরিচিত (অর্থাৎ যাঁহারা জাতি-বৈদ্য), তাঁহাদের সে জ্ঞানের ও সে অধ্যয়নের পরিচয় বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না কেন ?

"ত্রয়ী বৈ বিদ্যা" এই শ্রুতি দেখিয়া কেবল বেদকেই বিদ্যা মনে করা ভ্রমমাত্র। যেহেতু, শাস্ত্রে বিদ্যা অষ্টাদশপ্রকার উক্ত হইয়াছে। যথা—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গন্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু॥"—(বিষ্ণু পুঃ)

ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ), চতুর্ব্বেদ (সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব), মীমাংসাদর্শন, ন্যায়দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র (মন্বাদি-স্মৃতি) ও পুরাণ—এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র (দণ্ডনীতি)—এই চারিপ্রকার লইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা।

বৈদ্যেরা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন বলিয়া, প্রবোধনী-লেখক ঐ শ্রুতি তুলিয়া আয়ুর্ব্বেদের বেদত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদও বেদ হইলে, উক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে "বেদাশ্চত্বারঃ" বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের আবার পৃথক্ উল্লেখ থাকিত না। ভাগবতাদি শাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুশ্রুতও বলিয়াছেন—"আয়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গ-মথর্ব্ববেদস্য।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বেদাধ্যায়ী বা বেদজ্ঞকে বৈদ্য বলে না। বৈদ্য শব্দের শাস্ত্রসম্মত ত্রিবিধ অর্থ আছে ; যথা—

(১) "আয়ুর্ব্বেদাত্মিকাং বিদ্যাং বেত্তি অণ্। ভরতমতে বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যঃ, চঘে কাদিতি ষ্ণঃ।"—(অমরটীকা)

"যে বিদ্যা অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদরূপ বিদ্যা জানে বা অধ্যয়ন করে" এই অর্থে বিদ্যা + অণ্ বা ষ্ণ = বৈদ্য। ইহার অর্থ—চিকিৎসক, যথা—"রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।"—(অমর)

ইহাতে জাতির বিচার নাই, ব্রাহ্মণাদি যে-কোনও জাতির মনুষ্য চিকিৎসা ব্যবসায় করিলে, তাহাকেই বৈদ্য বলা যায়। এইজন্য অমর ঐ শ্লোকটি ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবর্গে না ধরিয়া মনুষ্যবর্গেই ধরিয়াছেন।

(২) সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে "পুংনাম্নঃ পুংযোগে" সূত্রের বৃত্তিতে "বৈদ্যের পত্নী" এই অর্থে উদাহরণ আছে "বৈদ্যী"। টীকাকার গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বৈদ্যশব্দো বিদ্যাযোগাৎ পুংসো বাচকঃ, তদ্‌যোগাৎ স্ত্রিয়াং বর্ত্ততে, ন তু বিদ্যাযোগাৎ।" অর্থাৎ বিদ্যা জানার জন্য পুরুষ বৈদ্যপদবাচ্য; তাদৃশ পুরুষের সহিত বিবাহসংযোগ হেতুই তাহার পত্নী বৈদ্যী, বিদ্যা জানার জন্য বৈদ্যী নহে। সুতরাং ইহারও ব্যুৎপত্তি—বিদ্যা (অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বিদ্যা বা সর্ব্ববিদ্যা) যে জানে, সে বৈদ্য; বিদ্যা + অণ্ বা টণ্। এ অর্থেও জাতির বিচার নাই।

(৩) জাতিবিশেষ অর্থাৎ বৈদ্য জাতি। যথা—
"চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ ॥" (মহা, অনু, ৪৯।৯)

শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন পুত্র চাণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্র ব্রাত্য, এবং বৈশ্যাতে উৎপন্ন পুত্র বৈদ্য। এই তিন জাতি অতি নিকৃষ্ট।

এই জাতিবাচক বৈদ্য শব্দ রূঢ়—অর্থাৎ গৃহাদিবাচক মণ্ডপাদি শব্দের ন্যায় ইহার কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি করা গেলেও, বস্তুতঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়গত কোনও অর্থ নাই। সেই হেতু যাঁহারা বৈদ্যবংশসম্ভূত হইয়াও পুরুষানু-

ক্রমে চিকিৎসাব্যবসায় না করিয়া জমীদারি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা জাতিতে বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত; এবং যে সকল ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতেছেন, তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণই আছেন (বৈদ্য বলিয়া পরিগণিত হন নাই)। সমাজে যাঁহারা বৈদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা যে জাতিতে বৈশ্য, ইহা সর্ব্বজনবিদিত, এবং তাঁহাদেরও স্বীকৃত। নচেৎ তাঁহারা এত কালের পর আপনাদের ব্রাহ্মণত্বপ্রতিপাদনে তৎপর হইবেন কেন?

প্রবোধনী-লেখক "কাচং মণিং কাঞ্চনমেকসূত্রে"র ন্যায় সর্ব্বত্রই এই ত্রিবিধ অর্থের ত্র্যহস্পর্শ ঘটাইয়া বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহা বড়ই বিচিত্র।

২। **বৈঃ প্রঃ**—উৎকৃষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন সর্ব্ববেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে "বৈদ্য" বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত প্রমাণ যথা—

(ক) "বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্ রক্ষোহামীবচাতনঃ।" (ঋগ্বেদ ১০ মং ৯৭ সূক্ত)। তত্র সায়নভাষ্যম্——বিপ্রঃ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ। অমীবা ব্যাধিঃ তস্য চাতনঃ চাতয়িতা চিকিৎসকঃ।—অর্থাৎ যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ ব্যাধির চিকিৎসা করেন, তিনি ভিষক্।

(খ) "ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা। যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি।" (ঋক্ ঐ) অত্র সায়নঃ—যস্মৈ রুগ্নায় ব্রাহ্মণঃ ওষধিসামর্থ্যজ্ঞো ব্রাহ্মণো বৈদ্যঃ কৃণোতি করোতি চিকিৎসাম্। অর্থাৎ ওষধিসামর্থ্যজ্ঞ যে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য রুগ্নের চিকিৎসা করেন।

• **বক্তব্য**—এতদ্দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইল, বুঝিতে পারিলাম না। আবহমান কাল ধরিয়া ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যেতা, অধ্যাপয়িতা ও গ্রন্থ-প্রণেতা। চরক প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে আছে, ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আসিলে,

অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার নিকট উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের ন্যায় সৃষ্টির প্রারম্ভেই অম্বষ্ঠ, বৈদ্য প্রভৃতি সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয় নাই; বহুকালের পর ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, এখনও কত-শত হইতেছে। সুতরাং প্রাচীনতম কালে রোগপ্রতীকার দ্বারা জগতের উপকারার্থ কেবল ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসাকার্য্য করিতেন। তজ্জন্যই ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে—(ক) "বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্" ইত্যাদি। উহার সায়ণভাষ্য—"...তত্র বিপ্রঃ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ ভিষক্ উচ্যতে।" অর্থাৎ যে স্থানে নানাবিধ ওষধি থাকে, সেই স্থানে ওষধিশক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক্ (চিকিৎসক) বলে। প্রবোধনী-লেখক ভাষাস্থ "ভিষক্ উচ্যতে" এই দুইটি পদ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

(খ) "ওষধয়ঃ সংবদন্তে" ইত্যাদি ঋকের অর্থ—যে রুগ্ণকে ওষধি-শক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বৈদ্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চিকিৎসক) চিকিৎসা করেন ইত্যাদি।

ইহাতে ঐ মন্ত্রদ্বয়ে ও তদীয় ভাষ্যে ওষধিশক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক্ বা বৈদ্য (অর্থাৎ চিকিৎসক) বলা হইয়াছে, বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। প্রবোধনীলেখক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির অভাবে উল্টা বুঝিয়াছেন, অথবা স্বার্থসাধনের জন্য অপর সাধারণকে উল্টা বুঝাইয়াছেন। এইজন্যই ভগবান্ বশিষ্ঠ ও বেদব্যাস বলিয়াছেন— "বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি" অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বেদের আলোচনা করিতে দেখিলে বেদ এই ভাবিয়া ভয় পান যে, এবার আমার দফা রফা করিবে।

বৈঃ প্রঃ—পূর্ব্বকালে যাঁহারা সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন এবং রক্ষক বা পিতৃস্বরূপ হইতেন, তাঁহাদিগকেই বৈদ্য, প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। যথা—

আপনা... ...বান্ পিতৄন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
এবং ১৫ দি... ...বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে॥"(রামা, অযো,১০০ সর্গ)

অর্থাৎ (শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন) তুমি দেবগণকে পিতৃলোককে, ভৃত্যদিগকে, পিতৃস্থানীয় গুরুজনদিগকে, বৃদ্ধগণকে, তাতবৈদ্যদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিতেছ ত ?

বক্তব্য—শ্লোকটার অনুবাদ ঠিক হয় নাই, এবং উহাতে বানান-ভুলও আছে। সে যাহা হউক, সর্ব্ববর্ণের পিতৃস্বরূপকে যে তাতবৈদ্য বলে, তাহার প্রমাণ উহা কিরূপে হইল ? আমরা ত "তাতবৈদ্য" নাম কখনও শুনি নাই, কোথাও দেখিও নাই। ঐ শ্লোকে "তাতবৈদ্য" বলাতেই যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তাতবৈদ্যই যদি ব্রাহ্মণ, তবে আবার "ব্রাহ্মণান্" কেন ? বস্তুতঃ ঐ স্থানে "তাত" শব্দ (বৎস অর্থে) ভরতের সম্বোধন—পৃথক্ পদ। যেহেতু, রামায়ণের তিনজন প্রাচীন টীকাকারই "তাত" শব্দ ছাড়িয়া "বৈদ্যান্ ব্রাহ্মণান্" ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বৈদ্যাঃ বিদ্যাসু নিপুণাঃ, তান্ ব্রাহ্মণান্ অভিমন্যসে বহু মন্যসে। যদ্বা বৈদ্যান্ চিকিৎসাপ্রবীণান্ ব্রাহ্মণান্। ব্রাহ্মণসামান্যবিষয়ঃ প্রশ্নোঽয়ং ভবিষ্যতি।"—বিদ্যানিপুণ ব্রাহ্মণদিগকে অথবা চিকিৎসানিপুণ ব্রাহ্মণদিগকে, কিম্বা বিদ্বান্ বা চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকে এবং তদিতর সাধারণ ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান কর ত ?

মনুর সংহিতাপ্রণয়নের সময়ে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হয় নাই। হইলে, তিনি অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়া বৈদ্যেরও উল্লেখ করিতেন। রামচন্দ্রের সময়েও বৈদ্যজাতি ছিল না জানিয়া, অথবা বৈদ্য শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত (পূর্ব্বোক্ত বৈদ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য) সুতরাং বিলোমজ শূদ্র বলিয়া এবং অম্বষ্ঠও বর্ণসঙ্কর বলিয়া ভরতের সম্মানার্হ হইতে পারে না ভাবিয়া, কোনও টীকাকারই সে অর্থ করেন নাই।

৪। বৈঃ প্রঃ—"বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে। অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥ বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা

সত্ত্বমার্ষমথাপি বা। ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানং তস্মাদ্ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥"
(চরক, চিকিৎসা ১ অঃ)

অর্থাৎ বিদ্যাসমাপ্তির পর চিকিৎসকের তৃতীয় জন্ম হয়, তখনই তিনি বৈদ্য উপাধি লাভ করেন, জন্মাবধি কাহারও বৈদ্য নাম হইতে পারে না। বিদ্যাসমাপ্তি হইলে বৈদ্যের হৃদয়ে ব্রাহ্মসত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান অথবা আর্ষজ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে, এইজন্য বৈদ্যকে ত্রিজ বলা হয়।

বক্তব্য—অনুবাদটি সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ হয় নাই; মূলের পাঠও "জ্ঞানাৎ" ("জ্ঞানং" নহে)। যাহা হউক, সে বিচার করিতে চাহি না; ইহা দ্বারা যে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহাই দেখাইব। অগ্রে দ্বিজ না হইলে ত্রিজ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত মহাভারতীয় বচন অনুসারে বৈদ্য বিলোমজাত শূদ্র বলিয়া তাহার বৈদিক উপনয়নসংস্কার নিষিদ্ধ, সুতরাং সে যখন দ্বিজই নহে, তখন ত্রিজ কিরূপে হইবে? চরক-সংহিতায় আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকেই চিকিৎসক বলা হইয়াছে। বৈদিক উপনয়নসংস্কারে ব্রাহ্মণ দ্বিজ হইয়া, পরে আয়ুর্ব্বেদ সমাপনে ত্রিজ হইয়া থাকেন। "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্॥" এই বচনে যাহাকে বিপ্র বলা হইয়াছে, চরক তাহাকেই ত্রিজ বলিয়াছেন।

সুশ্রুতে সূত্রস্থানের ২য় অধ্যায়ে চতুর্ব্বর্ণেরই আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন ও আয়ুর্ব্বেদিক উপনয়ন, এবং ত্রৈবর্ণিকের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপন বিহিত হইয়াছে। যথা—

"ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি, রাজন্যো দ্বয়স্য, বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি। শূদ্রমপি কুলসম্পন্নং মন্ত্রবর্জ্জমুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে।" পরন্তু এই উপনয়নে মেখলা-যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের বিধি নাই।

সর্ব্ববর্ণই আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ বলিয়া, আয়ুর্ব্বিদ্যাসমাপ্তিতে তাঁহারাই ত্রিজ হন, ইহাই

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। আয়ুর্ব্বেদোপনয়নে দ্বিজ হইয়া তদ্বিদ্যাসমাপনে ত্রিজ হয় বলিলে, দ্বিজাতিকে আয়ুর্ব্বেদোপনয়নে ত্রিজ এবং বিদ্যা-সমাপ্তিতে চতুর্জ্জ বলিতে হয়; এবং শূদ্রই কেবল আয়ুর্ব্বেদোপনয়নে দ্বিজ এবং বিদ্যাসমাপ্তিতে ত্রিজ হইয়া থাকে।

বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইলে এবং চরকস্থ বৈদ্য শব্দ বৈদ্যজাতিবাচক হইলে ঐ চরকেই—ঐ চিকিৎসাস্থানের ঐ প্রথম অধ্যায়েই—কুটীপ্রাবেশিক-রসায়নসেবনার্থ যে কুটীনির্ম্মাণের বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকিত না। যথা—

"নৃপবৈদ্যদ্বিজাতীনাং সাধূনাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
নিবাসে নির্ভয়ে শস্তে প্রাপ্যোপকরণে পুরে।
দিশি পূর্ব্বোত্তরস্যাঞ্চ সুভূমৌ কারয়েৎ কুটীম্॥"

সাধু ও পুণ্যকর্ম্মা নৃপ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদিগের যেখানে নিবাস, সেই নগরে ঈশানকোণে সুন্দর ভূমিতে কুটী নির্ম্মাণ করাইবে।

প্রবোধনীলেখকের "মহর্ষিকল্প গঙ্গাধরও" উহার টীকায় লিখিয়াছেন —"নৃপাদীনাং তস্মিন্ পুরে নৃপাদিবাসনগরে।" তাঁহার "নৃপাদীনাং" ও "নৃপাদি" লেখাতেই নৃপ, বৈদ্য ও দ্বিজাতির পার্থক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। উহার পরে পুনর্ব্বার বলা হইয়াছে—

"ইষ্টোপকরণোপেতাং সজ্জবৈদ্যৌষধদ্বিজাম্।"
ঐ কুটীতে আবশ্যক সামগ্রী, বৈদ্য, ঔষধ ও ব্রাহ্মণকে রাখিবে।

ইহাতেও বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্য বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ ওখানে বৈদ্য বলিতে চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, এবং দ্বিজ বলিতে শান্তিস্বস্ত্যয়নকারী ব্রাহ্মণ।

৫। বৈঃ প্রঃ—(ক) "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" (মহা, উদ্, ৫ অঃ) অর্থাৎ দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ।

(খ) "অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ" (ঐ ২৭ অঃ) অর্থাৎ বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী।

(গ) "সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যস্ত্বভিধীয়তে। বিপ্রাস্তে বৈদ্যতাং যান্তি রোগদুঃখপ্রণাশকাঃ॥" (উশনঃসংহিতা) অর্থাৎ সর্ব্ববেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ চিকিৎসায় নিপুণ হইলে বৈদ্য নামে অভিহিত হন। যে বিপ্র রোগজনিত দুঃখ নাশ করেন; তিনিই বৈদ্য নাম পাইয়া থাকেন।

(ঘ) "স্বয়মর্জ্জিতমবৈদ্যেভ্যো বৈদ্যঃ কামং ন দদ্যাৎ" (গৌতমসংহিতা) অর্থাৎ বৈদ্য অবৈদ্যকে স্বোপার্জ্জিত ধন দান করিবেন না।

(ঙ) "নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ" (কাত্যায়নসংহিতা) অর্থাৎ বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান করিবেন না।

বক্তব্য—প্রবোধনীলেখক বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রথমেই শ্রৌত প্রমাণ দেখাইয়া এইগুলি স্মার্ত্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন।

(ক) তিনি অজ্ঞ লোকদিগকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে অন্ধহস্তিন্যায়ে মহাভারতীয় দুইটি শ্লোকের একাংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহাদের অপরূপ অনুবাদ দিয়া নিজের অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

উদ্যোগপর্ব্বের প্রারম্ভেই আছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট একজন সুদক্ষ দূত পাঠান স্থির হইলে, দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—আমার পুরোহিতকে পাঠাইয়া দিন। এই বলিয়া তিনি আপন পুরোহিতকে বলিয়াছিলেন—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ॥
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥
স ভবান্ কৃতবুদ্ধীনাং প্রধান ইতি মে মতিঃ।
কুলেন চ বিশিষ্টোঽসি বয়সা চ শ্রুতেন চ॥
প্রজ্ঞয়া সদৃশশ্চাসি শুক্রেণাঙ্গিরসেন চ।
বিদিতঞ্চাপি তে সর্ব্বং যথাবৃত্তঃ স কৌরবঃ॥"—(উদ্ ৬।১-৪)

নীলকণ্ঠের টীকা—"বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ। কৃতবুদ্ধয়ঃ সিদ্ধান্তজ্ঞাঃ।"

অর্থ—সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিমানেরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যাবানেরা শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাবান্দিগের মধ্যে সিদ্ধান্তজ্ঞেরা শ্রেষ্ঠ, সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের মধ্যে শাস্ত্রবিহিত-কর্ম্মকারীরা শ্রেষ্ঠ, উক্ত কর্ম্মকারীদিগের মধ্যে ব্রহ্মবাদীরা শ্রেষ্ঠ। আপনি সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের মধ্যে প্রধান, ইহা আমার জানা আছে। তদুপরি আপনি কুলে, বয়সে ও বিদ্যাতেও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিতে আপনি শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায়। দুর্য্যোধন যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাও আপনার জানা আছে।

পৌরোহিত্য অর্থাৎ যাজন কেবল ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি (মনু ১০।৭৫—৭৮); সুতরাং দ্রুপদ রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণই ছিলেন। এ বিষয়ে মহাভারতও পুনঃপুনঃ সাক্ষ্য দিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রণা-সভাতেই দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

"অয়ঞ্চ ব্রাহ্মণঃ শীঘ্রং মম রাজন্ পুরোহিতঃ।
প্রেষ্যতাং ধৃতরাষ্ট্রায় বাক্যমস্মৈ সমর্প্যতাম্॥" (উদ্, ৪।২৬)

ঐ পুরোহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়া তীব্র ভাষায় সমস্ত কথা বলিলে, ভীষ্ম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"ভবতা সত্যমুক্তন্তু সর্ব্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
অতিতীক্ষ্ণন্তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ॥" (২০।৪)

দ্রৌপদী-স্বয়ংবরসভায় অর্জ্জুন কর্তৃক লক্ষ্যবেধের পর ছদ্মবেশী পাণ্ডবেরা স্বীয় আবাসে চলিয়া গেলে, তাঁহাদের পরিচয় জানিবার জন্য দ্রুপদ রাজা তাঁহার ঐ পুরোহিতকেই পাঠাইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার উপদেশ প্রদান করিলে,

"ভীমস্ততস্তৎ কৃতবান্ নরেন্দ্র, তাঞ্চৈব পূজাং প্রতিগৃহ্য হর্ষাৎ।
সুখোপবিষ্টন্তু পুরোহিতং তদা, যুধিষ্ঠিরো ব্রাহ্মণমিত্যুবাচ॥"
(আদি, ১৮৩।২৩)

অতএব "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" ইহা দ্বারা "দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ" কিরূপে বুঝাইল?

(খ) যুদ্ধের আয়োজন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

"নাধর্ম্মে তে ধীয়তে পার্থ বুদ্ধি,-র্ন সংরম্ভাৎ কর্ম্ম চকর্থ পাপম্।
অথ কিং তৎ কারণং যস্য হেতোঃ, প্রজ্ঞাবিরুদ্ধং কর্ম্ম চিকীর্ষসীদম্॥"
(উদ্, ২৭।২২)

আপনি কখনও অধর্ম্মে মতি করেন নাই, কখনও পাপ কর্ম্মও করেন নাই। তবে, এক্ষণে কিজন্য স্বজন ও গুরুজনদিগের বিনাশক যুদ্ধরূপ অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন?

তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

আমি ধর্ম্ম করিতেছি, কি অধর্ম্ম করিতেছি, তাহা বিচারপূর্ব্বক বুঝিয়া তার পর আমাকে তিরস্কার করিবেন। আপৎকালে অধর্ম্মাচরণও ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

২

"মনীষিণাং সত্ত্ববিচ্ছেদনায়, বিধীয়তে সৎসু বৃত্তিঃ সদৈব।
অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ সর্ব্বোৎসঙ্গং সাধু মন্যেত তেভ্যঃ॥"
(উদ্, ২৮।৬)

নীলকণ্ঠের টীকা—"মনীষিণাং মনসো নিগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছতাং...সত্ত্ববিচ্ছেদনায় সত্ত্বস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য চিদাত্মনা সহ একীভূতস্য বিচ্ছেদনায় মুঞ্জেষিকান্যায়েন পৃথক্করণায় সৎসু সতাং গৃহেষু বৃত্তিঃ জীবিকা শাস্ত্রে বিধীয়তে......আত্মান্বেষণায় সর্ব্বসন্ন্যাসপূর্ব্বকং ভিক্ষাচর্য্যবিধানাৎ ব্রাহ্মী বৃত্তিঃ কস্যাপি ন নিন্দ্যা। যে তু অব্রাহ্মণা অপি বৈদ্যাঃবিদ্যানিষ্ঠাঃ ন ভবন্তি, তেষাং ভিক্ষাচর্য্যস্য অবিধানাৎ, তেভ্যঃ তেষামর্থে সর্ব্বোৎসঙ্গং... স্বধর্ম্মসংযোগং আপদনাপদোরুচিতং সাধু মন্যেত।"

সরলার্থ—যাঁহারা সর্ব্বসন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মবিদ্যানিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণাত্যয়ের আশঙ্কায় সৎ জাতির গৃহে ভিক্ষাচর্য্যা বিহিত হইয়াছে; সুতরাং আপৎকালে সর্ব্বসন্ন্যাসীরও এই ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় নহে। পরন্তু যাহারা অব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণেতর অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি) হইয়াও বৈদ্য (বিদ্যানিষ্ঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) নহে, তাহাদের ভিক্ষাচর্য্যার বিধান না থাকায়, কি আপৎকালে কি অনাপৎকালে স্বধর্ম্মপালনই উচিত মনে করিবে। (ভাবার্থ—আমি ব্রাহ্মণ নহি, তদুপরি ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠও নহি; সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মপালন সর্ব্বকালেই আমার কর্ত্তব্য হওয়ায় অধর্ম্মাচরণ করিতেছি না।)

এতাবতা "অব্রাহ্মণাঃ" সন্তি তু তে যে ন বৈদ্যাঃ" ইহার অর্থ—"বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণনামের অনধিকারী" কিরূপে দাঁড়াইল? ঐরূপ অর্থ হইলে শ্লোকটার পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতি কিরূপে ঘটে? সঞ্জয় বলিলেন—"আপনি পরম ধার্ম্মিক হইয়া কিজন্য এরূপ অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন?" যুধিষ্ঠির তাহার উত্তর

দিলেন—"বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী।" কি অবি-সংবাদিনী ব্যাখ্যা! প্রবোধনীলেখকের প্রোদ্দাম পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় কি প্র-খরতার পবিস্ফূর্ত্তি!!

বৈদ্যগণই যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, তবে 'ব্রাহ্মণ' বলিলে লোকে 'বৈশ্য' বুঝে না কেন? বৈশ্যেরা নিজেই বা বুঝেন না কেন?—তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে কেবল 'ব্রাহ্মণ' না বলিয়া তৎপূর্ব্বে 'বৈশ্য' বিশেষণ যোগ করেন কেন? তাঁহাদেব প্রতিষ্ঠিত "বৈশ্য-ব্রাহ্মণ-সমিতি"ই ত ইহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ।

(গ) "সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ" এই উশনোবচনে ব্রাহ্মণ চিকিৎসকেরই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে; বৈশ্যজাতির লক্ষণ নহে। প্রবোধনীলেখকেব স্বকৃত অনুবাদেই ত তাহা প্রকাশ পাইতেছে। প্রাচীনতম কালে কেবল ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসক ছিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(ঘ) অবৈদ্যকে ও মূর্খকে স্বোপার্জ্জিত ধন ও বিদ্যাধন দান করা বৈদ্যদিগের নিষিদ্ধ হওয়াতেই বৈদ্যেবা ব্রাহ্মণ, এ কথাটা—মুচিরা যখন জুতা তৈয়ার করে, তখন নিশ্চয়ই তাহাবা জল-আচবণীয়—এই কথাবই অনুরূপ।

বৈদ্যেরা কি এতই দাতা যে, আপামব সকলকে স্বোপার্জ্জিত ধন দান কবিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবেন ভাবিয়া, বৈদ্যেতব দেবদ্বিজকেও এবং দীন-দরিদ্রকেও এক পয়সা দিও না বলিয়া গৌতম তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন?

স্মার্ত্তমাত্রেই জানেন, গৌতমবচনেব অর্থ হইতেছে—বৈদ্য (অর্থাৎ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি) অবৈদ্যকে (অর্থাৎ বিদ্যাহীন দায়াদকে) স্বোপার্জ্জিত ধনের অংশ দিবে না।

(ঙ) "বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান কবিবেন না"—কাত্যায়ন-বচনের এই অর্থ হইলে বুঝিতে হয় যে, বৈদ্য ভিন্ন আর

সকলেই বিদ্যাহীনকে বিদ্যাধনের অংশ দিবে।—তাই কি? মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ত সাধারণের জন্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন—স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ নাই। যথা—

"বিদ্যাধনন্তু যদ্ যস্য তৎ তস্যৈব ধনং ভবেৎ।" (মনু ৯।২০৬।)

"অনাশ্রিত্য পিতৃদ্রব্যং স্বশক্ত্যাপ্নোতি যদ্ধনম্।
দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাদ্ বিদ্যালব্ধঞ্চ যদ্ভবেৎ॥" (ব্যাস)

"উপন্যস্তে তু যল্লব্ধং বিদ্যয়া পণপূর্ব্বকম্।
বিদ্যাধনন্তু তদ্ বিদ্যাদ্ বিভাগে ন নিয়োজয়েৎ॥"

ইত্যাদিরূপ বিদ্যাধনের লক্ষণ করিয়া কাত্যায়ন তৎপরেই উক্ত বচনটি বলিয়াছেন—

"নাবিদ্যানান্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ।
সমবিদ্যাধিকানান্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনম্॥"

প্রাচীন স্মার্ত্তগণের ব্যাখ্যানুসারে রঘুনন্দন উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"তন্ত্রোচ্চারিতবিদ্যাপদম্ উভাভ্যাং সম্বধ্যতে। তেন সমবিদ্যাধিকবিদ্যানাং ভাগঃ, ন তু ন্যূনবিদ্যাঽবিদ্যয়োঃ। বৈদ্যেন বিদুষা।... এবমেব দায়ভাগমদনপারিজাতাদয়ঃ।"

অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি সমবিদ্য ও অধিকবিদ্য দায়াদকে বিদ্যাধনের ভাগ দিতে পারে; কিন্তু অবিদ্য ও ন্যূনবিদ্য দায়াদকে দিবে না।

৬। বৈদ্যঃ প্রঃ—বশিষ্ঠ, ধন্বন্তরি, চন্দ্র প্রভৃতি বৈদ্য ছিলেন। ইঁহারা যে ইদানীন্তন বৈদ্যগণের কুল ও গোত্রপ্রবর্ত্তক—তাহা বৈদ্যগণের সুবিদিত। যথা—

(ক) "ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।
বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ॥"

(রামা, অযো, ৭৭ অঃ)

(খ) "ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো দেবো ধন্বন্তরির্হ্যভূৎ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতেন সমুত্থিতঃ॥" (গরুড় পুঃ)

(গ) "চন্দ্রোঽমৃতময়ঃ শ্বেতো বিধুর্বিমলরূপবান্।
যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ॥"

(বৃঃ ধর্ম্ম পুঃ)

বক্তব্য—যে-যেখানে যত বৈদ্য শব্দ আছে, সকলেব অর্থই "জাতি-বৈদ্য" ধরিতে হইবে, এও ত বড় আপদ্! তাহা হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত—সকলকেই বৈদ্য বলিতে হয়। যেহেতু মহাদেবের "বৈদ্যনাথ" নাম ত প্রসিদ্ধ; তদুপরি তাঁহার সহস্র-নামের মধ্যে আছে—

(ঘ) "উদ্ভিৎ ত্রিবিক্রমো বৈদ্যো বিরজো নীরজোঽমরুঃ।"

(মহা, অনু, ১৭।১৪৮)

(ঙ) বিষ্ণুসহস্রনামে আছে—

"বেদ্যো বৈদ্যঃ সদাযোগী বীরহা মাধবো মধুঃ।" (ঐ ১৪৯।৩১)

(চ) বটুকভৈরবস্তবে তাঁহাব অষ্টোত্তরশত নামের মধ্যে আছে—

"সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্।"

(ছ) কুন্তী স্বীয় পুত্রদিগের দুর্দ্দশায় দুঃখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

"তে তু বৈদ্যাঃ কুলে জাতা অবৃত্ত্যা তাত পীড়িতাঃ।"

(মহা, উদ্, ১৩২।২৭)

(জ) মহর্ষি বাল্মীকি আদি-কবি, সুতরাং কবিরাজ। অতএব তিনিও বৈদ্য।

(ঝ) প্রবোধনী-লেখকের মতে বশিষ্ঠ যখন বৈদ্য, তখন তাঁর পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, সেই পরাশরের পুত্র বেদব্যাসকে ত বীজ-প্রভাবে খাঁটি বৈদ্যই বলিতে হয়।

(ক) ব্রহ্মার মানস পুত্র, সূর্য্যবংশের পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, এ কথা শুনিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। যেহেতু যাজনকার্য্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নাই।

(মনু ১০।৭৫—৭৮)।

বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য কেন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সে ঘটনা আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই জানে। প্রবোধনী-লেখকের নিশ্চিতই তাহা জানা নাই। তাঁহাকে মহাভারত আদিপর্ব্বের ১৭৫ অধ্যায় দেখিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে জানিতে পারিবেন—বশিষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন, কি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বহুসৈন্যসমন্বিত বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে পাইবার ইচ্ছায়, এক অর্ব্বুদ ধেনু লইয়া উহাকে দিবার জন্য বশিষ্ঠকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বিশ্বামিত্র বলিয়াছিলেন—

"ক্ষত্রিয়োঽহং ভবান্ বিপ্রস্তপঃস্বাধ্যায়সাধনঃ।
ব্রাহ্মণেষু কুতো বীর্য্যং প্রশান্তেষু ধৃতাত্মসু॥"

আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের প্রতি বলপ্রয়োগ কাহারও উচিত নহে। কিন্তু আপনি এক অর্ব্বুদ গাভী লইয়াও যখন একটা গাভী দিতে চাহিতেছেন না, তখন অগত্যা আমি স্বধর্ম্মানুসারে বলপূর্ব্বক উহাকে লইয়া যাইব।

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নন্দিনী কাতর হইয়া বশিষ্ঠের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন বশিষ্ঠ তাহাকে বলিলেন—

"হ্রিয়সে ত্বং বলাদ্ ভদ্রে বিশ্বামিত্রেণ নন্দিনি।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া তত্র ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণোঽস্ম্যহম্॥"

বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন, আমি কি করিব; আমি যে ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ।

"ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্।
ক্ষমা মাং ভজতে যস্মাদ্ গম্যতাং যদি রোচতে॥"

ক্ষত্রিয়ের তেজই বল, ব্রাহ্মণের ক্ষমাই বল। সেই ক্ষমা আমাকে ভজনা করিতেছে। ইচ্ছা হয় তুমি গমন কর।

নন্দিনী তখন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে বহু সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা বিশ্বামিত্রের অমিত সৈন্যকে পরাস্ত করাইল। ব্রহ্মতেজের এই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া বিশ্বামিত্র নিতান্ত নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া,

"ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্। (ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্ : ব্রহ্মতেজোরূপ বলই পরম বল) এই বলিয়া রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর তপস্যার প্রভাবে—

"ততাপ সর্ব্বান্ দীপ্তৌজা ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্॥"

সর্ব্বলোককে তাপিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত রামায়ণশ্লোকে বশিষ্ঠের বিশেষণ যে 'বৈদ্য' আছে, রামানুজ তাহার অর্থ করিয়াছেন—"বৈদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ। সর্ব্বজ্ঞভিষজৌ বৈদ্যৌ ইতি কোষঃ।" অর্থাৎ এখানে বৈদ্য শব্দের অর্থ—সর্ব্ববিদ্যাভিজ্ঞঃ (৯ পৃঃ)।

(খ) ধন্বন্তরি নামে অনেক ব্যক্তি ছিলেন—সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন এক ধন্বন্তরি; কাশিরাজের পুত্র দীর্ঘতমা, তৎপুত্র এক ধন্বন্তরি (বিষ্ণুপুঃ); বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার এক ধন্বন্তরি; ইত্যাদি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ জাতিতে বৈদ্য থাকিলেই বা তাহাতে ইষ্টোপপত্তি কি? পরন্তু গরুড়পুরাণে যে সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত ধন্বন্তরির উল্লেখ আছে, তিনি নারায়ণাংশ; যথা—

"অথোদধের্ম্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ।
উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ॥
স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্॥" (ভাগবত ৮।৮।৩১—৩৫)

তিনি ঐরাবতাদির ন্যায় অযোনিসম্ভব; সুতরাং জাতিতে বৈদ্য ছিলেন না। সমুদ্রগর্ভে ত আর বৈদ্যজাতির বাস ছিল না যে, তিনি তদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিলেন। রোগহারী বলিয়াই গরুড়পুরাণে তাঁহাকে বৈদ্য বলা হইয়াছে (৮পৃঃ ২৩ পং)

(গ) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে চন্দ্রস্তবে চন্দ্রকে যে বৈদ্য বলা হইয়াছে, তাহা ওষধীর অধিপতি চন্দ্র ওষধী দ্বারা রোগপ্রতীকারক বলিয়া (১০পৃঃ ১৪ পং "ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা" ইত্যাদি ঋক্ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) মহাদেবসহস্রনামে যে বৈদ্য আছে, নীলকণ্ঠ তাহার অর্থ করিয়াছেন—"বৈদ্যঃ বিদ্যাবান্।"

(ঙ) বিষ্ণুসহস্রনামে বৈদ্য শব্দের শাঙ্কর ভাষ্য—"সর্ব্ববিদ্যানাং বেদিতৃত্বাৎ বৈদ্যঃ।"

(চ) বটুকস্তবেও ঐরূপ অর্থ।

(ছ) মহাভারতে কুন্তী পাণ্ডবদিগকে যে বৈদ্য বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ নীলকণ্ঠের টীকায়—"বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ।"

বৈদ্যদিগের শক্তি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গোত্র আছে বলিয়াই যদি তাঁহারা তত্তদ্‌গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে কায়স্থদিগের গর্গ, গৌতম, ভরদ্বাজ ইত্যাদি এবং তিলী, তামলী, কামার, কুমার, নাপিত প্রভৃতিরও কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ইত্যাদি গোত্র থাকায় তাঁহারা ও তাহারাও কি তবে ব্রাহ্মণ ?

বৈদ্যদিগের চন্দ্র গোত্র থাকায় তাঁহাদিকে দেবতাও ত বলা যাইতে পারে! এজইন্যাই বোধ হয় (চন্দ্র গগনচারী বলিয়া) "অম্বষ্ঠঃ খচরো বৈদ্যঃ" এই প্রবাদটা প্রচলিত আছে—যাহা লক্ষ্য করিয়া প্রবোধনী-লেখক লিখিয়াছেন—"কেহ বা বৈদ্যগণকে 'জারজ' অথবা 'বর্ণসঙ্কর' কিংবা 'অজাত' বলিয়া গালি দেয়।" মহাভারতের প্রামাণ্যে (৯পৃঃ ১৪পং)

বৈদ্য বলিয়া যখন একটা জাতি আছে, তখন বৈদ্য যে 'অজ্ঞাত' নহে, ইহা আমরাও স্বীকার করি।

গোত্র সম্বন্ধে স্মৃতিনিবন্ধকারদিগের অভিমত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধমাদিপুরুষব্রাহ্মণরূপং গোত্রম্। রাজন্যবিশাং প্রাতিস্বিকগোত্রাভাবাৎ পুরোহিতগোত্রপ্রবরৌ বেদিতব্যৌ। শূদ্রস্য তু, বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চেতি মনুবচনে চকারসমুচ্চিতগোত্রেঽপি বৈশ্যধর্ম্মাতিদেশাৎ, পূর্ব্বপুরুষ-পুরোহিতগোত্রভাগিত্বং প্রতীয়তে।" অর্থাৎ প্রত্যেক বংশের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও বর্ণেরই গোত্র সম্ভবে না। অথচ বিবাহাদি-ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বজাতিরই (হিন্দুমাত্রেরই) গোত্রোল্লেখ শাস্ত্রে আদিষ্ট হওয়ায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্বস্ব গোত্রের অভাব হেতু পূর্ব্বপুরুষীয় পুরোহিতদিগের গোত্রই তাহাদের গোত্র বুঝিতে হইবে।

৭। বৈঃ প্রঃ—আয়ুর্ব্বেদকে যখন পুণ্যতম বেদ বলা হইয়াছে (যথা—"তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ" (চরক, সূত্র, ১ অঃ), তখন এই বেদের ও অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে হইতে পারে?

বক্তব্য—প্রবোধনীলেখকের অভিপ্রায় এই যে, আয়ুর্ব্বেদ যখন বেদ, বেদের অধ্যাপক যখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না, এবং বৈদ্যই যখন সেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক, তখন বৈদ্য সুতরাং ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বেই (৮পৃঃ) দেখাইয়াছি—আয়ুর্ব্বেদ 'বেদ' নহে, এবং সুশ্রুত ত্রৈবর্ণিককেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক বলিয়াছেন। প্রবোধনীলেখক নিশ্চিতই স্বয়ং বৈদ্য, এবং বৈদ্যক শাস্ত্রের অধ্যেতা ও অধ্যাপক; কিন্তু ঐ শাস্ত্রে যে, তাঁহার সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, তাহার পরিচয় পাওয়া

যাইতেছে। ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, তিনি "তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদঃ" ইহার অর্থ "আয়ুর্ব্বেদ পুণ্যতম বেদ" কখনই লিখিতেন না। চরকে

"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্।
মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে॥"

এইরূপ আয়ু ও আয়ুর্ব্বেদের লক্ষণ করিয়া তৎপরেই বলা হইয়াছে—

তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ।
বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ॥"

'তস্য আয়ুষঃ বেদঃ বক্ষ্যতে'—সেই আয়ুর বেদ অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ ("অর্থেদশমূলীয়"-নামক এই সূত্রস্থানের ত্রিংশ অধ্যায়ে) বলা হইবে।

সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—"আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে, অনেন বা আয়ুর্বিন্দতীতি আয়ুর্ব্বেদঃ।" প্রবোধনীলেখকের "মহর্ষিকল্প গঙ্গাধর"ও ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"বিদ বিচারণে, বিদ লাভে, বিদ জ্ঞানে ইত্যেতেষু অর্থেষু বেদয়তি বিন্দতি বেত্তি বা অনেন অস্মিন্ বেত্তি বেদ ইতি সুশ্রুতানুসারিণঃ।"

অতএব দেখা যাইতেছে, আয়ুর্ব্বেদকে 'বেদ' কেহই বলেন নাই; উক্ত শ্লোকে বেদ শব্দের অর্থ—সত্তা, জ্ঞান, লাভ বা বিচার ('বেদ' নহে)। যে শাস্ত্রে আয়ুব বিষয় আছে, যাহা দ্বারা আয়ুর জ্ঞান হয়, যাহাতে দীর্ঘায়ুর্লাভের উপায় কথিত হইয়াছে অথবা আয়ুসম্বন্ধে বিচার আছে, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে।

৮। বৈঃ প্রঃ—জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তিকৃত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ "চৈতন্যমঙ্গলে"ও লিখিত আছে—"বৈদ্যব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বৈসে। মহোৎসব করে সবে মনের হরিষে॥" এখানে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ এইরূপ অর্থ করিলেও পূর্ব্বে বৈদ্যের উল্লেখ থাকায় বৈদ্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। অদ্যাপি বহু স্থানেই বহু বৈদ্যসন্তান "বৈদ্যব্রাহ্মণ" বলিয়া

আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন এবং অন্যান্য জাতিরা অনেক স্থলেই বৈদ্য-গণকে "বদ্দিবামুন" বলেন।

বক্তব্য—প্রবোধনী-লেখক "অভ্যর্হিতঞ্চ" (দ্বন্দ্বসমাসে শ্রেষ্ঠ-পদার্থ-বোধক পদের প্রাগ্‌ভাব হয়) এই পাণিনীয় বার্ত্তিকসূত্র দেখিয়াই, চৈতন্যমঙ্গলে বৈদ্যব্রাহ্মণ থাকায় বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন (এরূপ বলায় বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্যই সূচিত হইতেছে)। পরন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম খাটে না। এইজন্যই কায়েত-বামুন, ধোপা-নাপিত, কাক-কোকিল, মুড়ি-মিছরি ইত্যাদি পদ বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত। সংস্কৃতেও উক্ত নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়; যথা—"গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূ" (বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টক), "ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং" (চণ্ডী), "যাদোরত্নৈ-রিবার্ণবঃ" ও "চিত্রাচন্দ্রমসোরিব" (রঘুবংশ) ইত্যাদি। তজ্জন্য "বাসু-দেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" এই পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যায় তত্ত্ববোধিনীকার লিখিয়াছেন—"...তদপ্যনিত্যং শ্বযুবমঘোনামিত্যাদিলিঙ্গাৎ ইত্যব-ধেয়ম্।" অর্থাৎ যদিও ভাষ্যকার প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছেন—অর্জ্জুন অপেক্ষা অভ্যর্হিত বলিয়া বাসুদেবের প্রাগ্‌ভাব হইয়াছে, তথাপি ঐ সূত্রের কার্য্য অনিত্য বুঝিতে হইবে, যেহেতু সূত্রকার স্বয়ং "শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে" সূত্রে প্রথমেই শ্বন্ (কুক্কুর), তার পর যুবন্ (যুবা) এবং তার পর মঘবন্ (ইন্দ্র) ধরিয়াছেন। অতএব 'শ্বন্-মঘবন্'এর ন্যায় 'বৈদ্য-ব্রাহ্মণ' বলায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদ্যের উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে না।

কবিকঙ্কণ কালকেতুর নগরে প্রথমে মুসলমান, তাহার পর বিপ্র, গ্রহবিপ্র, বর্ণদ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে বসাইয়া পরে বৈদ্যগণকে বসাইয়া-ছেন। (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, বঙ্গবাসীর সংস্করণ, পৃঃ ৮০।৮১)। শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গলেও ইছাইয়ের নগরে—

"ব্রাহ্মণপণ্ডিত বৈদ্য" স্থলে ব্রাহ্মণের পর বৈদ্যের নাম লিখিত আছে

(শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, বঙ্গবাসীর সংস্করণ, পৃঃ ১২)। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই।

"বহুস্থানেই বহু বৈদ্যসন্তান বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন"—সর্ব্বত্র সর্ব্ববৈদ্য সেরূপ পরিচয় দেন না কেন? পরন্তু আত্মপরিচয় দান একটা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; যেহেতু অনেক শূদ্রও সদ্ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া অনেকের বাটীতে রন্ধন-কার্য্য করিয়া থাকে; কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া পাচিকা বেশ্যারা কত লোকের বাটীতে শেষে ধরা পড়িয়াছে, এবং কত হাড়ি-বাগ্দির সন্তান পইতার গোছা গলায় দিয়া ব্রাহ্মণ-পরিচয়ে হোটেল খুলিয়াছে।

"অন্যান্য জাতিরা অনেক স্থলেই বৈদ্যগণকে বদ্দিবামুন্ বলেন"—সকল স্থলে সকলে বলে না; তাহার কারণ—ইতর লোকে যাহার গলায় পইতা দেখে, তাহাকেই বামুন মনে করে। এইজন্যই তারা ভাটবামুন, আচাজ্জিবামুন, ছেত্তিরবামুন, বদ্দিবামুন ইত্যাদি বলিয়া থাকে।

৯। বৈঃ প্রঃ—মন্বাদিস্মৃতির মতে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই উপনয়নে কার্পাস-সূত্রময় উপবীত, মৌঞ্জী মেখলা, বিল্ব বা পলাশ দণ্ড ও কৃষ্ণসার চর্ম্ম ধারণের বিধি আছে (মনু ২।৪৪—৪৬)। বৈদ্যগণকে চিরদিন ব্রাহ্মণোচিত বিধি অনুসারেই উপনীত করা হয়। বৈশ্যোচিত মেষলোমের উপবীত বা শণতন্তুময়ী মেখলা প্রভৃতি দেওয়া হয় না। বৈদ্য ব্রহ্মচারী ভিক্ষা গ্রহণকালে অন্য ব্রাহ্মণবালকের মতই "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া থাকেন। বৈশ্যোচিত উপনয়ন হইলে "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" বলিবার ব্যবস্থা হইত (মনু ২।৪৯)। অতএব ব্রাহ্মণোচিত উপনয়নসংস্কার দ্বারাও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বই সুপ্রতিপন্ন হইতেছে।

বক্তব্য—("বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠজাতীয় নহেন" পরে ১৪ সংখ্যায় তাঁহাদের উক্তি দ্রষ্টব্য) অনুলোমজ বলিয়া অম্বষ্ঠের বৈশ্যোচিত উপনয়ন—

সংস্কার আছে বটে ; কিন্তু বৈদ্য বিলোমজ বলিয়া তাহার উপনয়ন-সংস্কারই নাই, ব্রাহ্মণোচিত কার্পাসোপবীতাদির কথা ত "শিরো নাস্তি শিরোব্যথা"র ন্যায় হইতেছে। বৈদ্যগণকে যে "চিরদিন ব্রাহ্মণোচিত বিধি অনুসারে উপনীত করা হয়," সে চিরদিনটা কত কাল হইতে ? আর্যযুগ হইতে, না রঘুনন্দনের সময় হইতে, কিম্বা "ঋষিকল্প" গঙ্গাধর, উমেশচন্দ্র, প্যারীমোহন প্রভৃতি বৈদ্যকুলে আবির্ভূত"হইবার পর হইতে ? "বৈদ্য ব্রহ্মচারী ভিক্ষা গ্রহণকালে অন্য ব্রাহ্মণ বালকের মতই" লেখায় বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্যই সূচিত হইতেছে। বৈদ্য ব্রহ্মচারীকে ব্রাহ্মণোচিত "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা করিবার ব্যবস্থা কে দিয়াছেন ? কোনও প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকার, না কোনও পদ্ধতিকার না উক্ত ঋষিকল্প গঙ্গাধর প্রভৃতি, না উক্ত স্মার্ত্তপ্রবরদিগের মধ্যে কেহ ?

মনু ব্রাহ্মণাদির উপবীতাদি সম্বন্ধে সামান্যতঃ কার্পাসসূত্রাদির বিধান করিলেও সর্ব্বদেশের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা পুরুষানুক্রমে কার্পাসোপবীতই ধারণ করেন, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ ; দণ্ডমেখলাদিও ব্রাহ্মণবৎ। যেহেতু ত্রৈবর্ণিকের কার্পাসোপবীতাদি শাস্ত্রবিহিত ; যথা গোভিল —"অলাভে বা সর্ব্বাণি সর্ব্বেষাম্" অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মচারীর বসনাদি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া যাহা যাহা বলা হইল, তাহাদের অপ্রাপ্তিতে সকলেই সকলপ্রকার বসনাদি ব্যবহার করিতে পারে। অতএব ইহা দ্বারা "বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সুপ্রতিপন্ন" না হইয়া বরং সুব্যাপন্নই হইতেছে।

১০। বৈঃ প্রঃ—বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার। রামায়ণে দেখা যায়, ভগবান্ রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কচ্চিদ্ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যমুখ্যাংশ্চ রাঘব।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বিভূষসে।" (অযো, ১০০ সর্গ)

(অর্থাৎ হে রাঘব। তুমি বৃদ্ধ, বালক ও শ্রেষ্ঠ বৈদ্যদিগকে অর্থদান, মঙ্গল জিজ্ঞাসা ও প্রিয়বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেছ ত ?)

ভূমিদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই ভূমি প্রতিগ্রহ করিতে অধিকারী নহেন। পূর্ব্বকালের বৈদ্য পণ্ডিতগণকে প্রদত্ত বহু ব্রহ্মোত্তর জমী এখনও বহু স্থানেই বর্ত্তমান আছে।

বক্তব্য—মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতিগ্রহ নিষেধ করিলেও (মনু ১০।৭৫—৭৮) রামায়ণের ঐ শ্লোকে বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার যদিই প্রতিপন্ন হয় এবং প্রতিগ্রহাধিকার থাকাতেই যদি বৈদ্য ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্লোকে সামান্যতঃ বৃদ্ধ ও বাল শব্দের উল্লেখ থাকায় যে-কোনও জাতির বৃদ্ধ ও বালককেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয়।

প্রাচীনকালে অনেক রাজা রাজড়া নিজেদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে প্রতিমা গড়িবার জন্য কুমারকে, ফুল যোগাইবার জন্য মালাকে, পরিচর্য্যা করিবার জন্য নাপিতকে, ঢাক ঢোল বাজাইবার জন্য মুচিকে, যাত্রা করিবার জন্য অধিকারীকে জমী দিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের বংশাবলী অদ্যাপি তাহা ভোগ করিতেছে। তাই বলিয়া তাহারাও কি ব্রাহ্মণ? ফলের তারতম্য থাকিলেও, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ—আচণ্ডাল—সকল জাতিকেই সর্ব্বপ্রকার দান করিবার বিধি আছে। যথা—

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্র-মনন্তং বেদপারগে॥" (মনু ৭।৮৫), সম—শাস্ত্রোক্ত ফল, দ্বিগুণ—তৎফলের দ্বিগুণ)

"সর্ব্বত্র গুণবদ্দানং শ্বপাকাদিষ্বপি স্মৃতম্।"
(বৃহস্পতি, গুণবৎ—ফলবৎ, শ্বপাক—চণ্ডাল)

পরন্তু উক্ত রামায়ণ-শ্লোকে যে 'বৈদ্য' আছে, তাহার অর্থ টীকাকারদিগের মতে পূর্ব্ববৎ (১২পৃঃ) বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বা চিকিৎসক ব্রাহ্মণ (বৈদ্য নহে)।

পাণ্ডবেরা বনবাসকালে রাজর্ষি আষ্টিষেণের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন. তন্মধ্যেও এইরূপ একটি শ্লোক আছে—

"কচ্চিত্তে গুরবঃ সর্ব্বে বৃদ্ধা বৈদ্যাশ্চ পূজিতাঃ।"

(মহা, বন, ১৫৯।৭)

নীলকণ্ঠের টীকা—"বৈদ্যাঃ বিদ্যয়া বিদিতাঃ।"

১১। বৈঃ প্রঃ—রাঢীয় সমাজের অনেক বৈদ্যই শালগ্রামশিলা পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ দুর্গাপূজা ও কালীপূজা এবং চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অদ্যাপি অনেক বৈদ্য স্বয়ং করিয়া থাকেন। সেই সকল স্থলে বৈদ্যমহিলাদের পাক করা অন্নভোগও দেওয়া হয়।

বক্তব্য—ইদানীং যথেচ্ছাচারের যুগে সকলেই সকল কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির স্পর্শপূর্ব্বক শালগ্রামশিলা ও প্রতিমা পূজা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে "প্রাণতোষণী"কার বিশদ বিচার করিয়াছেন। যথা—

"নন্থ, ব্রাহ্মণঃ পূজয়েন্নিত্যং ক্ষত্রিয়াদির্ন পূজয়েৎ ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনাৎ ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামশিলামুর্ত্তিপূজননিষেধাৎ ক্ষত্রিয়াদিভিঃ শালগ্রামশিলামুর্ত্তিপূজনং কর্ত্তব্যং কথমিতি চেৎ? ন, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ত্রয়াণাং মুনিসত্তম। অধিকারঃ স্মৃতঃ সম্যক্ শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥ ইত্যাদিপদ্মপুরাণাদিবচনৈঃ ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামপূজাশ্রবণাৎ। এবঞ্চ সতি, ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতাধিকো মম॥ ইতি লিঙ্গপুরাণবচনে ব্রাহ্মণস্যৈবেত্যত্র অন্যযোগব্যবচ্ছেদপরেণ এবকারেণ ব্রাহ্মণমাত্রস্যৈব স্পর্শবৎপূজায়ামধিকারো গম্যতে। ক্ষত্রিয়াদীনাং স্পর্শমাত্রং নিষিদ্ধমিতি। এবঞ্চ সতি, ক্ষত্রিয়াদিপূজানিষেধকবচনানাং স্পর্শমাত্রনিষেধপরত্বাৎ

ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামপূজাবিধায়কানি বচনানি স্পর্শহীনপূজাবিষয়ত্বেন যোজ্যানি।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই শালগ্রামশিলা পূজা করিতে পারেন। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্পর্শ ব্যতিরেকে পূজা করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের শালগ্রামশিলার স্পর্শে ও পূজায় অধিকার নাই। "একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথা" (এক বিষয়ে শাস্ত্রের যে বিধান আছে, বাধক বচন না থাকিলে অন্য বিষয়েও সেই বিধান) এই ন্যায়ে প্রতিমাপূজা বিষয়েও ঐ নিয়ম।

কলিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠাদি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। যথা—

"ইদানীন্তনক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ—শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ অতএব বিষ্ণুপুরাণম্—মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্ বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি।" (শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন)। বাচস্পতিমিশ্রও ঐরূপ লিখিয়াছেন।

এই কারণে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের শালগ্রামাদিপূজার ব্যবহার নাই। তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরাই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

এই জাতিতত্ত্বের আলোচনা আমি বিদ্বেষবশে করিতেছি না, অপক্ষপাতেই করিতেছি; তবে তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবার কিছু পাই নাই বলিয়াই সর্ব্বত্র বিপক্ষে বলিতে হইতেছে। কিন্তু এখানে তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবার একটা কথা আছে।—

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পাত মিশ্রাদির ঐরূপ মীমাংসা প্রমাণরূপে গণ্য হইলেও আমাদের কিন্তু মনোরম হইতেছে না। যেহেতু শূদ্র রাজা

(অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কর্ম্মকারী) হইবে বলিয়া ক্ষত্রিয়দিগকেও যে শূদ্র হইতে হইবে, এ কিরূপ যুক্তি! তাহা হইলে ম্লেচ্ছের রাজত্বে সকল ক্ষত্রিয়কে আবার ম্লেচ্ছও হইতে হয়, এবং তাহা হইলে মহাভারতে (বন, ১৯০।৩৪) কলিযুগে "শূদ্রা ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যন্তি" থাকায় সকল ব্রাহ্মণকেও শূদ্র হইতে হয়।

মনু উক্ত বচনে "ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" (এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি) বলিয়া পর-বচনেই তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" (১০।৪৪)

"ইমাঃ" বলিয়া ঐ সকল ক্ষত্রিয়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ এবং "বৃষলত্বং গতাঃ" এই অতীতকালে প্রয়োগ করায়, তাঁহার সংহিতা-প্রণয়নের পূর্ব্বে ঐ সকল ক্ষত্রিয়ই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সমস্ত ক্ষত্রিয় হয় নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তাহা না হইলে, পরশুরাম ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হইয়া একুশ বার পৃথিবীকে যে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি ক্ষত্রিয় পাইলেন কোথায়? তাহাতেও প্রত্যেক বারেই নিঃশেষে ক্ষত্রিয় নাশ করিলে 'একুশ বার' কিরূপে ঘটিল? তাঁহার সমকালে ও ত্রেতার শেষভাগেও সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইল? দ্বাপরে যদুবংশীয়, ভরতবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কিরূপে রহিল? এবং কলিতে মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ই বা কোথা হইতে আসিল? মহাপদ্মনামা নন্দের অখিলক্ষত্রিয়ান্তকারিত্বও সেইরূপ। এতাবতা পরশুরাম ও মহাপদ্ম নিঃশেষে ক্ষত্রিয় নাশ করেন নাই, এবং ক্রিয়ালোপে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়াদি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও সকল ক্ষত্রিয়, সকল বৈশ্য ও সকল অম্বষ্ঠ শূদ্র হইয়া যান নাই; কতক কতক প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য ও প্রকৃত অম্বষ্ঠ আছেন; বহু প্রদেশে তাঁহাদের

অস্তিত্ব দেখাও যাইতেছে। এই কারণেই বঙ্গীয় অম্বষ্ঠগণের মধ্যে কতক উপবীতধারী ও কতক উপবীতবর্জ্জিত ছিলেন এবং এখনও অনেক আছেন (শেষোক্ত অম্বষ্ঠেরা শূদ্রধর্ম্মানুসারে ১ মাস অশৌচ পালন করিয়া থাকেন)। ইহাতে তাঁহাদেব অম্বষ্ঠত্ব ও শূদ্রত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই একাকার হওয়ায় তাঁহাদের পার্থক্য বুঝিবাব উপায় নাই। সুতরাং সংশয়স্থলে সকল অম্বষ্ঠকেই শূদ্র বলিয়া মনে কবিতে হয়। বিলোমজাত বৈদ্যের শূদ্রত্বে ত সংশয়ের লেশমাত্র নাই।

অতএব কোনও বৈদ্যেব এবং ইদানীন্তন কোনও অম্বষ্ঠেরও শালগ্রামশিলা ও প্রতিমা পূজায় অধিকার নাই। তবে যে-সকল অম্বষ্ঠ পুরুষানুক্রমে উপবীত-ধারণাদি বৈশ্যধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা (যাজনে অধিকার না থাকায়) নিজের জন্য স্পর্শ ব্যতিরেকে ঐ সকল পূজা করিতে পারেন বটে; কিন্তু শালগ্রামেব স্নপনান্তে গাত্র-মার্জ্জনাদি এবং প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি স্পর্শ বিনা করা যায় না বলিয়া তাঁহারাও স্বয়ং না করিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণ দ্বারাই কবাইয়া থাকেন।

পরন্তু রঘুনন্দনের ঐ পঙ্‌ক্তি দেখিয়া আমাদের ইহাও মনে হয়, তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠগণ উপবীতবর্জ্জিতই ছিলেন। তদ্দর্শনেই তিনি তাঁহাদের শূদ্রত্বেব কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহাদের উপবীত থাকিলে তিনি কখনই ঐরূপ লিখিতেন না, এবং নবদ্বীপে বৈদ্যমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া ঐরূপ লেখায় তাঁহাদের হস্তে তিনি নিস্তার পাইতেন না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তৎকালে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যেরা নিশ্চয়ই শূদ্রধর্ম্মা ছিলেন। তাঁহার ঐরূপ লেখায় চক্ষুরুন্মীলন হওয়ায় তাঁহার পরবর্ত্তী কালে তাঁহা-দের অধিকাংশই উপবীত গ্রহণ করিয়া বৈশ্যধর্ম্মানুসারে ১৫ দিন অশৌচ পালনাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উপবীতগ্রহণ

বিধিপূর্ব্বক হয় নাই; যেহেতু চারি পুরুষ উপনয়নসংস্কারবর্জ্জিত হইলে, তাহাদের সন্তানের উপনয়ন হইতে পারে না (৫ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। এইজন্যই অবৈধ উপনয়ন বলিয়া তাঁহারা কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখিতেন (কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং তাদৃশরূপে ধৃত সূত্র উপবীতপদবাচ্যও নহে—মৎপ্রণীত "আহ্নিককৃত্যে"র ৩য় খণ্ডে "যজ্ঞোপবীত ধারণ" দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, বৈদ্যগণের প্রতি সৌহার্দ্দবশতঃ, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, এ সকল কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি—"গতস্য সূচনা নাস্তি কৃতস্য করণং যথা" (যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য এখন আর আপত্তি করা নিষ্প্রয়োজন)। যম বলিয়াছেন —"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ" অন্তিম যুগে অর্থাৎ কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই জাতিই থাকিবে। এই জন্যই বোধ হয় অনেকে ব্রাহ্মণ হইতেছেন।

স্নান, শ্রাদ্ধ, পঞ্চযজ্ঞ ভিন্ন কার্য্যে পুরাণপাঠে অধিকার থাকায় শূদ্রও যখন নিজের জন্য মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী পাঠ করিতে পারেন, তখন অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের তাহাতে বাধা নাই; কিন্তু অন্যের জন্য চণ্ডীপাঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। যথা—

"ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যান্নান্যবর্ণজমাদরাৎ।
শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্রাজন্ বাচকান্নরকং ব্রজেৎ॥" (ভবিষ্যপুঃ)

ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণ দ্বারা পুরাণাদি পাঠ করাইলে ও তাহাদের মুখে শুনিলে নরকে যাইতে হয়।

রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বে লিখিয়াছেন—"শূদ্রকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকচরুবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা পক্বান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি।" (শূদ্রকর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গাদিতে ব্রাহ্মণপক্ব চরু যেমন দেবতাকে দেওয়া হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণপক্ব অন্ন দ্বারা শূদ্রও দেবতার ভোগ দিতে পারে; পরন্তু স্বপক্ব অন্ন দেবতাকে নিবেদন করিতে পারে না)। কিন্তু—

"মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রুরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥
... ...
পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্॥"
(মনু ৪।২০৭—২২০)

"চিকিৎসকস্য অম্বষ্ঠস্য" (কুল্লূকভট্ট)।

অর্থাৎ অম্বষ্ঠের অন্ন খাইবে না। অম্বষ্ঠের অন্ন খাইলে পূয খাওয়া হয়।

"অমৃতং ব্রাহ্মণান্নেন দারিদ্র্যং ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রান্নং শূদ্রান্নান্নরকং ব্রজেৎ॥" (ব্যাস ৪।৩৬)

ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দারিদ্র্যজনক, বৈশ্যের অন্ন শূদ্রান্নস্বরূপ এবং শূদ্রের অন্ন ভোজনে নরকে গমন হয়।

ইত্যাদি বচন দ্বারা অম্বষ্ঠের পক্বান্ন যখন সর্ব্ববর্ণের অভোজ্য এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্বান্ন যখনই ব্রাহ্মণের অভোজ্য সুতরাং অস্পৃশ্য, তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও দ্বিজাতিরই পক্বান্নে দেবতার ভোগ হইতে পারে না। শূদ্রজাতীয়া "বৈদ্যমহিলাদের পাক করা অন্নভোগ" ত সুদূর-পরাহত।

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আরও তিনটি বক্তব্য এই যে—(১) প্রোক্ত কারণে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোনও দ্বিজাতিই পক্বান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতে পারেন না (আমান্ন দ্বারা করিবেন); যেহেতু (ক) শ্রাদ্ধীয় অন্ন ব্রাহ্মণেরই ভোজ্য, (খ) অগ্নৌকরণে ব্রাহ্মণের পাণিতে অন্ন প্রদান করিবার বিধি, এবং (গ) পিণ্ড ও ব্রাহ্মণকে দাতব্য। যথা—

(ক) "গোভিলঃ...ব্রাহ্মণানামন্ত্র্য ...। ব্রাহ্মণানামন্ত্র্যেতি ব্রাহ্মণান্ নিমন্ত্র্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। ...ব্রাহ্মণাসম্পত্তৌ কুশময়ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধমুক্তং

শ্রাদ্ধবিবেকে—নিধায়াথ দর্ভচয়মাসনেষু···ইতি তদ্বচনাৎ, ব্রাহ্মণানামসম্পত্তৌ কৃত্বা দর্ভময়ান্ দ্বিজান্। শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পশ্চাদ্বিপ্রেষু দাপয়েৎ॥ ইতি শ্রাদ্ধসূত্রভাষ্যকার-সমুদ্রকরধৃতবচনাচ্চ।"

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

"শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্।" (মনু ৩।১২৮)

(২) "অন্নাভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেব জলেঽপি বা।"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত মৎস্যপুঃ)

(৩) "পিণ্ডাংস্তু গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা।"

(মৎস্যপুঃ ১৬।৫২)

শ্রাদ্ধধর্ম্মের অতিদেশ হেতু পূর্ব্বকথিত দান ও ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতির আমান্ন দ্বারাই কর্ত্তব্য।

(২) অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য ব্রাহ্মণাদির নমস্য নহেন। তাহাদিগকে নমস্কার বা অভিবাদন করিলে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। যথা—

"ব্রাহ্মণ ইত্যনুবৃত্তৌ মিতাক্ষরায়াং হারীতঃ—ক্ষত্রিয়স্যাভিবাদনেঽহোরাত্রমুপবসেদেবং বৈশ্যস্যাপি। শূদ্রস্যাভিবাদনে ত্রিরাত্রমুপবসেদিতি। অত্র অহোরাত্রাদ্যুপবাসশ্রবণাৎ মুন্যন্তরে কবিপ্রদর্শকনমস্কাররূপলঘুপ্রায়শ্চিত্তস্য প্রমাদবিষয়ং ভ্রমকৃতনমস্কৃতিবিষয়ং বা। যথা মনুঃ—যদি বিপ্রঃ প্রমাদেন শূদ্রং সমভিবাদয়েৎ। অভিবাদ্য দশ বিপ্রাংস্ততঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" (মলমাসতত্ত্ব)

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে অভিবাদন করিলে ব্রাহ্মণ অহোরাত্র উপবাস করিবে, এবং শূদ্রকে অভিবাদন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে।—এই হারীতবচনে অহোরাত্র ও ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান থাকায়, অন্য মুনির মতে দশজন ব্রাহ্মণকে নমস্কারবরূপ যে লঘু প্রায়শ্চিত্ত

বিহিত হইয়াছে, তাহা প্রমাদকৃত বা ভ্রমকৃত নমস্কারের পক্ষে। যেহেতু মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ যদি প্রমাদ (অনবধানতা) বশতঃ শূদ্রকে অভিবাদন করে, তাহা হইলে দশজন ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

(এই জন্যই, ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নমস্কার করিয়া পাছে ব্রাহ্মণেরা প্রায়শ্চিত্তার্হ হন, তাহা হইলে আপনাদিগকেও পাপভাগী হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় পূর্ব্বে অম্বষ্ঠজাতীয় ধর্ম্মভীরু বৈদ্যেরা কটিদেশে যজ্ঞোপবীত রাখিতেন।)

অতএব যে সকল ব্রাহ্মণ ছাত্র জ্ঞানপূর্ব্বক বৈদ্য অধ্যাপকদিগকে অভিবাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আর কখনও ঐরূপ গর্হিত কর্ম্ম যেন না করেন (অশক্তপক্ষে প্রত্যেক উপবাসের অনুকল্প ৮ পণ কড়ি উৎসর্গ করিবারও বিধি আছে)।

(৩) বৈদ্যের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র উপবাস, স্নান ও পঞ্চগব্যপানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত হইবে।

১২। *বৈঃ প্রঃ*—ইতিহাসে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিপতি বৈদ্য নৃপতি মহারাজ বল্লালসেন চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজের কৌলীন্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর কোনও রাজারই ব্রাহ্মণসমাজের উপর নেতৃত্ব করা বা বড়কে ছোট করা কখনই সম্ভবপর নহে। বল্লালসেন তাঁহার "দানসাগর"-নামক স্মৃতিগ্রন্থে সেনবংশকে "শ্রুতিনিয়মগুরু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি-শব্দের অর্থ বেদ, শ্রুতিনিয়ম অর্থাৎ বেদবিহিত নিয়ম, তাহার গুরু ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে হইতে পারে?

ব্যবস্থা—বল্লালসেন চাতুর্ব্বর্ণ্যের কৌলীন্য সংস্থাপন করেন নাই; কেবল আদিশূরানীত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণেরই করিয়া-

ছিলেন। কুলজী গ্রন্থে বৈদ্যগণেরও কৌলীন্যসংস্থাপন লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সেন, দাস ও গুপ্তকে যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম কুলীন বলা হইয়াছে। বল্লালের মৃত্যুর বহুকাল পরে ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সুতরাং বৈদ্যদিগের কৌলীন্য সংস্থাপন বল্লালের স্বকৃত, কি অনুরোধপরতন্ত্র ঘটক মহাশয়গণের কৃত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় (৪র্থ পরিচ্ছেদে ১২ নং দ্রষ্টব্য)। যাহাই হউক, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের পৃথক্ কৌলীন্য সংস্থাপনেও তাঁহাদের "প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্যত্ব" নিরাকৃত হইতেছে।

হিন্দু নৃপতিমাত্রেরই শ্রুতিনিগমগুরুত্ব এবং ব্রাহ্মণসমাজের উপরও নেতৃত্ব শাস্ত্রবিহিত ও ব্যবহারপ্রসিদ্ধ। যথা—

"সম্যগ্ বেদান্ প্রাপ্য শাস্ত্রাণ্যধীত্য,
সম্যগ্ রাজ্যং পালয়িত্বা চ রাজা।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্ম্মে,
পূতাত্মা বৈ মোদতে দেবলোকে॥" (মহা, শান্তি, ২৫।৩৬)

রাজা সম্যগ্‌রূপে বেদজ্ঞান লাভ ও শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়নপূর্ব্বক, সম্যগ্‌রূপে প্রজাপালন এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিয়া পবিত্র হইয়া দেবলোকে সুখে বাস করেন।

এইজন্যই ক্ষত্রিয় রাজা পরীক্ষিৎ পরম ধার্ম্মিক ও ব্রাহ্মণভক্তিনিষ্ঠ হইয়াও, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় না দিবার অপরাধে, স্বধর্ম্মানুরোধে, শমীক মুনির স্কন্ধে মৃতসর্প সংযোজনরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকারমাত্রেই গ্রন্থের নমস্ক্রিয়াক মুখবন্ধে দেবতাকেই প্রণাম করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মধ্যে কেবল পিতা, মাতা ও গুরুর প্রণাম কোনও কোনও গ্রন্থে দেখা যায়; পরন্তু কোনও জাতির প্রণাম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বল্লালসেন "দানসাগর" গ্রন্থের প্রারম্ভে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদিগকেই প্রণাম করিয়াছেন। যথা—

"যে সাক্ষাদবনীতলামৃতভুজো বর্ণাশ্রমজ্যায়সাং
যেষাং পাণিষু নিক্ষিপন্তি কৃতিনঃ পাথেয়মামুষ্মিকম্।
যদ্বক্ত্রোপনতাঃ পুনন্তি জগতীং পুণ্যাস্ত্রিবেদীগির-
স্তেভ্যো নির্ভরভক্তিসম্ভ্রমনমন্মৌলি দ্বিজেভ্যো নমঃ॥"

যাহারা ভূতলে প্রত্যক্ষ দেবতা, যাহারা সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, পুণ্যবান্ লোকেরা যাঁহাদের হস্তে পরলোকের পাথেয় গচ্ছিত রাখেন (অর্থাৎ পরকালে স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে যাইবার জন্য যাঁহাদিগের হস্তে ধন দান করেন) এবং যাঁহাদের মুখনিঃসৃত পবিত্র বেদধ্বনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, সেই ব্রাহ্মণদিগকে সাতিশয় ভক্তি ও সম্মানের সহিত মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি।

তৎপরে স্বীয় বংশ ও গুরুর পরিচয় দিয়া, পুনর্ব্বার বলিয়াছেন—

"দুরধিগমধর্ম্মনির্ণয়-বিষমাধ্যবসায়সংশয়স্তিমিতঃ।
নরপতিরয়মারেভে ব্রাহ্মণচরণারবিন্দপরিচর্য্যাম্॥"

এই রাজা দুর্ব্বোধ-ধর্ম্মনির্ণয়রূপ বিষম অধ্যবসায়ে (অশক্য কর্ম্মে উৎসাহে) সংশয়ে জড়ীভূত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের চরণারবিন্দ সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

"শুশ্রূষাপরিতোষিতৈরবিরতং সম্ভূয় ভূদেবতৈ-
র্দত্তামোঘবরপ্রসাদবিশদস্বান্তস্খলৎসংশয়ঃ।
শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিরচয়ত্যেতং গুরোঃ শিক্ষয়া
স্বপ্রজ্ঞাবধি দানসাগরময়ং শ্রদ্ধাবতাং শ্রেয়সে॥"

নিরন্তর সেই সেবায় পরিতোষ লাভপূর্ব্বক, ভূদেবগণ মিলিত হইয়া, দয়া করিয়া যে অব্যর্থ আশীর্ব্বাদরূপ বর দিয়াছেন, তদ্দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও সকল সংশয় দূরীভূত হওয়ায়, গুরুর (অনিরুদ্ধভট্টের)

শিক্ষায়, এই নরপতি শ্রীবল্লালসেন শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের শ্রেয়োলাভের জন্য যথামতি এই দানসাগর রচনা করিতেছেন।

বল্লালসেন ব্রাহ্মণ হইলে, অত বড় রাজা হইয়া, ব্রাহ্মণের প্রতি এত ভক্তি, ব্রাহ্মণের নিকট এত হীনতা-স্বীকার এবং এত বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেন না।

বল্লালের মৃত্যুর বহুকাল পরে ঘটককারিকাবলী রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সেন উপাধি দেখিয়া ঐ সকল কারিকাবলীতে যদিও তাঁহাকে বৈদ্যবংশসম্ভূত বলা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের বৈদ্যজাতীয়ত্বে সংশয় জন্মে। যেহেতু মহাভারতে দেখা যায় (আদি, ১১১ অঃ), কুন্তী-গর্ভজাত কর্ণের প্রকৃত নাম বসুষেণ এবং তাঁহার পুত্রের নাম বৃষসেন। "বল্লালচরিতে" লিখিত হইয়াছে—ঐ বৃষসেনের পুত্র পৃথুসেন, তদ্বংশে বীরসেনের জন্ম, তদ্বংশীয় সামন্ত সেন, তৎপুত্র হেমন্তসেন, তৎপুত্র বিজয়সেন, তৎপুত্র বল্লালসেন। "দানসাগরে"ও লিখিত হইয়াছে—হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন, তৎপুত্র বল্লালসেন। এতাবতা ভীমসেনাদির ন্যায় "সেন" তাঁহাদের নামেরই অংশ বুঝা যাইতেছে (উপাধি নহে)। তাঁহারাও শাসনপত্রাদিতে কেবল চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়াই আত্মপরিচয় দিয়াছেন, কুত্রাপি বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন নাই (কলিকাতা সাহিত্যসভা হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত দানসাগর গ্রন্থের ভূমিকায় সংগৃহীত কতিপয় শাসনপত্র দ্রষ্টব্য)।

দানসাগরের ২য় শ্লোকে ঐ "শ্রুতিনিয়মগুরু"র পূর্ব্বে ও পরে "ইন্দোর্বিশ্বৈকবন্ধোঃ শ্রুতিনিয়মগুরুঃ ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যামর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ ......নিয়মদবনেভূষণং সেনবংশঃ" লিখিয়া, বল্লাল স্বয়ং তাঁহাদের সেনবংশকে (অর্থাৎ পালবংশের ন্যায় সেনান্তনামধারী ব্যক্তিবর্গের বংশকে) চন্দ্র হইতে উৎপন্ন ও ক্ষত্রিয়াচারী বলিয়াছেন; বৈদ্য বা ব্রাহ্মণ

বলেন নাই। কর্ণ, চন্দ্রবংশীয়া ও ভবিষ্যতে তদ্বংশীয় পাণ্ডুর পত্নীভূত কুন্তীর গর্ভজাত হইয়াও, সূতজাতীয়া কন্যা বিবাহ করায় তাঁহার বংশ বর্ণসঙ্করত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত সেনবংশের কেহই স্পষ্ট করিয়া আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়ও বলিতে পারেন নাই।

এই সমস্ত দেখিয়াই বোধ হয় 'প্রবোধনী'-লেখক বৈদ্যের 'চন্দ্র' গোত্র স্থির করিয়াছেন (৬ নং); কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতাদি আর কেহই যে 'গোত্র' হইতে পারেন না, তাহা (ঐ সংখ্যাতেই) বলিয়াছি।

আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফলেও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গালার সেনবংশীয় নৃপতিগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"সেনবংশীয় রাজগণের খোদিত লিপিমালায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় কর্ণাটদেশবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৩১৪)। উক্ত যুক্তির সমর্থনে রাখাল বাবু যে ক্ষোদিত লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—

"পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য বংশে
কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
কৃত্বা নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলমধিকতরাস্তপ্যতাং নাকনদ্যাঃ
নিম্নিক্তে। যেন যুধ্যদ্রিপুরুধিরকণাকীর্ণধারঃ কৃপাণঃ॥"

১৩। বৈদ্যঃ প্রঃ—"ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" (মনু ১০ অঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণপরিণীতা বৈশ্যকন্যার গর্ভে জাত বৈধ সন্তান 'অম্বষ্ঠ' নামে অভিহিত।

পঞ্চম বেদ মহাভারতে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন—"ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ" (অনু, ৪৭।১৭) অর্থাৎ তিন বর্ণের পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণই উৎপন্ন হয়।

পরে আবার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ। ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥" (৪৭।২৫) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয়কন্যাতে ও বৈশ্যকন্যাতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণই হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনুসংহিতাতেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে—"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু। আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥" (১০ অঃ) অর্থাৎ সকল বর্ণের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অক্ষতযোনি ও দ্বিজত্বসামান্যে তুল্যা পত্নীতে অনুলোমজ সন্তান জাতিতে পিতৃবর্ণই হইয়া থাকে।

মহর্ষিকল্প গঙ্গাধর এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করেন—সর্ব্ববর্ণের মধ্যে জাতিসামান্যে তুল্যা নারীতে, সমানাসমানবর্ণজা পত্নীতে এবং অনুলোমজা অক্ষতযোনি কন্যা অর্থাৎ কুমারীতে জাত সন্তান পিতৃবর্ণই হইয়া থাকে।

বক্তব্য—উক্ত মনুবচনের ঐ অর্থই প্রকৃত হইলে, উহার পরবর্ত্তী শ্লোক—

"স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥"

অনন্তরবর্ণা স্ত্রীতে দ্বিজাতিদিগের উৎপাদিত পুত্রগণ মাতৃদোষে বিগর্হিত (অর্থাৎ মাতার হীনবর্ণত্ব হেতু হীন) হওয়ায় পিতৃসদৃশ হয় (পিতৃজাতীয় হয় না)।

তাহার পরেই আবার—

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥"

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে, এবং বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্ন—এই ছয় পুত্র অপসদ (নিকৃষ্ট)।

"পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥"

দ্বিজাতিদিগের অনন্তরবর্ণস্ত্রীজাত পুত্রেরা মাতৃদোষে (অর্থাৎ মাতার হীনবর্ণত্ব হেতু) পিতৃজাতীয় না হইয়া মাতৃজাতীয় হইয়া থাকে।

—এই সকল বচনের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হয়?

সমানাসমানবর্ণজা পত্নীতে জাত সন্তান পিতৃবর্ণই হইলে, ব্রাহ্মণের শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান নিষাদকেও ব্রাহ্মণ, এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান মাহিষ্যকেও ক্ষত্রিয় বলিতে হয়।

ব্রাহ্মণের অনন্তরজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্তই যখন মাতৃবর্ণ হইয়া থাকে, তখন একান্তরজ অর্থাৎ বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ কিরূপে পিতৃবর্ণ হইতে পারে?

অম্বষ্ঠ যদি পিতৃবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণই হয়, তবে তাহার 'অম্বষ্ঠ' এই পৃথক্ সংজ্ঞা কেন? অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে, অম্বষ্ঠকন্যা সুতরাং ব্রাহ্মণ-কন্যা; তাহার গর্ভে ব্রাহ্মণোৎপন্ন আভীরও তাহা হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে। যেহেতু মনুই বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়া-মায়োগব্যান্তু ধিগ্বণঃ॥" (১০।১৫)

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" ইত্যাদি মনুবচনের টীকা—"ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু চতুর্ষপি, তুল্যাসু সমানজাতীয়াসু, পত্নীষু যথাশাস্ত্রং পরিণীতাসু, অক্ষতযোনিষু, আনুলোম্যেন—ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং, ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং, বৈশ্যেন বৈশ্যায়াং, শূদ্রেণ শূদ্রায়াম্ ইত্যনেন অনুক্রমেণ যে জাতাঃ, তে মাতাপিত্রোর্জ্জাত্যা যুক্তাঃ তজ্জাতীয়াঃ এব জ্ঞাতব্যাঃ।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের যথাশাস্ত্র পরিণীতা অক্ষতযোনি সবর্ণা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্রগণ মাতাপিতৃজাতীয়ই হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের

ব্রাহ্মণীপত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াপত্নীর পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্যাপত্নীর পুত্র বৈশ্য, এবং শূদ্রের শূদ্রাপত্নীর পুত্র শূদ্র হইয়া থাকে।

এই অর্থই প্রকৃত; যেহেতু এই অর্থেই উক্ত সমস্ত বচনের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে। বিষ্ণুসংহিতাতেও এই কথা সুস্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।" (১৬।১—৩)

মনু উক্ত বচনে "পত্নীষু" বলিয়া প্রত্যেক বর্ণের পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীকেই বুঝাইয়াছেন। যেহেতু "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" এই পাণিনি-সূত্র দ্বারা সহধর্ম্মচারিণী অর্থেই পতি শব্দের উত্তর ঙীপ্ প্রত্যয়ে 'পত্নী' হয়। অসবর্ণা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এইজন্যই তিনি এবং অন্যান্য সংহিতাকারগণও অসবর্ণা স্ত্রীর স্থলে সর্ব্বত্রই স্ত্রী বা ভার্য্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কুত্রাপি 'পত্নী' বলেন নাই, এবং দ্বিজাতিদিগের অসবর্ণা অনুলোমজাতা কন্যাকে বিবাহ করা বিষয়ে 'ধর্ম্মতঃ' না বলিয়া "কামতঃ" (মনু ৩।১২) বলিয়াছেন. মহাভারতেও (অনু ৪৭।৪) "রতিমিচ্ছতঃ" আছে। অসবর্ণা-বিবাহে পাণিগ্রহণেরও বিধান নাই, আছে কেবল—

"শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যাঃ শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে।" (মনু ৩।৪৪)

বর একটা বাণ ধারণ করিলে ক্ষত্রিয়া তাহার এক প্রান্ত গ্রহণ করিবে, বর প্রতোদ (পাঁচনী বাড়ি) ধরিলে বৈশ্যা তাহার এক প্রান্ত ধরিবে, এবং শূদ্রা বরের উত্তরীয় বস্ত্রের দশা (দশী) ধারণ করিবে।

এই জন্যই অমর পত্নীপর্য্যায়ে বলিয়াছেন—

"পত্নী পাণিগৃহীতী চ দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী।"

পাণিগৃহীতী—যথাবিধি যাহার পাণিগ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়া—যে ধর্ম্মাচরণের সহায়ভূতা। সহধর্ম্মিণী—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই ব্যবস্থানুসারে যাহার সহিত ধর্ম্মাচরণ করা যায়।

অতএব "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" বচনের ব্যাখ্যায় প্রবোধনীলেখকের "দ্বিজত্বসাম্যান্তে তুল্যা পত্নীতে" লেখা এবং তাঁহার মহর্ষিকল্প গঙ্গাধরের "সমানাসমানবর্ণজা পত্নীতে" লেখাটাও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক হয় নাই।

এই ত মনুবচনের সম্বন্ধে বলা হইল। এখন মহাভারতীয় দুইটি শ্লোকের সম্বন্ধে বলি—

শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার প্রকরণ, উপক্রম, উপসংহার ও বচনান্তরের সহিত সামঞ্জস্য দেখিতে হয়। প্রবোধনীলেখক সে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাতেই ঐ দুইটি শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন।

অনুশাসনপর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ে উক্ত শোকদ্বয়ের উপক্রমে ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন—

"চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ॥
তত্র জাতেষু পুত্রেষু সর্ব্বাসাং কুরুসত্তম।
আনুপূর্ব্ব্যেণ কস্তেষাং পিত্র্যং দায়াদ্যমর্হতি॥" (৪—৫)

ব্রাহ্মণের (ধর্ম্মার্থ) ব্রাহ্মণী, এবং রতীচ্ছায় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বিধ ভার্য্যা বিহিত হইয়াছে (যথা মনু—"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। কামতস্তু * প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে। তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ

* কামতঃ—কামবশাৎ (কুলুক)। ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়্বা পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ (পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য)।

তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥"—৩।১২—১৩)। তাহাদের পুত্রগণের মধ্যে যথাক্রমে পিতার ধনে কে কিরূপ অধিকারী হইবে?

ভীষ্মের উত্তর—

"লক্ষণং গোবৃষো যানং যৎ প্রধানতমং ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাস্তদ্ধরেৎ পুত্র একাংশং বৈ পিতুর্ধনাৎ॥
শেষন্তু দশধা কার্য্যং ব্রাহ্মণস্বং যুধিষ্ঠির।
তত্র তেনৈব হর্ত্তব্যাশ্চত্বারোঽংশাঃ পিতুর্ধনাৎ॥
ক্ষত্রিয়ায়ান্তু যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ।
স তু মাতুর্বিশেষেণ ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি॥
বর্ণে তৃতীয়ে জাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্ যুধিষ্ঠির॥
শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো নিত্যাদেয়ধনঃ স্মৃতঃ।
অল্পং চাপি প্রদাতব্যং শূদ্রাপুত্রায় ভারত॥" (১১—১৫)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পিতার সম্পত্তির মধ্যে যাহা যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তৎসমস্ত বিভাগ না করিয়া ব্রাহ্মণীর পুত্র একাই লইবে। অন্য সম্পত্তি ১০ ভাগ করিয়া তাহার মধ্যেও ঐ ব্রাহ্মণীর পুত্র ৪ অংশ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র ৩ অংশ, এবং বৈশ্যার পুত্র ২ অংশ লইবে। শূদ্রার পুত্র ('নিত্য-অদেয়-ধন') ধনাধিকারী নহে, তথাপি তাহাকে ১ অংশ দিবে। (মন্বাদি স্মৃতিতেও এইরূপই আছে)।

ইহার পরেই বৈদ্যপ্রবোধনীতে উদ্ধৃত দুইটি শ্লোক—

"ত্রিসু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।" (১৭)

'ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥" (২৫)

ইহাও ভীষ্মের উক্তি। ইহার পর উপসংহারে যুধিষ্ঠিরের পুনঃ প্রশ্ন—

"কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপসত্তম।
যদা সর্ব্বে ত্রয়ো বর্ণাস্ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি॥" (২৯)

আপনি যখন তিন বর্ণকেই (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীজাত, ক্ষত্রিয়াজাত ও বৈশ্যাজাত পুত্রকে) ব্রাহ্মণ বলিলেন, তখন তাহারা কি জন্য এরূপ অসমান অংশ প্রাপ্ত হইবে?

ভীষ্ম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া শেষে বলিয়াছেন—
"এষ দায়বিধিঃ পার্থ পূর্ব্বমুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা॥" (৫৮)
পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগের বিধি বলিয়াছিলেন।
ঐ অধ্যায়টার নাম 'রিকৃথবিভাগকথন" (রিকৃথ—ধন)।

তার পরেই "বর্ণসঙ্করকথন"-নামক ৪৮ অধ্যায়ের প্রথমেই যুধি-ষ্ঠিরের প্রশ্ন—

"অর্থাল্লোভাদ্বা কামাদ্বা বর্ণানাঞ্চাপ্যনিশ্চয়াৎ।
অজ্ঞানাদ্বাপি বর্ণানাং জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
তেষামেতেন বিধিনা জাতানাং বর্ণসঙ্করে।
কো ধর্ম্মঃ কানি কর্ম্মাণি তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥" (১—২)

অর্থগ্রহণ, কন্যাপিতার সম্পত্তি পাইবার লোভ, রতীচ্ছা, বর্ণের অনিশ্চয়, অথবা বর্ণসম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু বর্ণসঙ্কর জন্মে। সেই বর্ণসঙ্কর-দিগের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি, তাহা আমাকে বলুন।

[এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য এই যে,—যুধিষ্ঠিরের ঐরূপ প্রশ্নে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কেবল অসবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তানকেই বর্ণসঙ্কর বলে না; ঐসকল কারণে সবর্ণস্ত্রীগর্ভজাত সন্তানও বর্ণসঙ্কর বলিয়া গণ্য হয়। অতএব যাঁহারা বরপণরূপ অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দেন, তাঁহারাও বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ (১।৪১)

যাহারা বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করে, তাহারা ও তাহাদের বংশ নরক-গামী হয়, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জলপিণ্ডের বিলোপে পতিত হইয়া থাকেন।

পাছে বর্ণসঙ্করের কারণ হইতে হয়, এই ভয়ে স্বয়ং ভগবান্‌ও ভীত হইয়া বলিয়াছেন—

"সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যা-মুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥" (গীতা ৩।২৪)]

এখন প্রকৃত কথা বলি। যুধিষ্ঠিরের ঐ প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন—"ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্যাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ ॥" (৪)

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বিধ ভার্য্যার মধ্যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণীগর্ভজাতপুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্তও ব্রাহ্মণ (পূর্ব্বোক্ত মনুবচনের সহিত একবাক্যতায় 'ব্রাহ্মণসদৃশ'—নীলকণ্ঠও এইরূপ বলিয়াছেন), এবং বৈশ্যাগর্ভজাত অম্বষ্ঠ ও শূদ্রাগর্ভ-জাত নিষাদ নিকৃষ্ট ও মাতৃজাতীয়।

এতাবতা, স্থূলত্বাদি সম্বন্ধে সাদৃশ্য হেতু যেমন মনুষ্যকেও হস্তী বলা যায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণধনে অধিকারিত্ব সম্বন্ধে তৎসাদৃশ্য হেতু ৪৭ অধ্যায়ের ১৭ ও ২৫ শ্লোকে দায়ভাগপ্রকরণেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে (তজ্জাতীয়ত্ব হেতু নহে); শূদ্রার পুত্র ধনাধিকারী নহে বলিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। এইরূপ ব্যাখ্যায় সর্ব্বসামঞ্জস্যই সুরক্ষিত হইতেছে। অন্যথা ৪৭ অধ্যায়ে অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ৪৮ অধ্যায়ে তাহাকে মাতৃজাতীয় (অর্থাৎ বৈশ্য) বলা উন্মত্তপ্রলাপ হয়।

ইহা আমাদের মনগড়া ব্যাখ্যা নহে। পূর্ব্বোক্ত "ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণা-

জাতঃ” ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ যাহা সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, তাহাই আমরা বিস্তর করিয়া লিখিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—“এতচ্চ দায়ার্থম্ অবধ্যত্বার্থঞ্চ উক্তং, বিপ্রাৎ বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াঞ্চ জাতস্য মাতৃজাতীয়ত্বস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ।” অর্থাৎ এখানে অম্বষ্ঠকে যে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, তাহা দায়াধিকারের জন্য এবং রাজদণ্ডে অবধ্য হইবার জন্য; যেহেতু পরে অম্বষ্ঠকে ও নিষাদকে মাতৃজাতীয় বলা হইবে।

১৪। বৈঃ প্রঃ—বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠজাতীয় নহেন। বৈদ্যগণ বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, অম্বষ্ঠ বলিয়া নহে।

বক্তব্য—যাঁহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ও প্রসিদ্ধ এবং উপবীত-ধারী, তাঁহারা এতকাল আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়াই জানিতেন। তজ্জন্য এখনও, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও, অনেকেই ১০দিন অশৌচ গ্রহণ ও পক্কান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে সাহস করিতেছেন না। “অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্” এই মনুবচনে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি বিহিত হওয়ায় এবং “ভিষগ্ বৈদ্যৌ চিকিৎসকে” এই অমরোক্তিতে বৈদ্য শব্দের অন্যতম অর্থ ‘চিকিৎসক’ থাকায় অম্বষ্ঠেরাই বৈদ্য নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সুচতুর জাতি-বৈদ্যগণ তাঁহাদের বৃত্তি অবলম্বন ও তদ্বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়া অন্যের অগোচরে কোমরে পইতা রাখিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের দলে মিশিয়া গিয়াছেন; সেইজন্য সকল অম্বষ্ঠই চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, কিন্তু সকল বৈদ্য চিকিৎসা ব্যবসায় করেন না, এবং সেইজন্যই অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য জাতির উপাধিও এক হইয়াছে। এক্ষণে “প্রবোধনী”র প্রবোধনে ধর্ম্মের দিকে না চাহিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ ও ইহকাল পরকাল না ভাবিয়া সকল অম্বষ্ঠই বৈদ্য নামে পৃথক্ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তবে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের পার্থক্য কোথায়? অম্বষ্ঠেরাও বৈদ্যজাতীয় হইলে তাঁহাদের উপনয়নসংস্কার কোন্ প্রমাণে হয়? কোন্ প্রমাণে তাঁহারা—ব্রাহ্মণ হওয়া দূরে যাউক—দ্বিজাতিই

বা হন? প্রবোধনীলেখক যে সকল প্রমাণে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তৎসমস্তই যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা সকলকেই এখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বৈদ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিতে (৯পৃঃ) দেখাইয়াছি—মহাভারতে বৈদ্যকে বৈশ্যাগর্ভে শূদ্রোৎপন্ন বলা হইয়াছে। বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যার সহিত হীনবর্ণ পুরুষের বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ; সুতরাং বৈদ্যকে অবৈধ সন্তানই বলিতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণপরিণীতা বৈশ্যকন্যার গর্ভোৎপন্ন অম্বষ্ঠ বৈধ সন্তান—এ কথা প্রবোধনীলেখকও বলিয়াছেন (১৩ নং), এবং আমরাও স্বীকার করি। কেবল মহাভারতে নহে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও আছে—

"বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতস্ত বিপ্রযোষিতি।" (ব্রহ্ম, ১০ অঃ)
অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদ্যের জন্ম।
মহাভারতে অশ্বিনীকুমারকে শূদ্র বলা হইয়াছে। যথা—
আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বিশস্ত মরুতস্তথা।
অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাহিতৌ॥
স্মৃতাস্ত্বঙ্গিরসো দেবা ব্রাহ্মণা ইতি নিশ্চয়ঃ।
ইত্যেতৎ সর্ব্বদেবানাং চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥"
(শান্তি, ২০৮।২৩—২৪)

দেবতাদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র, এবং অঙ্গিরোগণ ব্রাহ্মণ। দেবতাদিগের এইরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য উক্ত হইয়াছে।

এতাবতা বৈদ্য—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে চণ্ডালস্থানীয়, এবং মহাভারতের মতে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আয়োগবস্থানীয়। পরন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অপেক্ষা মহাভারতের প্রামাণ্যই অধিক।

ব্যাসসংহিতায় (১।৮) উক্ত হইয়াছে—"অধমাদুত্তমায়ান্ত জাতঃ

শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।" নিকৃষ্টবর্ণ পুরুষ হইতে উৎকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র অধম শূদ্র।

এতদবস্থায় বৈদ্য-ব্রাহ্মণ হওয়া ভাল, কি অম্বষ্ঠ-বৈশ্য থাকাই ভাল—ইহা ধীর ও স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে ধর্ম্মভীরু কৃতবিদ্য বৈদ্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করি।

১৫। বৈঃ প্রঃ—বৈদ্যরাজত্বাবসানে বৈদ্যগণ শক্তিহীন হইলে, এই সময় হইতেই বৈদ্যবিদ্বেষী অসদ্‌ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা, পুরাণাদিতে বৈদ্যকুৎসার উদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত মূর্খতাপূর্ণ শ্লোকসন্নিবেশ প্রভৃতি বহু কুকাযাই করিয়া রাখিয়াছেন। সেগুলি এখন ধরা পড়িতেছে।

বক্তব্য—বল্লালসেনকে বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার রাজত্বকালে বৈদ্যগণেব অধিকতর শক্তিশালিতার এবং বৈদ্যেতর জাতির শক্তিহীনতার কোনও পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, তিনি নিজেই তৎকালেও ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ শক্তিশালিতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং কায়স্থগণকেও কৌলীন্যমর্য্যাদা দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যগণকে কোনও উচ্চ পদও দেন নাই এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থের অপেক্ষা তাঁহাদের সম্মানও বাড়ান নাই। বৈদ্যগণ এখনও যেমন আছেন, তাঁহাব রাজত্বকালেও এইরূপই ছিলেন। তবে "বৈদ্য-রাজত্বাবসানে বৈদ্যগণ শক্তিহীন হইলে" এ কথাটা কিরূপে সঙ্গত হয়?

যে বৈদ্যগণের হস্তে সর্ব্বসাধারণের জীবনরক্ষার ভার ন্যস্ত, তাঁহাদের প্রতি কাহারও বিদ্বেষের কোনও হেতুই ত অনুমিত হয় না।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা তাৎকালিক অসৎ ব্রাহ্মণেরাই করিয়াছিলেন; ইদানীন্তন সৎ বৈদ্য মহোদয়েরা কি সদ্ব্যাখ্যাই করিয়াছেন?

অসৎ ব্রাহ্মণদিগের কুৎসা রটনাতেই বৈদ্যেরা এতকাল ব্রাহ্মণত্বরূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ কবিয়াছিলেন, ইহা কি নিতান্ত ভীরুতা, দুর্ব্বলতা ও

নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে? বৈদ্যপ্রভৃতি নানা জাতির কুৎসা রটনাতেও ইদানীন্তন ব্রাহ্মণেরাও ত ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করেন নাই।

অসৎ ব্রাহ্মণগণের মূর্খতাপূর্ণ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি এখন যেরূপ বৈদ্য-দিগের নিকট ধরা পড়িতেছে, সেইরূপ বৈদ্যগণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ—মহামহো-পাধ্যায়ত্বপরিচায়ক—ধর্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা এখন সাধারণের চক্ষে—তাঁহাদের নিজের চক্ষেও—ধরা পড়িতেছে না কি?

যে সকল শাস্ত্রীয় বচন স্বমতের প্রতিকূল, সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলা আজকালকার অনেক প্রবন্ধলেখকের একটা রোগ দাঁড়াইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, কোনও কোনও মহামনীষী লেখক শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব বা অবতারত্ব খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার কোনও লীলাতেই যে ঐশ্বর্য্যভাবের বিকাশ নাই—ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য, পূর্ণমাত্রায় ঐশ্বর্য্যভাবে পরিপূর্ণ বাল্যলীলাগুলি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য লীলায় পুরাণাদির যে যে শ্লোকে ঐশ্বর্য্যভাব বর্ণিত আছে, সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। পরন্তু সেই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত, কি লেখকেরাই প্র-ক্ষিপ্ত, তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। প্রবোধনীলেখক যে সকল বচন তুলিয়া বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেগুলির তল্লিখিত অর্থই যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে বিরুদ্ধবাদীরা সে গুলিকেও ত প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারিতেন।

১৬। বৈঃ প্রঃ—এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ব্রাহ্মণের "দাশ" উপাধি অতি প্রাচীন—অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেইজন্যই আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাণিনি মুনি "দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে" এই সূত্র করিয়া—"দাশন্তি যচ্ছন্তি তস্মৈ ইতি দাশঃ" এই ব্যুৎপত্তিতে, যে ব্রাহ্মণ দান করিবার উপযুক্ত পাত্র তাঁহাকেই 'দাশ' এই উচ্চ পদবীর অধিকারী বলিয়াছেন। ক্রমদীশ্বরও তাঁহার সংক্ষিপ্ত-সার ব্যাকরণে ঐরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া "দাশো বিপ্রঃ" বলিয়াছেন।

বক্তব্য—ব্রাহ্মণের 'দাশ' উপাধি আমরা জানি না, কাহারও মুখে কখনও শুনিও নাই।

তিন হাজার বৎসরমাত্র যদি কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে ব্রাহ্মণের দাশ উপাধি চলিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণেরই দাশ উপাধি ছিল না বলিতে হইবে। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে দাশেরা অবশ্যই অন্যজাতীয় (অর্থাৎ পশ্চাদ্বক্তব্য শাস্ত্রোক্তজাতীয়) ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এখন পাণিনিমতে কেবল দাশোপাধিক বৈদ্যেরই ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ করিলে সেন, গুপ্ত, কর, ধর, রায় ইত্যাদি-উপাধিধারী বৈদ্যদিগের গতি কি? ঐ সকল শব্দের 'বিপ্র' অর্থ ত কোনও ব্যাকরণে ও অভিধানে নাই।

প্রাচীনকাল হইতে সকল বৈদ্যই 'দাস' উপাধিতে দন্ত্য স লিখিতেন, বৈদ্যকুলজীগ্রন্থসমূহেও দন্ত্য স আছে। পাণিনি ও ক্রমদীশ্বরের ব্যাকরণ দেখিয়া আজ-কালই সেই দন্ত্য সকার তালব্য শকারে পরিণত হইয়াছে—অমুক অমুক দাসের সন্তান এখন অমুক অমুক দাশ হইয়া কুল উজ্জ্বল করিতেছেন।

বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ, এমন কথা কোনও শাস্ত্রেই নাই, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। বৈদ্য যে দানের উপযুক্ত পাত্র, ইহাও কোনও শাস্ত্রকার বলেন নাই; বরং তাঁহাদের প্রতিগ্রহাধিকার নিষেধই করিয়াছেন (মনু, ১০।৭৫-৭৮)। পাণিনি মুনিও দানের উপযুক্ত পাত্র ব্রাহ্মণকে 'দাশ' এই উচ্চ পদবীর অধিকারী বলেন নাই।

বৈয়াকরণমাত্রেই জানেন—পাণিনি কেবলই সূত্রকার; বামন ও জয়াদিত্য তাঁহার সূত্রের বৃত্তিকার। "দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে" এই সূত্রের মধ্যেও 'বিপ্র' অর্থ নাই, এবং বৃত্তিকারও দাশ বলিতে 'বিপ্র' বলেন নাই; তিনি লিখিয়াছেন—"দাশন্তি তস্মৈ দাশঃ, গাং হন্তি তস্মৈ

গোঘ্নঃ অতিথিঃ।" তবে "পাণিনি মুনি ব্রাহ্মণকে 'দাশ' এই উচ্চ পদ-বীর অধিকারী বলিয়াছেন" এ কথা প্রবোধনীলেখকের মস্তিষ্কে কিরূপে প্রবেশ করিল? সংক্ষিপ্তসারে "পুংসি ঘণ্ কারকে চ" সূত্রের বৃত্তিতে আছে বটে "তালব্যান্ত দাশৃ দানে, দাশন্ত্যস্মৈ দাশো বিপ্রঃ।" কিন্তু ইহাতে দাশ ও গোঘ্ন শব্দ যথাক্রমে বিপ্র ও অতিথির সংজ্ঞা মনে করা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। তাহা হইলে অভিধানে তত্তৎপর্য্যায়ে ঐ দুইটি শব্দ ধৃত হইত।

উক্ত পাণিনিসূত্রের অর্থ—সম্প্রদান বাচ্যে দাশ ও গোঘ্ন শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। "ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্" (যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কোনও কার্য্য করা যায়, তাহারও সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়)। কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন গোঘ্ন শব্দের অর্থ 'গোহত্যাকারী।' এই অর্থেই গোঘ্ন শব্দ অতি প্রসিদ্ধ। তজ্জন্যই এখানে পাণিনিসূত্রের বৃত্তিকার সম্প্রদান-বাচ্যতা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য গোঘ্ন পদের বিশেষ্যরূপে অতিথি পদ বসাইয়াছেন; দাশ পদে সেরূপ সংশয়ের সম্ভাবনা না থাকায় উহার কোনও বিশেষ্যপদ বসান নাই। শাস্ত্রে আছে "ষডর্ঘ্যা ভবন্তি" ইত্যাদি—অর্থাৎ গুরু, পুরোহিত, রাজা, বর, স্নাতক ও শ্রোত্রিয় অতিথি গৃহে আসিলে তাঁহাদিগকে মধুপর্কাদি দ্বারা অর্চনা করিতে হয়। "নামাংসো মধুপর্কঃ" মাংস ব্যতিরেকে মধুপর্ক হয় না অর্থাৎ মধুপর্ক দিলেই তাহার সঙ্গে মাংসও দিতে হয়। এইজন্যই ভবদেবভট্ট কন্যাসম্প্রদানে লিখিয়াছেন—"সম্প্রদানশালায়া উত্তরতঃ স্ত্রীগবীং বদ্ধা।" এইজন্যই বর যখন মধুপর্ক ভক্ষণ করে, তখন নাপিত বলে—"গৌর্গৌর্গৌঃ" (আলভ্যতামিতি শেষঃ) গাভীটাকে এখন বধ করি? এবং এইজন্যই "উত্তর-চরিত" নাটকে বর্ণিত হইয়াছে—বশিষ্ঠ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গযজ্ঞ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে অতিথি হইলে, বাল্মীকি তাঁহাকে মধুপর্ক দিয়া তৎসঙ্গে কল্যাণী নামে একটা বৎসতরীও

দিয়াছিলেন। বাল্মীকির শিষ্যগণের মধ্যে এক বালক উহার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া অপরকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল—"নামাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহু মন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায় অভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্ব্বপন্তি গৃহমেধিনঃ।" (মাংস ব্যতিরেকে মধুপর্ক হয় না—এই শ্রুতিবাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গৃহস্থেরা বেদজ্ঞ অতিথিকে বৎসতরী, কিম্বা বৃষ অথবা ছাগ দিয়া থাকেন)।

অতএব গোঘ্ন বলিতে (যাহাকে উদ্দেশ করিয়া গোবধ করা যায়—এই অর্থে) গুরু পুরোহিত প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ছয় জনকেই বুঝায়; তন্মধ্যে অতিথি অর্থটাই ধৃত হইয়াছে। সেইরূপ দাশ বলিতে (যাহাকে দান করা যায়—এই অর্থে) বিপ্র, ভিক্ষুক, দরিদ্র প্রভৃতি সমস্ত দানপাত্রকে বুঝাইলেও তন্মধ্যে 'বিপ্র' এই একটা অর্থই সংক্ষিপ্তসারে ধৃত হইয়াছে। পাণিনির বৃত্তিতে কোনওটাই ধৃত হয় নাই; যে যেটা হউক একটা বুঝিয়া লইতে পারেন—দাশো বিপ্রঃ, দাশো রাজা, দাশো বরঃ ইত্যাদি।

পাণিনির "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" সূত্রের উদাহরণ—"স্নাতি অনেন স্নানীয়ং চূর্ণম্, দীয়তে অস্মৈ দানীয়ো বিপ্রঃ।" তাই বলিয়া কি স্নানীয় শব্দ চূর্ণের সংজ্ঞা, এবং দানীয় শব্দ বিপ্রের সংজ্ঞা? তাহা নহে; তাহা হইলে অভিধানে থাকিত। স্না ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে অনীয় প্রত্যয় করিলে চূর্ণ, তৈল, জল প্রভৃতি স্নানসাধন যাহা কিছু আছে, সকলকেই 'স্নানীয়' বলা যায়, এবং দা ধাতুর উত্তর সম্প্রদান বাচ্যে অনীয় করিলে বিপ্র, ভিক্ষুক প্রভৃতি দানের পাত্রমাত্রকেই 'দানীয়' বলে; তাহাদের এক-একটামাত্র দেখান হইয়াছে। সংক্ষিপ্তসারে "স্নানীয়ং তৈলম্" আছে, এবং সকলেই পূজাকালে "ইদং স্নানীয়জলং" বলিয়া থাকেন।

অতএব উক্ত সূত্র দ্বারা দাশধাতু-নিষ্পন্ন 'দাশ' শব্দ বিশেষণ। সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য 'দাশ' শব্দ দনৃশধাতু-নিষ্পন্ন; ব্যাকরণ, অভিধান ও স্মৃতিশাস্ত্র-সম্মত তাহার একমাত্র অর্থ—কৈবর্ত্ত বা ধীবর। যথা—

"দংশেশ্চ ॥—দাশো ধীবরঃ।" (পাণিনি, উণাদি)

"দন্‌শো নলুক্ চ কৈবর্ত্তে ণট্ ॥—দাশঃ ॥" (সংক্ষিপ্তসার)

"কৈবর্ত্তে দাশধীবরৌ।" (অমর)

"শানো ঝষে, ধীবর এব দাশ.।" (উম্মভেদে বভস)

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্ ।

কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরাৰ্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥" (মনু ১০।৩৪)

(শূদ্রাতে ব্রাহ্মণোৎপন্ন) নিষাদ হইতে (বৈশ্যাতে শূদ্রোৎপন্না আয়োগবীর গর্ভে) মার্গব জাতির উৎপত্তি। তাহার অপর নাম দাশ, নৌকা তাহার জীবিকা, আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা তাহাকে কৈবর্ত্ত বলে।

"নিষাদো মদ্‌গুরং সূতে দাশং নাবোপজীবিনম্।"(মহা,অনু, ৪৮।২১)

নিষাদ মদ্‌গুর জাতির জন্মদাতা, তাহার অপর নাম দাশ, নৌকা তাহার উপজীবিকা।

এতাবতা সংজ্ঞাবাচক তালব্য-শকারযুক্ত দাশ শব্দের 'কৈবর্ত্ত' ভিন্ন আর কোনও অর্থই নাই, কিন্তু দন্ত্যসকারযুক্ত দাস শব্দের 'জ্ঞাতাত্মা' (উপনিষদুক্ত বা আয়ুর্ব্বেদোক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান যাহার জন্মিয়াছে) এই একটা সদর্থও আছে; যথা—"দাসো ভৃত্যে চ শূদ্রে চ জ্ঞাতাত্মনি চ ধীবরে" (মেদিনী)। অতএব বৈদ্যগণের দাসত্ব অপেক্ষা দাশত্ব স্বীকারে কি গৌরব বাড়িয়াছে, তাহা বুঝা গেল না।

১৭। **বৈঃ প্রঃ**—বহু তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতিতে সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা প্রভৃতির উল্লেখ বর্ত্তমান। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্" ইত্যাদি।

বক্তব্য—বৈদ্য যখন ব্রাহ্মণই নহেন, তখন ব্রাহ্মণোচিত 'শর্ম্মা' উপপদ ব্যবহারে তাঁহাদের অধিকার কোথায়? তাম্রম, শাস্ত্রে ও ব্যবহারেও দেখা যায়, শর্ম্মা বা দেবশর্ম্মা বলিলে কৌলিক উপাধি আর বলিতে

হয় না—বন্দ্যোপাধ্যায়শর্ম্মা, মুখোপাধ্যায় দেবশর্ম্মা ইত্যাদি কেহই বলেন না। বৈদ্যেরা তবে কোন্ প্রমাণে সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা ইত্যাদি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন? অনেক আধুনিক তাম্রশাসন ও শিলালিপি সুকৌশলে প্রাচীন বলিয়া পরিচিত হইবার কথাও আমরা শুনিয়াছি। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতে যদি ঐরূপই লিখিত হইত, তবে এতকাল বৈদ্যেরা শর্ম্মান্ত উপাধি ব্যবহার করেন নাই কেন? ঐরূপ অশাস্ত্রীয় সেনশর্ম্মা ইত্যাদি নামে যাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের সে সকল কর্ম্ম অশাস্ত্রীয়—সুতরাং পণ্ড বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে স্বস্ব নামের পর বৈশ্যধর্ম্মা অম্বষ্ঠের কৌলিক উপাধির পরিবর্ত্তে "গুপ্তভূতি" বা "দত্তভূতি" ও তাঁহাদের স্ত্রীলোকের "দেবী" বলা, এবং শূদ্রধর্ম্মা বৈদ্যের দাসান্ত পদ্ধতি (সেনদাস, গুপ্তদাস ইত্যাদি) ও তাঁহাদের স্ত্রীলোকের "দাসী" বলাই উচিত।

"বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইলে, ব্রাহ্মণের ন্যায় কৌলিক উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল শর্ম্মা বা দেবশর্ম্মা বলিতে পারিতেছেন না কেন? উহার সহিত কৌলিক উপাধি যোগ করিয়াই ত তাঁহারা আপনাদিগকে কল্পিত ব্রাহ্মণ—সুতরাং অব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত করিতেছেন।

১৮। বৈঃ প্রঃ—বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় গণনাথ, তাঁহার পিতৃদেব কর্ত্তৃক গর্ভাষ্টমে উপনীত ও উপদিষ্ট হইয়া সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে দ্বাদশ দিনে একলক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কিশোর বয়সেই অসামান্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

বক্তব্য—যিনি যতই তাড়াতাড়ি করুন, ১৫ মিনিটের কমে একশত গায়ত্রী জপ কেহই করিতে পারেন না। সুতরাং প্রত্যহ ২১ ঘণ্টা জপ করিলে তবে ১২ দিনে এক লক্ষ গায়ত্রী জপ হয়। তদুপরি

মলমূত্রত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান, ত্রিসন্ধ্যা, এবং উপনয়নান্তে সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ংকালে সমিদাধান ও মধ্যাহ্নে ভিক্ষাচরণ শাস্ত্র বিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ সকলেও ন্যূনপক্ষে ৩ ঘণ্টা লাগে। তাহাহইলে দিনরাত্রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টানাটানি করিয়াও ২৪ ঘণ্টাই কাটিয়া যায়। পরন্তু ভোজন করিয়া (এমন কি, একটু জলপান করিয়াও) জপাদি কার্য্য করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এতদবস্থায় গর্ভাষ্টমে অর্থাৎ ৭ বৎসর বয়সে—দুধে-দাঁত না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেই—গণনাথ বাবু যে, অনাহারে, নিরম্বু উপবাসে, অনিদ্রায় অবিশ্রামে ১২ দিন ধরিয়া একলক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়াছিলেন, তাহাতে "শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যং"এর ন্যায় "গণেশং গণনাথ্‌সেনং" বলিলেও অনুরূপ রূপক হয় না। পরন্তু এ অপ্রাসঙ্গিক কথাটা লিখিবার অভিপ্রায় সুবুদ্ধি ভিন্ন অন্যের সুদুর্ব্বোধ। ঐরূপ লেখায় নিঃসংশয়ে ইহাও বুঝা যাইতেছে, প্রবোধনী-লেখক কখনও গায়ত্রীজপ করেন নাই এবং গায়ত্রী কাহাকে বলে তাহাও জানেন না। তাহা করিলে বা জানিলে এরূপ অসম্ভব কথা লিখিয়া সাধারণের হাস্যাস্পদ হইতেন না। এইজন্যই শাস্ত্রের উপদেশ—"অসম্ভব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।" এ বিষয়ে আমরা মহামহোপাধ্যায় গণনাথ বাবুকেই সাক্ষী মানিতেছি, তিনি বাস্তবিকই ঐরূপ করিয়াছিলেন কি না, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ করুন।

১৯। বৈঃ প্রঃ—আমরা ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—বাস্তবিক সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, কর, ধর, চন্দ্র, নন্দী প্রভৃতি প্রাচীন বা আধুনিক বৈদ্যসমাজে প্রচলিত উপাধিগুলিই ব্রাহ্মণ সাধারণের প্রকৃত জাতীয় প্রাচীন উপাধি। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং অন্যান্য অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণের উপাধি 'ধর'।

বক্তব্য—সেন, দাস, গুপ্ত, প্রভৃতি উপাধি যে, ব্রাহ্মণ সাধারণের অথবা কোনও ব্রাহ্মণের আছে, তাহা আমরা জানি না; বোধ হয় কেহই জানেন না। কোথাও কোনও ব্রাহ্মণের উহাদের কোনওটা থাকিলেই বা ইষ্টোপপত্তি কি? বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, বসু, মিত্র, গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ উপাধি ভিন্ন, অন্যান্য উপাধি দ্বারা জাতিনির্ণয় করা যায় না। যেহেতু "রায়" উপাধি ব্রাহ্মণ হইতে বাগ্দি পর্য্যন্ত নানা জাতিরই আছে; সেন—কায়স্থেরও আছে; দাস—নাপিত, কৈবর্ত্ত হইতে চর্ম্মকার পর্য্যন্ত অনেকেরই আছে (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থেরও আছে); দত্ত—কায়স্থ, কাঁসারি, গন্ধবণিক্ ও সুবর্ণবণিকেরও আছে; কর—কায়স্থেরও আছে; ধর—সুবর্ণবণিকেরও আছে; নন্দী—কায়স্থ, তিলী ও তাঁতীরও আছে। এ অবস্থায় ঐ সকল উপাধি দ্বারা বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে, ইতরজাতি বলিয়া বুঝা হইবে না, ইহার প্রমাণ কি?

২০। **বৈঃ প্রঃ**—একদিন বঙ্গে বৈদ্যের আসন ব্রাহ্মণের উচ্চে, পরে নানা কারণে ব্রাহ্মণের মধ্যেই কিঞ্চিন্মাত্র নিম্নে, এবং অপর সকল জাতিরই উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, বৈদ্যগণ তাঁহাদের সামাজিক অবনতি ততটা বুঝিতে পারেন নাই।

ইহাও সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, বৈদ্যগণের "সেনশর্ম্মা" "দাশ-শর্ম্মা" প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাধিই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে—গুপ্তান্ত উপাধি ভবিষ্যতে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবে না।

বক্তব্য—প্রবোধনীলেখক বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব—ব্রাহ্মণাভিন্নত্ব—প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াও চিরন্তন-সংস্কারবশে পুনঃপুনঃ ব্রাহ্মণ-ভিন্নত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখানেও "বৈদ্যের আসন ব্রাহ্মণের উচ্চে, ব্রাহ্মণের মধ্যেই" এইরূপ লেখায় তাঁহার মতেও বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্য পরিস্ফুট হইতেছে না কি?

বৈদ্যের আসন কোন্ দিন ব্রাহ্মণের উচ্চে ছিল, এবং কোন্ দিনই বা ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র নিম্নে ছিল, তাহা ত কেহই জানে না, কোনও ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। তবে যদি কোনও দিন কোনও "মেলা"য় গিয়া বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত "নাগর-দোলা"য় দুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কথাটা সত্য হইতে পারে।

অল্পদিন হইল, বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড়—এই লইয়া যখন আন্দোলন চলিয়াছিল, তখনও বৈদ্যেরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্টই জানিতেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে কখনই স্পর্দ্ধা করেন নাই। এখন যে হঠাৎ ব্রাহ্মণ হইতেছেন, ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, "অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী" বলিতে সাহসী হইয়াছেন, এ আস্পর্দ্ধার, এ অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতার সর্ব্বপ্রধান কারণ—অধ্যাপক মহাশয়-গণের মূকতা, সামাজিক মহোদয়গণের উদাসীনতা, ব্রাহ্মণগণের উপেক্ষা, হিন্দু সংবাদপত্রসম্পাদক মহাশয়দিগের নীরবতা এবং কতিপয় কাণ্ডজ্ঞান রহিত অধ্যাপকের প্রশ্রয়প্রদান।

সেনশর্ম্মা ইত্যাদিরূপ উপাধি বলিবার কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই, এবং ব্যবহারও নাই—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ঐ সকল "বিশিষ্ট উপাধিই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে" এ কথাটা সত্যই বলা হইয়াছে; যেহেতু ঐরূপ কিম্ভূত-কিমাকার উপাধি দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, বৈদ্যেরা "ভূঁইফোড়" ব্রাহ্মণ।

২১। বৈঃ প্রঃ—পল্লীগ্রামে ধর্ম্মসঙ্গত সদাচার পালনে যদি কাহারও কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির নিকট সত্বরে সংবাদ জানাইলে তাহার ত্বরিত প্রতিকার (পুরোহিত প্রেরণাদি) করা যাইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—অর্থাৎ "করিলে কল্যাণ কার্য্য না হবে

দুর্গতি।" এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। ভগবাক্য কখনই বিফল হইবে না।

বক্তব্য—কাহারও পুরোহিতের অপ্রাপ্তি ঘটিলে, বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি অবশ্য বৈদ্য পুরোহিতই পাঠাইয়া তাহার কল্যাণ সাধন ও দুর্গতি নিবারণ করিবেন (এইজন্যই এখন অনেক বৈদ্য কোমর বাঁধিয়া দশকর্ম্ম শিখিতে লাগিয়াছেন)। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর কোনও দ্বিজাতিরই যাজন-কার্য্যে অধিকার নাই। যথা—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥
ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥
বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥"

(মনু ১০।৭৫—৭৮)

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তন্মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। বৈশ্যের পক্ষেও সেইরূপ।

অতএব বৈশ্য হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত সাক্ষাৎ বৈশ্যেরই যাজনকার্য্য যখন নিষিদ্ধ, তখন ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত বৈশ্যধর্ম্মা (অর্থাৎ ভাক্ত বৈশ্য) অম্বষ্ঠের এবং শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত শূদ্রধর্ম্মা (অর্থাৎ প্রতিলোমজ অধম শূদ্র) বৈদ্যের ত কথাই নাই। অতীতকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কোনও অম্বষ্ঠ ও কোনও বৈদ্যকে যাজনকার্য্য করিতে কেহ কখনও দেখেও না এবং শোনেও না। অতএব তাঁহাদের দ্বারা কোনও জাতিরই—এমন কি, বৈদ্যদিগেরও পৌরোহিত্য করান শাস্ত্রসম্মত নহে (মুচি ও চাঁড়ালেরও ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছেন, কেবল ডোম ও

যুগীব ব্রাহ্মণপুরোহিত মেলে না বলিয়া তাহাদের স্বজাতীয়েরাই পৌরোহিত্য করে। বৈদ্য ত সে শ্রেণীর নহেন যে, নিজেরাই নিজেদের পৌরোহিত্য করিবেন)। বৈদ্যদিগের ১০ দিন অশৌচ পালন, সেনশর্ম্মা ইত্যাদিরূপ নামোচ্চারণ, পক্কান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধকরণ ইত্যাদি অভিনব প্রবর্ত্তিত আচরণও শাস্ত্রবিধির বাহির্ভূত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ যেমন "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" বলিয়াছেন, তেমনই আবার ইহাও বলিয়াছেন—"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"—

শাস্ত্রবিধি ছাড়িয়া যে করে স্বেচ্ছাচার। কোনো কার্য্য কভু নাহি সিদ্ধ হয় তার॥ ইহকালে সুখ নাহি পায় কদাচন। পরকালে সদ্গতি না লভে সেইজন॥

অতএব প্রবোধনীলেখকের কথাতেই আমরাও বলি—

"এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। ভগবদ্বাক্য কখনই বিফল হইবে না।"

পরিশেষে বক্তব্য—বৈদ্যপ্রবোধনীলেখক কোন্ বচনের কিরূপ অর্থ করিয়া বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পাঠক মহোদয়গণ এবং বৈদ্য মহোদয়গণও তাহা দেখিলেন ও বুঝিলেন ত?

"বৈদ্যপ্রবোধনী" নামের অর্থ আমরা প্রথমে বুঝিয়াছিলাম—এই পুস্তিকা বৈদ্যগণকে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব প্রবোধন করিতেছে। এখন বুঝিতেছি—কেবল তাহাই নহে; এই পুস্তিকা-লেখক বৈদ্যকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, ব্যাকরণ, অভিধান, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়াও সাধারণকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বোক্ত স্মার্ত্তপ্রবরেরা তল্লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী ও যুক্তিসমূহ অখণ্ডনীয় বলিয়া কিসে হৃদ্বোধ করিয়াছেন, বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে কিসে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, কিসে তাঁহাদিগকে "আমাদেরই একজন" বলিয়া

নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছেন এবং কোন্ প্রমাণে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের "ভগিনীদের বিবাহ কার্য্যাদি করিয়াছি" লিখিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব। প্রবোধনী-লেখক শাস্ত্রীয় প্রমাণেই "বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী" লিখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী অখণ্ডনীয় বলিয়া স্থবোধ করিলে নিজেকেই যে অব্রাহ্মণ হইতে হয়, পত্র লিখিবার সময় "বঙ্গদেশের অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তশিরোমণি" স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এ কথাটা স্থবোধ করেন নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। বৈদ্যদিগের পুরোহিত না মিলিলে, যে "পণ্ডিতবর" আনন্দের সহিত তাঁহাদের পৌরোহিত্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তিনি এই একটা মহালাভজনক "একচেটিয়া" ব্যবসায়ের সুযোগ বুঝিয়া—

"হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।
অজা সিংহপ্রসাদেন বনে চরতি নির্ভয়ম্॥"

—এই নীতিটাকেই অবশ্য ইহামুত্র শ্রেয়স্করী স্থির করিয়াছেন।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উদারতায় বিদ্যামন্দিরসমূহ আপামর সাধারণের পক্ষেই অবারিতদ্বার হওয়ায়, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মহিমায় কেহ আর নিকৃষ্ট হইয়া থাকিতে চাহে না। অনেকেই ত বৈদ্যদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন; যাঁহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইয়াছেন (সম্প্রতি বাগ্দিরাও ব্যগ্রক্ষত্রিয় হইয়া উঠিয়াছে), আরও চক্ষু ফুটিলে তাঁহারাও যে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইয়া দাঁড়াইবেন, এমন আশাও করা যাইতেছে। সুতরাং অতঃপর প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ কাণে কড়ি না ঝুলাইলে উঁহাদের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য বুঝা যাইবে না।

(৫ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার দ্রষ্টব্য)

ইতি জাতিতত্ত্বে বৈদ্যজাতিতত্ত্বনির্ণয় নামে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যোগী (যুগী)

যাঁহারা যোগচর্য্যা করেন, তাঁহারা যোগী—এ কথা শাস্ত্রেও আছে, জানেনও সকলে। "যোগী" বলিয়া যে কোনও জাতি আছে, তাহা আমরা কস্মিন্ কালেও জানিতাম না, কোনও প্রাচীন লোকের মুখেও শুনি নাই, কোনও শাস্ত্রেও দেখি নাই। "যুগী" জাতি শুনিয়াছি এবং চক্ষেও দেখিয়াছি।

লোকে "যুগী জোলা" বলিয়া থাকে। উভয়েরই বৃত্তি—স্থূল-বস্ত্র-বয়ন এবং উভয়েই অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া হিন্দুসমাজে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। প্রভেদ কেবল—যুগী হিন্দু এবং জোলা মুসলমান। উচ্চশ্রেণীর মুসলমান-দিগের সহিত জোলাদিগের আহার-ব্যবহার নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে যুগীরাও সেইরূপ। তাহারা স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া, "যোগ-পাটা" ধারণ করিয়া সময়ে সময়ে ভিক্ষাও করিত বলিয়া "গেঁয়ো যুগী ভিখ্ পায় না" বলিয়া একটা প্রবাদও আছে।

যুগীদিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা এতকাল স্বতঃ পরতঃ যুগী বলিয়া পরিচিত হইয়াও, এক্ষণে একটা দল বাঁধিয়া যুগীকে "যোগী" করিয়া, আপনাদিগের ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন এবং উপবীতধারণও করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা তৎসম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমার অভিমত জানিবার জন্য যে কয়েকখানি পুস্তক পাঠাইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার কর্ত্তৃক সংগৃহীত "রাজগুরু যোগিবংশে" অনেক প্রমাণ এবং বহু মনীষীর মন্তব্য সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তাহাতে আছে—

১। কলিকাতা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল হইতে ১২৯৬ সালের ৭ই পৌষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"যোগী জাতি রুদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ ও পূর্ব্বে ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ ও যাজনাদি কার্য্য করিতেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালের ক্রোধে পতিত হইয়া ঐ সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" ইতি

বক্তব্য—যাহার এই মন্তব্য, আমিই সেই ব্যক্তি। আমি কিছুকাল উক্ত স্কুলে অধ্যাপনা করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু ১২৯৬ সালের পৌষ মাসে ঐ স্কুলে ছিলাম কি না, তাহা স্মরণ নাই। তবে ইহা অভ্রান্ত-রূপে স্মরণ আছে যে, ঐরূপ পত্র আমি কাহাকেও কখনও লিখি নাই। যেহেতু রুদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ আমি ত আমি—আমার চৌদ্দপুরুষেও—কখনও শোনেন নাই। তদ্ভিন্ন, ঐরূপ ভাষাও আমার হাত দিয়া কখনও বাহির হয় নাই।

আরও কয়েকজন পণ্ডিতের ঐরূপ মন্তব্য আছে, সেগুলিও ঐরূপ কি না, জানি না।

২। কলিকাতা সিটী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক এবং রংপুর জেলার তাজহাটার মহারাজের ব্রহ্মোত্তরভোগী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাম-গোপাল দেবশর্ম্মা স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—...গীতায় লিখিত "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥" (অর্থাৎ যোগভ্রষ্টেরা পবিত্র ধনীর কুলে অথবা জ্ঞানী যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কারণ ইহলোকে এরূপ বংশে জন্মলাভ করাও সুদুর্লভ। এই শ্লোকের দ্বারাও ইহাদের প্রাচীনত্ব ঘোষণা প্রয়োজন করিতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যদি যোগিদিগের বংশ প্রয়োজনবহির্ভূত হইত, তাহা হইলে উল্লিখিত শ্লোকের কোন সার্থকতা থাকিত না।

বক্তব্য—গীতার ঐ শ্লোকটি যে যোগী অর্থাৎ যুগী জাতির প্রাচী-

নত্ব ঘোষণা করিতেছে, যুগীবংশে জন্মগ্রহণ করা যে দুর্লভতর, যোগ-ভ্রষ্টদিগের জন্মগ্রহণের জন্যই যে যুগী জাতির সৃষ্টি প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, এবং ঐ শ্লোকে যোগীর অর্থ যুগী না বলিলে যে উহার সার্থকতাই থাকে না—ইহা পত্রলেখক স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এবং যাঁহারা সাধারণের সমক্ষে শ্লাঘার সহিত ঐ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসংশয়ে বুঝিলেও, অন্য কেহ বুঝেন নাই ও বুঝিবেনও না, বরং লেখক ও প্রকাশককে সকলেই উপহাস করিতেছেন ও করিবেন। আজকাল আবালবৃদ্ধ-বণিতা সকলেই প্রায় গীতার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, সুতরাং উহার প্রকৃত অর্থ কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন মনে করি না।

৩। (ক) আগমসংহিতায় লিখিত আছে যে, ঈশ্বর হইতে যে যোগীর উৎপত্তি হয়, তিনিই একাদশ রুদ্র বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পুত্র বিন্দুনাথ, এই বিন্দুনাথ মহাযোগী ছিলেন। বিন্দুনাথের ঔরসে রুদ্রকুলপ্রকাশক আদিনাথের প্রকাশ হয়। ক্রমে এই বংশে সিদ্ধ গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ ও সত্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) মহাবিরাটতন্ত্রে—মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে বরাননে। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, অবধৌত সাক্ষাৎ আমার সদৃশ। সেই অবধৌতের ঔরসে যোগীবংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য যোগীবংশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।

(গ) ভোজপ্রবন্ধে—অবধূত হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাথবংশের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণের ন্যায় দশরাত্রি ইহার অশৌচ ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

(ঘ) বল্লালচরিতে—মহান্ রুদ্রের ঔরসে সূর্য্যবতীর গর্ভে বিন্দু-নাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের (মহান্ ও সূর্য্যবতীর) এবং সেই যোগনাথ (বিন্দুনাথ) হইতে নাথবংশ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে।

(ঙ) শাতাতপসংহিতায়—অবধৌত সাক্ষাৎ শিবের সদৃশ। সেই

অবধোতের ঔরসে সমুৎপন্ন বলিয়াই যোগী নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহারা শিবগোত্র হইয়াছে। তাহাদিগের নামের শেষে নাথ শব্দ প্রযুক্ত হয়। ইহারা বিপ্রাণীর গর্ভে সঞ্জাত, এই হেতু জন্মমরণাদিতে দশরাত্র অশৌচ গ্রহণ করে।

(চ) পরাশরসংহিতায়—ব্রাহ্মণ্যামবধূতাচ্চ নাথঃ সম্ভূত এব হি।

বক্তব্য—শাতাতপ ও পরাশরের সংহিতায় ঐরূপ কথা নাই, এবং থাকিতেও পারে না। পূর্ব্বোক্ত গীতাশ্লোকের অর্থের ন্যায় কোনও স্মৃতিতীর্থ ঐ কথা বলিয়া তাঁহাদিগের ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। আগমসংহিতা ও মহাবিরাটতন্ত্রের নামও ত আমরা শুনি নাই। ভোজ-প্রবন্ধ ও বল্লালচরিত অতি আধুনিক গ্রন্থ। তাহাদের উক্তি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তদুপরি ঐ সকল উক্তির পরস্পর সামঞ্জস্যও নাই। পরন্তু ঐ সকল প্রমাণে নাথবংশেরই যোগিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে; বিশ্বাস, মজুমদার, রায়, সরকার প্রভৃতি বংশ কিরূপে যোগী হইল? দণ্ডী, সন্ন্যাসী, যোগী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি এক-এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগের নামে আশ্রম, আনন্দ, নাথ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন—শিবাশ্রম, জ্ঞানানন্দ ইত্যাদি। মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতিও সেইরূপ। নাথ তাঁহাদের নামেরই অংশ; উপাধি নহে। গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যে, জাতিতে যোগী বা যুগী ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

৪। পুরাণের মতে যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ঈশ্বরের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, যোগী জাতিও সেইরূপ তাঁহার ললাট হইতে উৎপন্ন; সুতরাং তাঁহারা প্রথম বর্ণের অন্তর্গত যোগধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ।

বক্তব্য—শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১২।৪—১২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য হইতে নীললোহিত উৎপন্ন হইলেন। জাতমাত্র রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রুদ্র হইয়াছিল। ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টিকরণার্থ একাদশ স্থানে অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহার একাদশ

মূর্ত্তি ও একাদশ নামও হইয়াছিল ; যথা—মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতাঃ, ভব, কাল, বামদেব, ধৃতব্রত। ব্রহ্মারই মানসোৎপন্ন তৎপত্নীগণের নাম—ধী, ধৃত্তি, রসলা, উমা, নিযুৎ, সর্পিঃ, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা। তদুৎপন্ন পুত্রগণ জগৎ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা ভীত হইয়া রুদ্রগণকে ঐরূপ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিয়া তপস্যা করিতে আদেশ করায় তাঁহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। ঐ একাদশ রুদ্রের মধ্যে মহান্ রুদ্রের পত্নীর নাম যে সূর্য্যবতী ছিল, তাঁহাদের পুত্রের নাম যে যোগনাথ বা বিন্দুনাথ, এবং সেই বিন্দুনাথ হইতেই সে "যোগী" বংশের উৎপত্তি—এমন কথা অর্ব্বাচীন "বল্লালচরিত" ভিন্ন আর কোনও গ্রন্থে (অর্থাৎ পুরাণাদি কোনও শাস্ত্রে ? নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধ, ১২ অধ্যায়ে আছে—ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, নাভি হইতে পুলহ, কর্ণ হইতে পুলস্ত্য ইত্যাদিরূপে বহু অঙ্গ হইতে বহু ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তত্তৎ নামে কোনও বর্ণ বা জাতির উল্লেখ নাই। তবে ললাটোৎপন্ন রুদ্রবিশেষের বংশ একটা জাতি কিরূপে হইল ? এবং ললাটোৎপন্ন যোগী মুখোৎপন্ন ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গতই বা কিরূপে হইতে পারে

৮। যোগী জাতি সঙ্করবর্ণ নহে। ইহা অতি প্রাচীন জাতি। "ব্রাহ্মণীষু চ জাতানামশৌচং ব্রহ্মবদ্ভবেৎ। যোগিনাঞ্চ গৃহস্থানামশৌচং দশরাত্রকম্" বল্লালচরিতের এই বচনে 'যোগিনাং চ' এই 'চ' শব্দ দ্বারা সঙ্করবর্ণ হইতে যোগীদের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বক্তব্য।—শাস্ত্রে যোগী বা যুগী বলিয়া কোনও জাতির উল্লেখ নাই। তাঁহাদেরই উদ্ধৃত বিরাটতন্ত্রাদির মতে অবধূতের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন হওয়ায় যোগী জাতির বর্ণসঙ্করত্বই সিদ্ধ হইতেছে। ভোজ-প্রবন্ধ ও বল্লালচরিত ঋষিপ্রণীত নহে যে, তদীয় ব্যবস্থানুসারে দশরাত্র

অশৌচগ্রহণ করা যাইতে পারে। যোগী জাতি অতিপ্রাচীন ও মূলবর্ণ হইলে মন্বাদিশাস্ত্রে নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ থাকিত। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হয় নাই। বহুকাল পরে ক্রমশঃ হইয়াছে; এখনও কত নূতন নূতন হইতেছে। মনুর বা বেদব্যাসের সময় যুগী জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। মনু কতকগুলি সঙ্কর জাতির উল্লেখ করিয়া শেষে বলিয়াছেন—

"যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে॥
প্রতিকূলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ।
হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু॥"

(১০।৩০—৩১)

শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণীতে চণ্ডালরূপ বাহ্য (অর্থাৎ গ্রামের বহির্ভাগে বাস করিবার যোগ্য) জাতি উৎপাদন করে, সেইরূপ ঐ বাহ্য জাতি চাতুর্ব্বর্ণ্য-স্ত্রীতে আত্মাপেক্ষা বাহ্যতর জাতি উৎপাদন করিয়া থাকে। বাহ্য জাতিরা আবার প্রতিলোমজ পঞ্চদশপ্রকার এবং হীন জাতিরাও প্রতিলোমজ পঞ্চদশপ্রকার জাতি উৎপাদন করে।

বেদব্যাসের সময়ে সঙ্করজাতি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি মহাভারতে ১৪৪ প্রকার সঙ্কর জাতির উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন—

"চতুর্ণামেব বর্ণানাং ধর্ম্মো নান্যস্য বিদ্যতে।
বর্ণানাং ধর্ম্মহীনেষু সংখ্যা নাস্তীহ কস্যচিৎ॥"

(অনু, ৪৮।৩০)

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণেরই ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। সঙ্কর জাতির ধর্ম্মনিয়মও নাই এবং তাহাদের সংখ্যারও ইয়ত্তা নাই।

এইজন্যই চণ্ডালাদি বাহ্য ও বাহ্যেতর জাতির মধ্যে পুরুষপরম্পরায় ১০ দিন অশৌচপালন, বিধবা ও সধবার পত্যন্তর গ্রহণ ইত্যাদি অশা-

ত্রীয় আচরণ দেখা যায়। যুগীরও সেইরূপ। কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে কুর্ম্মি, কাঁহার, চামার প্রভৃতি জাতিরা দশম দিনেই অশৌচান্ত ও আদ্য-শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

"লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥
সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ॥" (১।৩১, ৮৭)

অর্থাৎ ব্রহ্মা স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিয়া, সমগ্র সৃষ্টির রক্ষার্থ তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন।

ইহা দ্বারাও জানা যাইতেছে, ঈশ্বরের ললাট হইতে যাহার উৎপত্তি, সে কোনও বর্ণ বা জাতি নহে, এবং তাহার ধর্ম্মকর্ম্মও শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই (সুতরাং তাহারা স্বেচ্ছাচারেই ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারে)।

৬। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব সঙ্কলিত "বিশ্বকোষ" হইতে উদ্ধৃত—

"যোগী—বঙ্গবাসী হিন্দু জাতির শ্রেণীবিশেষ।...প্রাচীনতম পুরাণ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে এই জাতির উৎপত্তিবিষয়ক কোন উল্লেখ না থাকিলেও বর্ত্তমান শিক্ষিত যোগী সম্প্রদায় ...যোগপরায়ণ একাদশ রুদ্র হইতে মহাযোগী ও বিন্দুনাথাদির জন্ম স্বীকার করিয়া নাথবংশীয় যোগীগণ হইতেই বাঙ্গালার যোগীদিগের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।"

বক্তব্য—নগেন্দ্র বাবু বহুশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বিশ্বকোষে যখন ঐরূপ লিখিয়াছেন, এবং "যোগিবংশ"-সঙ্কলয়িতা যখন উহাই

প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন যোগী অতি প্রাচীন জাতি কিরূপে প্রতিপন্ন হইল?

৭। সুপ্রসিদ্ধ "সঞ্জীবনী" পত্রিকা (১৩০৩ সাল) হইতে উদ্ধৃত—

যোগী মাত্রেরই "শিব" বা অনাদি গোত্র এবং যোগিনী অর্থাৎ যোগী-দিগের স্ত্রীমাত্রেরই "কাশ্যপ" গোত্র। শিবগোত্রের প্রবর ৫টী, যথা—শিব, শম্ভু, সরজ, ভূধর এবং আপ্লুবৎ; আর কাশ্যপ গোত্রের প্রবর ৩টী, যথা—কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।

বক্তব্য—সঞ্জীবনী কোন্ শাস্ত্রে শিব গোত্র ও তাহার ঐরূপ প্রবর পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বৌধায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণের সূত্রগ্রন্থে এবং ধর্ম্মপ্রদীপাদি প্রাচীন নিবন্ধ-গ্রন্থে গোত্র-প্রবরনির্ণয়ে শিব গোত্রের, সুতরাং তাহার প্রবরেরও কোনও উল্লেখ নাই। প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, যে-কোনও বংশের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে; সুতরাং শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা কাহারও গোত্র নহেন। বাৎস্য ও সাবর্ণ গোত্রের পঞ্চ প্রবরের মধ্যে "আপ্নবান" ঋষির নাম আছে (মৎপ্রণীত আহ্নিককৃত্যে যজ্ঞোপবীত-ধারণের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। তাহাকে বিকৃত করিয়া ইদানীং অনেকে "আপ্লুবৎ" বলিয়া থাকেন; সঞ্জীবনী আবার তাহাকেও বিকৃত করিয়া "আপ্লুবৎ" লিখিয়াছেন। কাশ্যপগোত্রের প্রবর অপ্সার নহে; আবৎসার।

কবিবর ভারতচন্দ্র গৌরীসম্প্রদানকালে ব্রহ্মার মুখ দিয়া মহাদেবের পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, গোত্র ও প্রবর বলাইয়াছেন—

"স্মরহর বর, বরপিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর, প্রপিতামহ হর॥
শিব গোত্র, শম্ভু শর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর॥"

সঞ্জীবনীর উক্তিও সেইরূপ হইতেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও জাতির গোত্র থাকা সম্ভব না হইলেও শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণের গোত্রই গোত্র জানিতে হইবে। অন্যান্য সকল জাতির সেইরূপ গোত্রই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু হাড়ি (ডোম) ও যুগী জাতি হিন্দু হইলেও, পাতিত্যের ভয়ে কোনও ব্রাহ্মণ কস্মিন্ কালেও তাহাদের পৌরোহিত্য করেন না। অগত্যা তাহাদের স্বজাতীয়েরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে (তাঁহারাও লিখিয়াছেন—"বিবাহকালে তাঁহাদের স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তি পৌরোহিত্যে ব্রতী হয়"); এইজন্যই একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—

"হাড়ি যুগী বামন। তিন জাতি আপন আপন॥" অর্থাৎ হাড়ির পুরোহিত হাড়ি, যুগীর পুরোহিত যুগী, এবং ব্রাহ্মণের পুরোহিত ব্রাহ্মণ।

কোনও ব্রাহ্মণ কস্মিন্ কালেও যখন যুগীর পুরোহিত ছিলেন না, তখন যুগীদিগের গোত্রই নাই। সেই যুগীরা এখন যোগী ও ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মসম্পাদিত "সঞ্জীবনী" পত্রিকার ব্যবস্থানুসারে ঐরূপ গোত্র-প্রবর বলিয়া বিবাহাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন!

শাস্ত্রমতে শূদ্র ভিন্ন আর কোনও বর্ণেরই সগোত্রে ও সমানপ্রবরে বিবাহ হইতে পারে না, এবং পাণিগ্রহণে সপ্তপদী গমনের (মতান্তরে চতুর্থীহোমের) পর কন্যা পতিগোত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যোগী ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত হইলে এবং তাহাদের পুরুষমাত্রেরই শিব গোত্র ও শিব শম্ভু প্রভৃতি একই প্রবর হইলে সগোত্রে ও সমানপ্রবরে কিরূপে বিবাহ হয়? এবং পতির শিবগোত্র ও পত্নীর কাশ্যপ গোত্রই বা কিরূপে হইতে পারে?

৮। "ইতিহাস ও আলোচনা" (শ্রাবণ ১৩২৮) হইতে উদ্ধৃত—

নাথধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। এই নাথধর্ম্ম "নাথ উপাধি" বিশিষ্ট যোগী * জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া একদা সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।......

* লেখক অনেক স্থলে "যোগী" শব্দের পরিবর্ত্তে যুগী লিখিয়াছিলেন। "যুগী" শব্দ যে অশুদ্ধ, বোধ হয় লেখক মহাশয়ের তাহা জানা নাই।

বক্তব্য—লেখক মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির প্রচারিত ধর্ম্মকেই "নাথধর্ম্ম" এবং তাঁহাদিগকেই যোগী বলিতে গিয়াও যুগীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া, যুগীকেই সেই যোগী বলিয়াছেন। তথাপি চিরন্তন অভ্যাসের বশে সর্ব্বত্রই "যুগী" লিখিয়াছিলেন, সংগ্রাহক তাহা সংশোধন করিয়া "যোগী" লিখিয়াছেন এবং যুগী শব্দ অশুদ্ধ বলিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যুগী বা যোগী বলিয়া কোনও জাতি কোনও শাস্ত্রেই উল্লিখিত নাই। সকল সংজ্ঞা শব্দের ব্যুৎপত্তিও হয় না। ভর্ত্তৃ, ভট্টোজি, কৈয়ট সায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণের যে সকল নাম ছিল, তাহাদের কোনও ব্যুৎপত্তি নাই। শাস্ত্রোক্ত বেণ, মার্গব, আহিণ্ডিক প্রভৃতি এবং শাস্ত্রানুক্ত বাগ্দি, ডোম, কাওরা, কুর্ম্মি প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দেরও কোনও ব্যুৎপত্তি করা যায় না। তাই বলিয়া কি উহাদিগকে অশুদ্ধ শব্দ বলিতে হইবে এবং উহাদের সংশোধন করিয়া অন্য শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে? সেরূপ করিলে উহারা কি তত্তৎ ব্যক্তির ও তত্তৎ জাতির বোধক হইতে পারে? বিশেষতঃ যুগী শব্দের যখন ব্যুৎপত্তি আছে, তখন উহা অশুদ্ধই বা কিসে? নিকৃষ্ট-জাত্যুৎপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এক্ষণে স্বজাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিলেও যুগী জাতির চিরন্তন বৃত্তি বস্ত্রবয়ন। এখনও পল্লীগ্রামের অনেক অশিক্ষিত যুগী ঐ বৃত্তি করিয়াও থাকে।

"যানাদ্যঙ্গে যুগঃ পুংসি" (অমর), "যুগো রথহলাদ্যঙ্গে" (মেদিনী)

অর্থাৎ শকটের অঙ্গ (জোয়াল), লাঙ্গলের অঙ্গ (ঈশ), 'আদি' পদে তাঁতেরও ঐরূপ দণ্ডাকৃতি অঙ্গ (গুটী ও পাটি) ইত্যাদিকে যুগ বলে। যার তন্ত্র (তাঁত) আছে, সে যেমন তন্ত্রী (তাঁতী), সেইরূপ যার যুগ (গুটী ও পাটী) আছে, সে যুগী।

শিক্ষিত যুগীদিগের অনুকরণে অশিক্ষিত যুগীরাও এখন "যোগী" হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ বেদেরা "বেদী" এবং তেওরেরা "তেয়াবী" হইয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিবে না কেন?

৯। (ক) রাজা বল্লালসেনের পিতৃশ্রাদ্ধে যোগীরা দান গ্রহণ না করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিয়াছিলেন—"অদ্য হইতে যাহারা ইহাদের সহিত এক আসনে উপবেশন, ইহাদের দান গ্রহণ, পূজা, পৌরোহিত্য প্রভৃতি করিবে, তাহারাও পতিত হইবে।" এই আদেশ অবিলম্বে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অনন্তর যোগীরা রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া অনেকেই তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিল; কেহ কেহ বা গুপ্তভাবে অতিকষ্টে তথায় বাস করিতে লাগিল। আর কতকগুলি যোগা যোগপট্ট প্রভৃতি জাতিচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় ব্যবসা পরিহার পূর্ব্বক নানাবিধ জীবিকার উপায় অবলম্বন করিল; এবং অন্যভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নীচ জাতির মত হইয়া গেল।

(খ) বাঙ্গালা দেশে তৎকালে যোগী ভিন্ন আর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিল না বলিয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া, বৃদ্ধাবস্থায় বল্লাল সেন একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সৎপাত্রে দান করিলে অনন্ত ফল হয়, এই হেতু যোগীদিগকে উহার দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। যোগীরা সে দানও গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্বে পিতৃশ্রাদ্ধের দান গ্রহণ না করায় রাজা যোগীদিগের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন, এক্ষণে যজ্ঞের দান গ্রহণ করিতেও অস্বীকার করায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তদুপরি ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা যোগীদিগের সম্মান অধিক থাকায়, তাঁহারা যোগীদিগের

প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইবার জন্য তাঁহাকে উত্তেজিত করায়, রাজা যোগীদিগের যাবতীয় বৃত্তি কাড়িয়া লইলেন এবং যোগীদিগের উপর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন যোগীরা ক্রোধভরে স্ব স্ব যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করিয়া রাজাকে এই অভিশাপ দিলেন যে, যত দিন তোমার বংশ নির্ব্বংশ না হয়, তাবৎ কাল আমরা এবং আমাদের বংশীয়েরা কেহই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে না।

বক্তব্য—ইহাই হইল তাঁহাদের এতকাল পইতা না থাকার ইতি-হাস। উল্লিখিত উক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে, যোগী ও ব্রাহ্মণ পৃথক্ জাতি। তবে যোগীরা ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত কিরূপে হইল ?

বল্লাল ইতঃপূর্ব্বে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যোগীদিগকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন, সৎপাত্রে দান করিয়া অনন্ত ফল লাভের কামনায় আবার সেই যোগীদিগকেই যজ্ঞের দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহা বড় বিচিত্র কথা !

রাজার পিতৃশ্রাদ্ধের পরেই ত যোগীরা তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়াছিল (দুই পাঁচ জন যাহারা ছিল তাহারা ত গুপ্তভাবে অর্থাৎ ছদ্ম-বেশে ছিল এবং অনেকে নীচ জাতির মত অর্থাৎ যুগী হইয়া বাস করিতে ছিল), তবে রাজা যজ্ঞের দান দিবার জন্য তাহাদিগকে কোথা হইতে পাকড়াইলেন ?

রাজার উপর রাগ করিয়া নিজেদের পইতা ছেঁড়াটা "চোরের উপর রাগ ক'রে ভূঁয়ে ভাত খাওয়া"র মত হইয়াছে।

কালাগ্নিরুদ্রবংশসম্ভূত যোগী মহোদয়গণ বল্লালকে নির্ব্বংশ হইবার অভিশাপ দিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অবমাননার নিমিত্ত-কারণ জানিয়া বঙ্গের ব্রাহ্মণগণকেও যে নির্ব্বংশ করেন নাই, ইহাই ব্রাহ্মণগণের পরম সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে।

বল্লাল ত প্রায় সহস্র বৎসর নির্ব্বংশ হইয়াছেন,এতাবৎ কালের মধ্যে যোগীদিগের কেহই ত উপবীত ধারণ করেন নাই ; এখনই বা উহার জন্য এত হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে কেন ?

শাস্ত্রে উপবীত ছেদনের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা গীতায় ভগবদুক্ত "শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ। কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ" ইত্যাদি লক্ষণলক্ষিত "যোগী" হইয়া ক্রোধের বশে কিরূপে এরূপ প্রায়শ্চিত্তার্হ গর্হিত কার্য্য করিলেন ?

যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কদাপি ক্রোধবশে পইতা ছিঁড়িলে অথবা জীর্ণ পইতা কদাপি আপনা হইতে ছিঁড়িয়া গেলে, যতক্ষণ তাহা যথাবিধি পুনর্দ্ধারণ না করেন, ততক্ষণ জলগ্রহণ করেন না। যেহেতু শাস্ত্রে যজ্ঞোপবীতরহিত ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। যোগীরা কিরূপে উপবীতবর্জ্জিত হইয়া অন্নজল গ্রহণ করিতেন ?

যাঁহারা অধুনা ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইয়া উপবীত ধারণের প্রয়াসী, তাঁহারাই দেখিতেছি যত দোষ ব্রাহ্মণদিগের ও বল্লালসেনের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকেন।

১০। বর্ত্তমানে যোগিদিগের মধ্যে নাথ, দেবনাথ, অধিকারী, বিশ্বাস, দালাল, গোস্বামী. যাচনদার, মহন্ত, মজুমদার, নাথজী, পণ্ডিত, রায়, সরকার, চৌধুরী, ভৌমিক, শর্ম্মা, দেবশর্ম্মা, ভট্টাচার্য্য, মহাত্মা, মণ্ডল, মল্লিক, বক্সি, চক্রবর্ত্তী, স্থানপতি প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত দেখা যায়।

বক্তব্য—"বর্ত্তমানে" যুগীদিগের ঐ সকল উপাধি প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং অতীতে ছিল না। আশা করি, ভবিষ্যতে বন্দ্যো-

পাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষাল, সান্যাল, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ইত্যাদিও প্রচলিত হইবে।

(অতঃপর পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার দ্রষ্টব্য)।

ইতি জাতিতত্ত্বে যোগিজাতিতত্ত্বনির্ণয় নামে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মাহিষ্য (কৈবর্ত্ত)

যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চিরকাল কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত এবং শূদ্র-ধর্ম্মানুসারে মাসাশৌচ পালন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই এখন কোনও কোনও স্থানে মাহিষ্য হইয়া বৈশ্যধর্ম্মানুসারে উপবীত ধারণ, ১৫ দিন অশৌচ পালন প্রভৃতি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা বেদাদি বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বহু প্রমাণ সংগ্রহপূর্ব্বক যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীআশুতোষ জানা-প্রণীত বহুগবেষণাপূর্ণ "মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি" পুস্তকেরই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তিনি লিখিয়াছেন—

১। (ক) প্রত্যেক হিন্দুরই ধারণা আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ইহার একটি বর্ণও সত্য নহে। নিরাকার পরমেশ্বর অথবা কল্পিত নিরাকার ব্রহ্মার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই ও ছিল না, তাহা হইতে কাহারও উৎপত্তি হয় নাই। বর্ণচতুষ্টয় যে পুরুষ বা ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ইহা কাল্পনিক ভিন্ন কোন কারণে প্রকৃত বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। বর্ণ বা জাতিবন্ধন যে মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হয় নাই, পরন্তু বহু পরেই হইয়াছে, তাহা

হিন্দুকে অবশ্যই মানিতে হইবে। ঈশ্বর নিরাকার জ্ঞানময়—তাঁহার মুখ নাসিকাদি কিছুই নাই, থাকিতেও পারে না। তাঁহা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও জন্মোদ্ভবাদি ঘটে নাই। (খ) মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে কোন জাতি ছিল না, সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বক্তব্য—(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়" পড়িয়া যদিও জ্ঞানী মহাশয়ের জানা আছে "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।" কিন্তু শাস্ত্রে ঈশ্বরকে নিরাকার ও সাকার দ্বিবিধই বলা হইয়াছে। তাঁহার সাকারত্ব স্বীকার না করিলে উপাসনাই অসম্ভব হয়। জ্ঞানী মহাশয় উইল্‌সন সাহেবের ডিক্‌শনারি ও বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে কৈবর্ত্তদিগকে অর্থাৎ আপনাদিগকে যে বৈষ্ণব বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, সে বৈষ্ণবত্ব কিসে?—ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় নিরাকার বিষ্ণুর উপাসনায়, না বিষ্ণুনামক কোনও মনুষ্যের উপাসনায়? বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুকে ও শাস্ত্রে—বিশেষতঃ বৈষ্ণব গ্রন্থে—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই বলা হইয়াছে এবং তাঁহার চতুর্ভুজ, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতাম্বর, মকরকুণ্ডলবান্ ইত্যাদিরূপ রূপের বর্ণনাও আছে।

মূর্ত্তিমান্ অদ্বৈতবাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় সাকার শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন; যথা—

"স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে। স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়-মর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ।" অপিচ—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।

স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ,
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥"
(ভাগবত ১।২।২৩)

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥"
(শ্বেতাশ্ব, ৪ অঃ)

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" (গীতা ৪।৭—৮)

উক্ত বচনগুলির ফলিতার্থ—পরমেশ্বর নির্গুণ থাকিয়া নিরাকার, এবং সগুণ হইয়া সাকার। হিন্দুমাত্রেই ইহা জানেন বলিয়া উহাদের অনুবাদ দিলাম না।

ব্রহ্মা নিরাকার নহেন। ব্রহ্মা যে সাকার, তাহা নিরক্ষর-আবাল-বৃদ্ধবনিতারাও চিত্র ও প্রতিমা দেখিয়া জানে; শাস্ত্রজ্ঞদিগের ত কথাই নাই।

পরমেশ্বর হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধেই যে জগতের জন্মাদি হইয়া থাকে, চাতুর্ব্বর্ণ্য যে ঈশ্বরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে "কল্পিত" নহে—বস্তুতঃই তাঁহার তত্তৎ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, এবং সৃষ্টির প্রারম্ভেই যে বর্ণচতুষ্টয় ও তাহাদের গুণকর্ম্মবিভাগ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।"
(তৈঃ উপনিষদ্ ৩।১)

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা॥ জন্মাদ্যস্য যতঃ॥" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১—২)

"যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥
লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥" (মনু ১।৭—৩১)
"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" (গীতা ৪।১৩)

শাঙ্করভাষ্য—"চত্বার এব বর্ণাঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া ঈশ্বরেণ সৃষ্টম্ উৎপাদিতম্ 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী'দিত্যাদিশ্রুতেঃ। গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ।"

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের পুরুষসূক্তে যে ঈশ্বরের মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি বর্ণিত আছে, তাহা কল্পনা নহে; উহার উপক্রমে ও উপসংহারে "জজ্ঞিরে" ইত্যাদি জন ধাতুর প্রয়োগ থাকায় বাস্তব উৎপত্তিই বুঝাইতেছে। যথা যজুর্ব্বেদে—

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

ভাষ্য—"অস্য প্রজাপতেঃ, ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ, মুখমাসীৎ মুখাৎ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। যোঽয়ং রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ত্বজাতিমান্ পুরুষঃ, স বাহূ কৃতঃ বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ বাহুভ্যামুৎপাদিত ইত্যর্থঃ। তৎ তদানীম্ অস্য প্রজাপতেঃ যৎ উরূ, তদ্রূপো বৈশ্যঃ সম্পন্নঃ উরুভ্যামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথা অস্য পদ্ভ্যাং পাদাভ্যাং শূদ্রঃ শূদ্রত্বজাতিমান্ পুরুষঃ অজায়ত।"

(খ) মহাভারতে উক্ত হইয়াছে "যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ" (যা নাই

ভারতে, তা নাই ভারতে), এইজন্য সকলেই তাহাতে মনের মত বচন পাইয়া থাকেন! শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ে ভৃগুর উক্তিতে আছে বটে—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥"

বর্ণসমূহের কোনও বিশেষ নাই। ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া সমস্ত জগৎ একমাত্র ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টই ছিল, পরে কর্ম্ম দ্বারা ক্ষত্রিয়াদিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু উপক্রম ও উপসংহার দেখিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। উহার উপক্রমে আছে—

"প্রজাবিসর্গং বিবিধং মানসো মনসাসৃজৎ।
সংরক্ষণার্থং ভূতানাং সৃষ্টং প্রথমতো জলম্॥" (১৮৩।২)

এবং উপসংহারে আছে—

"আদিদেবসমুদ্ভূতা ব্রহ্মমূলাক্ষরাব্যয়া।
সা সৃষ্টির্মানসী নাম ধর্ম্মতন্ত্রপরায়ণা॥" (১৮৮।১০)

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে কারণাবস্থায় পরব্রহ্মের মন হইতে উৎপন্ন মানস ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টির বিষয় উক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে; কার্য্যাবস্থার কথা নহে। তাহা হইলে ঐ শান্তিপর্ব্বেই ২৯৬ অধ্যায়ে যে আছে—

"বক্ত্রাদ্ভুজাভ্যামূরুভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চৈবাথ জজ্ঞিরে।
সৃজতঃ প্রজাপতের্লোকানিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥"

"সৃজতঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনই তাঁহার মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

—ইহার সহিত সামঞ্জস্য থাকে না; এবং পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবচন-সমূহের সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না।

২। মাহিষ্য ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত। মাহিষ্য বর্ণসঙ্কর নহে। যেহেতু মনু বলিয়াছেন "ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ। স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" অর্থাৎ ব্যভিচার, অবেদ্যাবেদন (অবিবাহ্যা-বিবাহ) ও স্বকর্ম্মত্যাগ এই তিনটি কারণে বর্ণসঙ্কর ঘটিয়া থাকে। বৈশ্যকন্যা ক্ষত্রিয়ের যখন বিবাহ্যা, তখন তদ্গর্ভজাত মাহিষ্য বর্ণসঙ্কর হইতে পারে না।

বক্তব্য—জানা মহাশয় প্রথমেই সপ্রমাণ করিয়াছেন, বর্ণ বা জাতিবন্ধন মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হয় নাই, বহু পরেই হইয়াছে; এখন সপ্রমাণ করিতেছেন—মাহিষ্য ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত। সুতরাং সৃষ্টির প্রারম্ভে ও ঈশ্বরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি অস্বীকার করিলেও চাতুর্ব্বর্ণ্য যে আছে, চাতুর্ব্বর্ণ্যই যে অন্যান্য জাতির উৎপাদক ও সর্ব্বজাতি অপেক্ষা প্রাচীনতম, ইহা ত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাঁহাকেও ত স্বীকার করিতে হইয়াছে; তবে ঐরূপ (১ সংখ্যায় প্রকাশিত) লেখায় ইষ্টোপপত্তি কি?

'সঙ্কর' শব্দের অর্থ—বিভিন্নজাতীয় বস্তুর মিশ্রণ। উহা বিশেষ্যপদ, উহা হইতে বিশেষণপদ হইয়াছে 'সঙ্কীর্ণ'। অতএব ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন "মাহিষ্য" নিশ্চিতই বর্ণসঙ্কর। ভগবান্ মনু—

"সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥" (১০।২৫)
"সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।" (১০।৪০)

বলিয়া (সজাতিজ ভিন্ন) অনন্তরজ, একান্তরজ, দ্ব্যন্তরজ, অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সকলকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন। "ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্" ইত্যাদি বচনে বর্ণসঙ্করের অন্যান্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উহার অর্থ—সবর্ণদিগের মধ্যেও পরস্পর-স্ত্রীগমনে, অবিবাহ্যাবিবাহে এবং উপনয়নাদি সংস্কারকর্ম্মের পরিত্যাগে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভিন্ন মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য প্রভৃতি সকলেই যে সঙ্করবর্ণ, তাহা মহাভারতে স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। যথা—

"মুখজা ব্রাহ্মণাস্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
উরুজা ধনিনো রাজন্ পাদজাঃ পরিচারকাঃ॥
চতুর্ণামেব বর্ণানামাগমঃ পুরুষর্ষভ।
অতোঽন্যে ত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ॥"
(শান্তি, ২৯৬।৬—৭)

পরমেশ্বরের মুখজাত ব্রাহ্মণ, বাহুজাত ক্ষত্রিয়, উরুজাত বৈশ্য ও পদজাত শূদ্র। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা হইতে এই চতুর্ব্বর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছে। এতদতিরিক্ত সমস্ত জাতিই সঙ্করজাত।

গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

"বক্ষ্যে সঙ্করজাত্যাদি গৃহস্থাদিবিধিং পরম্।
বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
জাতোঽম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পার্শবোঽপি বা।
মাহিষ্যোগ্রৌ প্রজায়েতে বিট্‌শূদ্রাঙ্গনয়োর্নৃপাৎ॥" (৯৬ অঃ)

অতঃপর সঙ্করজাতির কথা বলিব। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈশ্যাগর্ভজাত অম্বষ্ঠ, শূদ্রাগর্ভজাত নিষাদ বা পার্শব (পারশব); এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত মাহিষ্য ও শূদ্রাগর্ভজাত উগ্র।—ইত্যাদি।

অমরও বলিয়াছেন—

"আ চণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ॥
মাহিষ্যোঽর্য্যাক্ষত্রিয়য়োঃ"

(এতদ্বর্গোক্ত) অম্বষ্ঠ ও করণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই সঙ্কীর্ণ (সঙ্করজাত)। শূদ্রা ও বৈশ্য হইতে করণ, বৈশ্যা ও ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠ, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয় হইতে মাহিষ্য (উৎপন্ন হইয়াছে)।

জানা মহাশয় নিজেই মাহিষ্য সম্বন্ধে শব্দশাস্ত্রের যে সকল প্রমাণ তুলিয়াছেন, তন্মধ্যে শব্দস্তোমমহানিধিতে আছে—

"মাহিষ্যঃ—ক্ষত্রেণ বৈশ্যায়ামুৎপন্নে সঙ্করজাতিভেদে।"

তদ্ধৃত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানগুলিতেও আছে—

"মাহিষ্য — A man of mixed class."

৩। দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন অনন্তরজ জাতিকে মনু "দ্বিজধর্ম্মী" বলিয়াছেন, "দ্বিজ" বলেন নাই; এবং দ্বিজাতিদিগেরই ব্রাত্যত্বদোষ ধরিয়াছেন, দ্বিজধর্ম্মীদিগের ধরেন নাই। অতএব ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা-গর্ভজাত—সুতরাং দ্বিজধর্ম্মী মাহিষ্যের ব্রাত্যত্বদোষ ঘটিতে পারে না (অর্থাৎ বহুপুরুষ যাবৎ উপনয়নসংস্কারবর্জ্জিত হইলেও মাহিষ্যসন্তান ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই উপবীত গ্রহণ করিতে পারে)।

বক্তব্য—সাক্ষাৎ দ্বিজ না হইয়া দ্বিজধর্ম্মী হওয়ায় মাহিষ্য যদি পতিতসাবিত্রীকত্ব হেতু ব্রাত্য না হয়, তাহা হইলে উপনয়নাদি কার্য্যে মাহিষ্যের অধিকারই জন্মে না। যেহেতু ঐ সকল কার্য্যবিধায়ক বচনে শাস্ত্রকারেরা 'দ্বিজ' বা 'দ্বিজাতি' শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, 'দ্বিজধর্ম্মী' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। যথা—

"এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ।" (মনু ২।৬৮)

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥" (মনু ৩।৫)

"অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।" (মনু ১০।৬)

অতএব দ্বিজধর্ম্মী মাহিষ্যের দ্বিজাতিবিহিত উপনয়নে ও বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় এবং সগোত্রা-বিবাহও বিহিত হওয়ায় শূদ্রত্বই সিদ্ধ হইতেছে।

পরন্তু দ্বিজধর্ম্মীরা যদি দ্বিজাতিবিহিত বিধিনিষেধের বহির্ভূতই হয়, তবে তাহাদিগকে দ্বিজধর্ম্মী বলিবার তাৎপর্য্য কি? উক্ত কারণে মাহিষ্যদিগের ত উপনয়ন-সংস্কার হইতেই পারে না; তথাপি তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন কোন্ প্রমাণে এবং কি জন্য? পশ্চিমাঞ্চলে ও উড়িষ্যা প্রদেশে একপ্রকার শূদ্র আছে, তাহারা বিবাহকালে বিনা মন্ত্রে গলায় পইতা পরিয়া থাকে; অথচ তাহারা চাষ করে, মোট বহে ও গরুর গাড়ী হাঁকায়। মাহিষ্যেরা কি কেবল চাষ করিবার জন্যই পইতা লইয়া থাকেন?

মনু "সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" (১০।৪১)

দ্বিজাতিদিগের সজাতিজ তিন ও অনন্তরজাতিজ তিন, এই ষড়্‌বিধ পুত্রকেই দ্বিজধর্ম্মী বলিয়াছেন। তাহা হইলে ত দ্বিজদিগের সবর্ণপত্নীগর্ভজাত পুত্রও দ্বিজ হইতে পারে না, তাহাদিগের উপনয়নাদি সংস্কারেও অধিকার জন্মে না এবং তাহাদের ব্রাত্যত্বও ঘটে না।

৪। মাহিষ্য ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা গর্ভজাত বলিয়া, বৈশ্যধর্ম্মা।

বক্তব্য—এ কথার কোনও প্রতিবাদ নাই; যেহেতু ইহা শাস্ত্রসম্মত। বৈশ্যধর্ম্মা বলিয়া মাহিষ্যের উপনয়ন সংস্কারে, সুতরাং বেদাধ্যয়নেও অধিকার আছে। পরন্তু কৈবর্ত্তেরা যে মাহিষ্য, তাহার প্রমাণ কি?

তাঁহারা যদি মাহিষ্যই হন, তাঁহাদের "কৈবর্ত্ত" এই পৃথক্ সংজ্ঞা কেন? এবং পুরুষানুক্রমে স্বতঃ পরতঃ কেবল কৈবর্ত্ত আখ্যাতেই অভিহিত হইতেছেন কেন?—এত কাল ত তাঁহারা নিজে ও অন্যে কেহই তাঁহাদিগকে মাহিষ্য বলিয়া জানিতই না। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মাসাশৌচ গ্রহণ করিতেন কেন? তাঁহাদের উপবীতই বা ছিল না কেন? বৈদ্য ও সুগীরা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপবীত ত্যাগের কারণ দেখাইয়াছেন—ব্রাহ্মণদিগের ঈর্ষ্যা ও মহারাজ বল্লালসেনের ক্রোধ। ইঁহারা ত সেরূপ কোনও কারণ দেখাইতে পারেন নাই, তবে ইঁহারা পইতা ফেলিয়াছিলেন কেন?

৫। কোনও জাতির সম্বন্ধে জানিতে হইলে বৃত্তি দ্বারা জাতি নির্ণয় করিবে অর্থাৎ সে জাতি কি কি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবে। যেহেতু মনু বলিয়াছেন "প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ" (১০ ৪০)। মাহিষ্য জাতি কেবলমাত্র বৈশ্যবৃত্তি (কৃষি) দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

বক্তব্য—মাহিষ্যজাতি কেবলমাত্র কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে বলিয়া কৈবর্ত্তও যে মাহিষ্য হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। ভারতবর্ষে যত কৃষিজীবী আছে, সকলেই কি মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত, এবং সকল কৈবর্ত্তই কি কৃষিজীবী? সদ্গোপ প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জাতিও ত পুরুষানুক্রমে কৃষিকর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, এবং অনেক কৈবর্ত্তও ত পুরুষানুক্রমে গুটিপোকার কারবার, জমিদারী প্রভৃতি করিতেছে। সদ্গোপেরাই চাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ—"ন চাষা সজ্জনায়তে" বলিতে সদ্গোপকেই বুঝায়, কৈবর্ত্তকে বুঝায় না।

মনু যে "বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—"তজ্জাত্যুদিতকর্ম্মানুষ্ঠানেন" (টীকা) অর্থাৎ শাস্ত্রে তত্তজ্জাতির যে যে কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তত্তৎকর্ম্মানুসারে জাতিনির্ণয় করিতে হয়। এই বলিয়া

তিনি পরবর্ত্তী বচনসমূহে "সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" ইত্যাদি জাতিবিশেষের কর্ম্মবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। মাহিষ্য ও কৈবর্ত্তদিগের যে কৃষিবৃত্তি, তাহা কোনও শাস্ত্রেই উক্ত হয় নাই; তজ্জন্য জানা মহাশয় তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছুই না দেখাইয়া, দেখাইয়াছেন গদাধরভট্টের কুলজী প্রভৃতি কতিপয় অর্ব্বাচীন গ্রন্থের বচন।

৬। মাহিষ্য অন্ত্যজ নহে। অনেকে ব্যাসসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া কৈবর্ত্ত জাতির অন্ত্যজত্ব সপ্রমাণ করিয়া থাকেন—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"

কিন্তু উক্ত শ্লোকটি মূল ব্যাসসংহিতায় নাই। কেবল লোক সকলকে বঞ্চনা করিবার জন্য উহা প্রচারিত ও স্বকপোলকল্পিত। প্রকৃত শ্লোকটী এই—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
চণ্ডালমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"

অত্রি, অঙ্গিরা, যম, ব্যাস, মনু প্রভৃতি সংহিতা এবং বেদাদি কোনও শাস্ত্রেই কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য জাতি অন্ত্যজ বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। মাহিষ্য অন্ত্যজ—এরূপ অভিমত কেবল বিকৃতমস্তিষ্ক পাগলের অথবা বিবেকহীন নিরক্ষর লোকের মুখেই শোভা পায়।

বেদে, বেদান্তে, বেদাঙ্গে ও উপনিষদে অন্ত্যজ শব্দ বা অন্ত্যজ জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক কালে অন্ত্যজ জাতির অস্তিত্বের সম্ভাবনা ছিল না। শুক্লযজুর্ব্বেদ বাজসনেয় সংহিতা ত্রিংশ মণ্ডল ১৬ ঋকে "অবরায় কৈবর্ত্তং" থাকায় কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ নহে।

বক্তব্য—মাহিষ্যকে কেহই অন্ত্যজ বলেন নাই; কিন্তু কৈবর্ত্তকে সকলেই অন্ত্যজ বলিয়াছেন। "রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকটি যদি

কোনও সংহিতাতেই নাই, তবে উহার উক্তরূপ প্রকৃত পাঠ অর্থাৎ 'কৈবর্ত্ত' স্থলে 'চণ্ডাল' পাঠ কোথায় পাইলেন?

সাক্ষর, বিবেকবান্, প্রকৃতমস্তিষ্ক, বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জানা মহাশয় অত্রি, অঙ্গিরা ও যম-সংহিতায় কৈবর্ত্তের অন্ত্যজত্ব বর্ণনা নাই বলিয়াছেন। তাঁহাকে আর একবার ঐ সংহিতাগুলি দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। অত্রিসংহিতার ১৯৫, অঙ্গিরঃসংহিতার ১অঃ ৩, এবং যমসংহিতার ৫৪ শ্লোক—অবিকল ঐ "বজ্রকশ্চর্ম্মকারশ্চ" ইত্যাদি, এবং সর্ব্বত্রই "কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ" পাঠ রহিয়াছে। রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে এবং মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি প্রায়শ্চিত্তবিবেকে "যত্তু যমবচনং" বলিয়া ঐ বচনটিই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহাতে কৈবর্ত্ত পাঠই ধরিয়াছেন।* তাঁহারাও নিরক্ষর, বিবেকহীন, বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল ও লোকবঞ্চক ছিলেন কি না, তাহা জানা মহাশয়ই জানেন।

উক্ত বচনে চণ্ডালের উল্লেখ থাকিতেই পারে না। যেহেতু মন্বাদির মতে চণ্ডাল অন্ত্যজ অপেক্ষাও অধম। যথা—

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" (মনু ১০।১২)

শূদ্র হইতে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ক্ষত্তা, এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি; সেই চণ্ডাল মনুষ্যদিগের মধ্যে অধম। ইহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর।

বেদ সর্ব্বজ্ঞ, বেদে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল বিষয়ই আছে,—ইহাই বেদের বেদত্ব। সুতরাং বেদে, বেদাঙ্গে ও উপনিষদে অন্ত্যজ ও তদপেক্ষাও অধম জাতির উল্লেখ দেখা যায়। যথা উপনিষদে—

"অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।" (ছান্দোগ্য ৫।১০।৭)

বেদাঙ্গ ব্যাকরণে যথা—

"শূদ্রাণামনিরবসিতানাম্॥ (পাণিনি ২।৪।১০) অবহিষ্কৃতানাং শূদ্রাণাং প্রাগ্বৎ। তক্ষায়স্কারম্। পাত্রাদ্ বহিষ্কৃতানাস্তু—চণ্ডালমৃতপাঃ।" সংক্ষিপ্তসারে—"অনিরবসিতশূদ্রঃ॥ যেন ভুক্তে বিনা পাত্রং সংস্কারেণ ন শুধ্যতি, স নিরবসিতশূদ্রঃ (যে কোনও তৈজস পাত্রে ভোজন করিলে পুনর্গঠন ব্যতিরেকে তাহা শুদ্ধ হয় না, তাহাকে নিরবসিত শূদ্র বলে) রজক-তন্তুবায়ম্, ভিল্লধীবরম্ (ইহারা অনিরবসিত শূদ্র); নিরবসিতশূদ্রস্তু—চাণ্ডাল-হড্ডিপৌ।"

যজুর্ব্বেদে "মণ্ডল" নাই; অধ্যায় আছে। "অবরায় কৈবর্ত্তং" যাহাতে আছে, তাহা "ঋক্" নহে, যজুঃ। জানা মহাশয় ঐ দুইটিমাত্র পদ উদ্ধৃত না করিয়া যদি ঐ ১৬শ কণ্ডিকাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেন এবং পূর্ব্বাপর কণ্ডিকাগুলিও তুলিতেন, তাহা হইলে সকলকেই জানান হইত যে, বেদে বহু অন্ত্যজ ও অধম জাতির উল্লেখ আছে এবং ঐ ১৬শ কণ্ডিকাতেই "চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামাণিকে"র ন্যায় আগে-পাছে আশে-পাশে অন্ত্যজ ও অধম জাতির মধ্যেই "কৈবর্ত্ত" বিরাজ করিতেছে; জানা মহাশয় অপরকে লোকবঞ্চক বলিয়া, এখানে সম্পূর্ণ কণ্ডিকাটি না তুলিয়া নিজেরই লোকবঞ্চকত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকটি কণ্ডিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"নৃত্তায় সূতং, গীতায় শৈলূষং" (ভাষ্য—শৈলূষ = নট)।

"নদীভ্যঃ পৌঞ্জিষ্ঠ,-মৃক্ষীকাভ্যো নৈষাদং" (ভাষ্য—পুঞ্জিষ্ঠ = পুল্কস অন্ত্যজ, তদপত্য; নৈষাদ = নিষাদের অপত্য।

"মেধায় বাসঃপল্পূলীং" (ভাষ্য—বাসঃ-পল্পূলী = বস্ত্রপ্রক্ষালক অর্থাৎ রজক)।

"সরোভ্যো ধৈবর,-মুপস্থাবরাভ্যো দাশং,বৈশন্তাভ্যো বৈন্দং, নড়লাভ্যঃ শৌষ্কলং, পারায় মার্গার-মবারায় কৈবর্ত্তং, তীর্থেভ্য আন্দং, বিষ-

মেভ্যো মৈনালগুং, স্বনেভ্যঃ পর্ণকং, গুহাভ্যঃ কিরাতগুং, সানুভ্যো জম্ভকং, পর্ব্বতেভ্যঃ কিম্পূরুষম্॥"—১৬শ কণ্ডিকা (ভাষ্য—ধৈবর = কৈবর্ত্তাপত্য, দাশ = ধীবর, বৈন্দ = নিষাদাপত্য, শৌষ্কল = মৎস্যজীবী, মার্গার = ব্যাধের অপত্য, আন্দ = বন্ধনকর্ত্তা, মৈনাল = জালিকের অপত্য, পর্ণক = ভিল্ল, জম্ভক = হিংসক, কিম্পূরুষ = কুৎসিত নর)।

"বর্ণায় হিরণ্যকারং" (ভাষ্য—হিরণ্যকার = স্বর্ণকার)।

"বায়বে চাণ্ডালম্॥" ইত্যাদি।

৭। বঙ্গদেশে দ্বিবিধ কৈবর্ত্ত আছে, হালিক ও জালিক। হালিকেরাই সৎ কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য, এবং জালিকেরা অন্ত্যজ।

বক্তব্য—"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ" ইত্যাদি বচনে 'কৈবর্ত্ত' পাঠ যদি প্রবঞ্চকের ধৃত হয়, তাহা হইলে জালিক-কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ হইল কোন প্রমাণে? "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" এই বৃহস্পতি-বচন অনুসারে মনুর বিরুদ্ধবাদি অন্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইতে পারে না। মনু কৈবর্ত্তের একবিধত্ব ও তাহার এইরূপ উৎপত্তিবিবরণ বলিয়াছেন—

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥" (১০।৩৪)

(শূদ্রাগর্ভে ব্রাহ্মণোৎপাদিত) নিষাদ হইতে (বৈশ্যাগর্ভে শূদ্রোৎপাদিতা আয়োগবীতে) মার্গব জাতির উৎপত্তি। তাহার নামান্তর—দাশ; জীবিকা—নৌকাবাহন। আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা তাহাকে কৈবর্ত্ত বলে।

আমাদের মনে হয়, পরাশরসংহিতায় সামান্যতঃ

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক-বারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"

থাকিলেও, সামাজিক সাধু পুরুষগণ আপনাদের কার্য্যের সুবিধার

অগ্র যেমন গোপ বলিতে সদ্গোপ (গয়লা নহে), তৈলী বলিতে তেলী (কলু নহে), এবং তন্ত্রী বলিতে আশ্‌নাই ও বসাক তাঁতী (কাপড়-বোনা তাঁতী নহে) করিয়া লইয়াছেন, সেইরূপ বাগ্দিকে তেঁতুলে ও মাছধরা এই দুইভাগে এবং কৈবর্ত্তকে চাষী, তুঁতে ও জেলে এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তেঁতুলে বাগ্দিকে ও চাষী কৈবর্ত্তকে সৎ বলিয়াছেন। "সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ" (সাধুদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়ম বেদবৎ প্রমাণ) এই আদিত্যপুরাণীয় বচন অনুসারে ঐরূপ জাতি-বিভাগও সমাজে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

হালিক কৈবর্ত্তেরা যদি বৈশ্যধর্ম্মা মাহিষ্যই হয়, তবে এখনও বহু স্থানের কৈবর্ত্তেরা শূদ্র হইয়াই রহিয়াছে কেন? তাহাদের মধ্যে সকলেই যে মূর্খ ও দরিদ্র, তাহাও ত নহে; বিদ্বান্ ধনবান্ নিষ্ঠাবান্ এবং মান্যমানও অনেক আছেন—(চব্বিশপরগণা) বাওয়ালির মণ্ডলেরা, (কলিকাতা) জানবাজারের রাণী রাসমণির জ্ঞাতি ও জামাতৃ-গণ প্রভৃতি ত সুবিখ্যাত। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও এখন অনেক কৈবর্ত্ত হাকিম, ব্যারিষ্টার, উকীল, মাষ্টার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা শূদ্রই আছেন, মাহিষ্য হইবার চেষ্টা করেন না।

উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই কায়স্থ, নবশাক, আগুরি, মাহিষ্য এবং (পঞ্চ-বণিকের মধ্যে সুবর্ণবণিক্ ভিন্ন) চতুর্ব্বণিকের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন; তাহাতে তাঁহারা স্বশ্রেণীচ্যুত হন নাই। গয়লা, সোণার বেণে, কলু কপালী, পোদ, বাগ্দি, চাণ্ডাল প্রভৃতি অসৎ শূদ্রের পৌরোহিত্যও উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই করিয়া থাকেন; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বশ্রেণীচ্যুত হইয়া "বর্ণের ব্রাহ্মণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কৈবর্ত্তের পুরোহিত স্বতন্ত্র; তাঁহারা "ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত। কোনও কোনও স্থানে বরং কৈবর্ত্তের জল ব্রাহ্মণেরাও ব্যব

হার করেন; কিন্তু "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণের" অন্নজল অধম শূদ্রেরাও কুত্রাপি গ্রহণ করেন না। এক্ষণে যে সকল কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ঐ পুরোহিতদিগকে "গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ" করিয়া তুলিয়াছেন; অথচ তাঁহাদিগের জ্ঞাতিকুটুম্বগণ—যাঁহারা শূদ্র-কৈবর্ত্তের পৌরোহিত্য করিতেছেন তাঁহারা—সেই "ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ" *বলিয়াই আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, মেদিনীপুর অঞ্চলে বহু উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মাহিষ্যীভূত কৈবর্ত্তদিগের বাটীতে তাঁহাদের পুরোহিত-গণের সহিত একযোগে ঋত্বিক্‌কর্ম্ম ও একপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিয়া থাকেন এবং অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও তাঁহাদের দান গ্রহণ করেন। শাস্ত্রে আছে—অযাজ্য-যাজন ও অসৎ-প্রতিগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ; অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজের জলপানে এবং কুপঙ্‌ক্তিতে ভোজনে অহোরাত্র উপবাস, স্নান ও পঞ্চগব্য পান,—জ্ঞানতঃ উহার দ্বৈগুণ্য।

৮। মাহিষ্য, মাহিষিক ও কৈবর্ত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি—(ক) মহীকে অর্থাৎ ভূমি বা পৃথিবীকে যে ব্যক্তি লাঙ্গল দ্বারা বিদারণ করে, সেই ব্যক্তি মাহিষ্য (স্বার্থে ষঞ্‌)। সুবন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিলে অনুপসর্গক আকারান্ত ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। মহী+সো+ক=মহিষ; বৈদেহীবন্ধুবৎ ঈকারের হ্রস্বত্ব, ইকারের পরস্থ (দন্ত্য) স (মূর্দ্ধন্য) ষ হইল। মহিষ (স্বার্থে ষঞ্‌ বা ষ্ণ) মাহিষ্য। মাহিষ্য অর্থে কৃষিজীবী জাতি বুঝায়।

(খ) মহিষ আছে যার সে মাহিষ্য, "শেষে" এই সূত্রানুসারে স্বস্বামিত্ব সম্বন্ধে ষঞ্‌ প্রত্যয়; মহিষ কৃষিকর্ম্মের প্রধান উপকরণ। অতএব কুল্লূক বলিয়াছেন "মাহিষিক" অর্থ মহিষজীবন অর্থাৎ মহিষ যাহার জীবনাবলম্বন।

(গ) ক বা কা শব্দে পৃথিবী, জল, হল, সুখ, ধন, বিষ্ণু প্রভৃতি বুঝায়; তাহা হইলে ব্যুৎপত্তি দ্বারা কৈবর্ত্ত জাতিকে ভূমিকর্ষক, হলধারী, জলোপজীবী (জলরক্ষায় বৃত—নিযুক্ত অথবা জল সহায়তায় কৃষি-উপজীবী), সুখী, ধনী, বিষ্ণুভক্ত প্রভৃতি বুঝা যায়।

বক্তব্য—প্রথম পরিচ্ছেদে বৈশ্যশব্দের ব্যুৎপত্তিতে দেখাইয়াছি, জাতিবাচক শব্দসমূহ রূঢ়; উহাদের শাস্ত্রসম্মত বা কল্পিত অর্থ সর্ব্বত্র খাটে না। ক্ষত্তৃ শব্দ সাধনের সূত্র—"তৃন্‌তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং চানিটৌ॥ শংস্তা স্তোতা। ক্ষদিঃ সৌত্রো ধাতুঃ শকলীকরণে ভক্ষণে চ, ক্ষত্তা স্যাৎ সারথৌ দ্বাঃস্থে ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ শূদ্রজে।" (পাণিনি, উণাদি)। অতএব ক্ষত্তৃ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ 'খণ্ডকারক ও ভক্ষক; কিন্তু উহা সারথি, দৌবারিক ও ক্ষত্রিয়াতে শূদ্রোৎপন্ন জাতির সংজ্ঞা। পরন্তু ঐরূপ ব্যুৎপত্তিতে কুম্ভকারকেও মাহিষ্য এবং বাগ্দি, তিওর ও জেলেকেও ত কৈবর্ত্ত বলা যাইতে পারে; যেহেতু কুম্ভকারেরাও মৃত্তিকা সংগ্রহের জন্য ভূমি বিদারণ করে; এবং বাগ্দি, তিওর ও জেলেবা" জলোপজীবী অর্থাৎ জলে মাছ ধরে, ভূমিতে মাছ ঝাড়ে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে ধনী ও সুখী আছে, এবং তাহারা বিষ্ণুভক্তও বটে।

জানা মহাশয় মাহিষ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিতে যে পণ্ডিতের "পাঁতি"র নকল করিয়াছেন, তাঁহার হস্তাক্ষর বুঝিতে না পারিয়া অথবা প্রণিধান-পূর্ব্বক না দেখিয়া ষ্যঞ্ স্থলে ঘঞ্, ষ্য স্থলে ষ, এবং বৈদেহিবন্ধু স্থলে বৈদেহীবন্ধু লিখিয়াছেন। সে যাহা হউক, ঐ ব্যুৎপত্তি সর্ব্বাংশে ব্যাকরণ-সিদ্ধ, অভিধানসম্মত ও ব্যবহারসঙ্গত হয় নাই। যেহেতু সো (ষো) ধাতুর অর্থ—অন্তকর্ম্ম (বিনাশ); বিদারণ নহে। সাহেবেরা আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তিতে যেমন ঋ ধাতুর অর্থ 'চাষ করা' লিখিয়াছেন, ইহাও সেইরূপ। উপসর্গের ইবর্ণের পরই ষোপদেশ ধাতুর দন্ত্য স স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়; মহী শব্দের উত্তর হইতে পারে না। "শেষে" সূত্র দ্বারা অণ্

প্রত্যয়ই হইয়া থাকে; ষ্যঞ্ প্রত্যয় হয় না। এবং স্বার্থে ষ্যঞ্ বা ষ্য প্রত্যয় হইবার সূত্রও নাই।

(খ) "প্রধান উপকরণ" ত দূরের কথা, মহিষ যে কৃষিকর্ম্মের কোনও কাজে লাগে, তাহা কোনও দেশের লোকই অবগত নহে। যে সকল কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইয়াছেন, পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানে তাঁহাদের কাহারও মহিষ থাকিতে ত কেহ কখনও দেখেও নাই, শুনেও নাই।

(গ) ক ও কা শব্দের পৃথিবী ও হল অর্থ কোনও অভিধানেই নাই। চাষী হইলেই যে ধনী ও সুখী হওয়া যায়, এমন কোনও নিয়মও নাই। অধিকাংশ চাষীই দরিদ্র ও দুঃখী।

মাহিষ্য, মাহিষিক ও কৈবর্ত্ত শব্দের প্রামাণিক ব্যুৎপত্তি যথা—

(১) "মহিষ্যাং সাধুঃ" (অমরটীকা) মহিষী + যৎ = মহিষ্য, পুরুষ-শব্দবৎ "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" (পাণিনি ৬।৩।১৩৭) দীর্ঘ = মাহিষ্য—যে মহিষী পালন করে। যাহারা গাভী পালন করে, তাহারা গোপ এবং যাহারা মহিষী পালন করে, তাহারা মাহিষ্য। নন্দ গোপ বৈশ্য ছিলেন তজ্জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন সংস্কার করিবার জন্য গর্গমুনিকে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্॥" (ভাগ, ১০।৮।১০)

মাহিষ্য বৈশ্যধর্ম্মা। ইহাদেরও দ্বিজাতিসংস্কার আছে।

(২) "মহিষীত্যুচ্যতে নারী যা চ স্যাদ্ ব্যভিচারিণী।
তাং দুষ্টাং কাময়তি যঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥" (কাশীখণ্ড)

(৩) "মহিষীত্যুচ্যতে নার্য্যা ভগেনোপার্জ্জিতং ধনম্।
উপজীবতি যস্তস্যাঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥"

(বিষ্ণুপুঃ ২ অংশ, ৬অঃ, ১৫ শ্লোঃ, স্বামিটীকা)

(৪) "মহিষীত্যুচ্যতে ভার্য্যা যা চৈব ব্যভিচারিণী।
তান্ দোষান্ ক্ষমতে যস্তু স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥" (যমসং, ৩৬)

(৫) "কে জলে বর্ত্তন-মাস্যেহস্য, শেষে অণ্" (অমরটীকা), বৃত+ভাবে ঘঞ্-বর্ত্ত, কে-বর্ত্ত+অণ্-কৈবর্ত্ত (অলুক্‌সমাস, আদিস্বরের বৃদ্ধি)—মাছ ধরিবার জন্য যাহারা জলে থাকে।

[অতঃপর ৫ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার দ্রষ্টব্য।)

ইতি জাতিতত্ত্বে মাহিষ্যজাতিতত্ত্বনির্ণয় নামে তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কায়স্থ

১। কতিপয় কায়স্থ নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বহু অধ্যাপক মহাশয় তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদান করিলেও ধর্ম্মভীরু সুবিচক্ষণ কায়স্থ মহোদয়গণ ঐ সকল প্রমাণে ও ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। এক্ষণে তাঁহাদের সে আন্দোলন বহুপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে; তাঁহারা নিজেই বুঝিয়াছেন, ঐ আন্দোলন অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং তদ্বিষয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ এখনও বলেন (কায়স্থসংহিতা-নাম্নী মাসিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল) "রঘো বল্লা নিতে। তিন জন্মেছিল জাত খেতে।" অর্থাৎ রঘুনন্দন, বল্লালসেন ও মহাপ্রভু নিত্যানন্দই কায়স্থ প্রভৃতিকে শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়—

(ক) প্রাচীন স্মৃতি অনুসারে শূদ্রদিগের অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় অমন্ত্রক বিবাহও চিরপ্রচলিত আছে। রঘুনন্দন সেই সকল বচনই উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদিগের সমন্ত্রক বিবাহ সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা কুমারটুলীনিবাসী ৺বরদাচরণ মিত্র (সেসন্ জজ্) মহোদয় আমার নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া তাঁহার পুত্রের বিবাহে ব্রাহ্মণ বরণ-পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা কুশণ্ডিকা করাইয়াছিলেন। ঐ বিবাহের ৩।৪ দিন পূর্ব্বে তিনি আমারই সমক্ষে তাঁহার নবতিপর বৃদ্ধ পিতা ৺ বেণীমাধব মিত্র মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"এক কায়স্থ পরিবারের মোকদ্দমায়, বাদিনীর হাতে সম্পত্তি পড়িলে শীঘ্রই অপব্যয়ে নষ্ট হইবে বুঝিতে পারিয়া প্রতিবাদীকেই সম্পত্তি দিবার জন্য আমি রায়ে লিখিয়াছিলাম—সপ্তপদী-গমন না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না ; শূদ্রের বিবাহ যখন কন্যাসম্প্রদান-মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, উহাতে পাণিগ্রহণ না থাকায় যখন সপ্তপদী-গমন হয় না, তখন ঐ বিবাহ অসিদ্ধ। অতএব বাদিনী এই সম্পত্তির অধিকারিণী নহে।" আপীলেও আমার রায়ই বহাল ছিল। এই জন্য আমার ইচ্ছা, এই বিবাহে কুশণ্ডিকা করাইব। ইনিও তাহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এখন আপনার কি মত ?" তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন—"আমার অমত নাই ; রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার পুত্রের বিবাহে রঘুনন্দনের মতে কুশণ্ডিকা করাইয়াছিলেন, আমি দেখিয়াছি।"

(খ) বল্লালসেন আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের বংশ-ধরগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে তৎকাল পর্য্যন্ত সদাচারী থাকিতে দেখিয়া-ছিলেন, তাঁহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক এমন বংশগত কৌলীন্য মর্য্যাদার মৌরশী পাট্টা দিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের সন্তানেরা এখন সম্পূর্ণ-রূপে কু-লীন হইয়াও সেই কুলীনত্বের দাবি করিতেছেন এবং সামাজিক-গণও তাঁহাদের সে দাবি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছেন না। এইজন্যই কবিবর দাশুরায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"পরিচয় দেন আমি ফুলে, হাত দেন নাই কভু ফুলে ; আর কিছু দেখি না ফুলে; কেবল লেজটি আছে ফুলে।"

(গ) ব্যভিচারোৎপন্ন যে সকল ইতর লোক জাতিভ্রষ্ট হইয়া সমাজের

বর্জ্জনীয় ছিল, নিত্যানন্দ তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া জাতি দিয়া গিয়াছেন।

অতএব তাঁহাদের উপর এরূপ বৃথা দোষারোপ মহাপাতক বলিয়াই মনে হয়।

২। সেদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম, কলিকাতা বাগবাজারের কোনও ধনাঢ্য কায়স্থের পুত্র, পাকা দেখা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আশীর্ব্বাদ করিলে, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়াছিল বলিয়া, তাহার পিতা সভাস্থলেই তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন। উক্ত কায়স্থপুঙ্গবের নামটি কেহই প্রকাশ করেন নাই।

দেখা যায়, এখনও বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, অতুলবিভবশালী, উচ্চপদস্থ বহু বৃদ্ধ ও যুবক কায়স্থ ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া এবং ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করেন। ব্রাহ্মণ মূর্খ, দরিদ্র বা কদাচারী—এ সকল বিচার না করিয়া, "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" এইমাত্র জ্ঞানে তিনি সর্ব্বজনের প্রণম্য। গঙ্গাজল বিষ্ঠা, আবর্জ্জনা ও গলিত মৃতদেহ বহন করে, বর্ষাকালে কলুষিত হয়—সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল "ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্" বলিয়াই তাহাতে স্নান করিতে হয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দ্দৈবতং মহৎ॥
শ্মশানেষ্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি।
হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্তন্তে সর্ব্বকর্ম্মসু।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ পরমং দৈবতং হি তৎ॥"

(৯।৩১৭—৩১৯)

যথাবিধি স্থাপিত হউক বা নাই হউক, অগ্নি যেমন পরম দেবতা, সেইরূপ বিদ্বানই হউন আর মূর্খই হউন, ব্রাহ্মণ পরম দেবতা। মহাতেজা অগ্নি মৃতদেহ দহন করিয়াও যেমন অপবিত্র হয় না,—তাহাই আবার যজ্ঞে আহুতি প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার কুৎসিত কার্য্য করিলেও ব্রাহ্মণ পরম দেবতা জ্ঞানে সর্ব্বথা পূজনীয়।

স্বয়ং সদাচারী ও মহাপণ্ডিত হইলেও নিষেকাদি শ্মশানান্ত যাবতীয় কার্য্যে হিন্দুমাত্রকেই যে ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইতে হয়, যে ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা না লইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান—এমন কি, যথেচ্ছাবের সমর্থনও—কেহ করিতে পারেন না, সেই ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ কদাচ শুভ লক্ষণ নহে।

পরাশর বলিয়াছেন—

"যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে দ্বিজাঃ॥"

যুগে যুগে যেরূপ ধর্ম্ম এবং যেরূপ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের নিন্দা করিবে না।

বৈদ্য প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাচারে ও শাস্ত্রবচনের অপব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে—সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে—যাইতেছেন না। শাস্ত্র ও সমাজই তাঁহাদিগকে আবহমানকাল সে গৌরব দিয়া রাখিয়াছেন। এখন সে সম্মান নষ্ট করিলে সমাজেরই কলঙ্ক।

৩। উপবীতধারী কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়, এবং অপর কায়স্থেরা শূদ্রই আছেন; অথচ উভয়ের মধ্যে বিবাহও দেখা যায়। ইহাই বা কোন্ রীতি? কলিতে অসবর্ণা-বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্তার্হ; এ সকলও কেহ বিচার করেন না।

৪। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্বয়ং কায়স্থ হইয়াও, নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যে বিশ্ববিশ্রুত "শব্দকল্পদ্রুম" অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি কায়স্থের শূদ্রত্বই স্বীকার করিয়াছেন।

শাস্ত্রপ্রামাণ্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার জ্ঞাতি ও বংশধরগণ নিশ্চিতই উপবীতধারণ, অশৌচপালন প্রভৃতি অবশ্য ক্ষত্রিয়োচিত বিধানেই করিতেন।

৫। অমরকোষে শূদ্রবর্গের মধ্যে বর্ণসঙ্করের পরিগণনে যে "শূদ্রা-বিশোস্তু করণঃ" (শূদ্রা ও বৈশ্যের সন্তান করণ) আছে, বৈদ্যজাতীয় ভরতমল্লিক তাহার টীকায় লিখিয়াছেন—"অয়ং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ।" কিন্তু এ অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কায়স্থ ঐরূপ নিকৃষ্ট বর্ণ-সঙ্কর হইলে প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের এত ঘনিষ্ঠতা ঘটিত না। অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য করণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর; তথাপি ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের এত মিশামিশি নাই, কায়স্থদিগের সঙ্গে যত। করণ ও কায়স্থ অভিন্ন হইলে, মেদিনী-কোষে করণ শব্দের অর্থে "কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রা-বিশোঃ সুতে" এরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকিত না।

৬। মনুসংহিতা, মহাভারত, অমরকোষ প্রভৃতি অধিকতর প্রামাণিক গ্রন্থে 'কায়স্থ' বলিয়া কোনও জাতির উল্লেখ নাই।

৭। এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরের মুখাদি অবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি যে চতুর্ব্বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে পাদজ শূদ্রই পরবর্ত্তী কালে কায়স্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই-জন্যই অর্ব্বাচীন মেদিনীকোষে "কায়স্থঃ পরমাত্মনি। নরজাতিবিশেষে না" উক্ত হইয়াছে। অথবা দেশান্তরে কায়স্থ বলিয়া যে জাতিবিশেষ আছে, তদুদ্দেশেই মেদিনী ঐরূপ বলিয়াছেন, এবং ভরতমল্লিক তাহা-দিগকেই বোধ হয় 'করণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণ তজ্জাতীয় নহেন; তাঁহারা প্রকৃত (অর্থাৎ অসঙ্কীর্ণ) শূদ্র। অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য প্রভৃতি দ্বিজধর্ম্মা হইলেও, বর্ণসঙ্করত্ব-দোষ বশতঃ কায়স্থ অপেক্ষা

নিকৃষ্ট। শাস্ত্রেও তাঁহারা অপসদ (অর্থাৎ নিকৃষ্ট) বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (মনু ১০।১০)।

৮। বঙ্গীয় কায়স্থদিগের পাঁচজন আদিপুরুষ আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ঘটক-কারিকায় আছে, আদিশূর তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

"কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।"

আমরা পাঁচজনও কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছি; আমরা শূদ্র এবং এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের দাস।

তার পর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন—

"সুকৃতালিকৃতাম্বর এষ কৃতী
ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুগতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি-
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুবয়ঃ
প্রথিতেন্দুযশাঃ সুরলোকবশঃ।"

এই মহামহিম মহাপুরুষের নাম মকরন্দ ঘোষ; ইনি বন্দ্যকুলোদ্ভব ভট্টনারায়ণের দাস—ইত্যাদি।

ইহাতে জানা যাইতেছে, বঙ্গদেশে প্রথম-আগমন-সময়ে কায়স্থগণ শূদ্রই ছিলেন। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি উপাধি কুত্রাপি নাই।

আদিশূরের বহুকাল পরে বল্লালসেন যখন তাঁহাদের বংশধরগণকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা শূদ্রই ছিলেন। যথা—

"বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
সপ্তবিংশতিঃ শূদ্রাণাং বল্লালেন প্রশংসিতা॥"

(কায়স্থেরা যদি বাস্তবিকই ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পইতা ছাড়িয়াছিলেন কেন? এবং প্রবলপ্রতাপশালী বল্লাল যখন আদর করিয়া তাঁহাদিগকে কৌলীন্যসম্মান দিয়াছিলেন, তখনই বা তাঁহার নিকট আবদার করিয়া পইতা পাইবার দাবি করেন নাই কেন?)

বল্লালের ৪।৫ বৎসর পরে রঘুনন্দনের সময়েও তাঁহারা শূদ্র ছিলেন। রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—

"শূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিপদ্ধতিযুক্তনামত্বঞ্চ বোধ্যম্।"

রঘুনন্দনের পরেও প্রায় ৪৫০ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা শূদ্রই রহিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটককারিকাবলী বহুকাল যাবৎ বিবাহসভায় ঘটকেরা সুললিত সমস্বরে পাঠ করিতেন। ঘটকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উহা পাঠ না করাইলে, বিবাহের যেন অঙ্গহানি হইত (সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পদিন হইল সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে; ঘটকেরাও অগত্যা পুথি-পত্র ফেলিয়া দিয়া চাষে বা কেরাণীগিরিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন)। তাহাতে শূদ্রত্বপরিচয়ে কোনও কায়স্থ কখনও আপত্তি করেন নাই। পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেদের জাতি জানিতেন না, আমরাই জানি—এ কথাটা কেমন-কেমন ঠেকে না কি?

৯। মনুসংহিতায় (৪।১৮৫) ও মহাভারতেও (শান্তি, ২৪২।২০) আছে—

"ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা, ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ।
ছায়া স্বো দাসবর্গশ্চ, দুহিতা কৃপণং পরম্॥"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য, পত্নী ও পুত্র নিজেরই শরীর, আপন দাসগণ ছায়াস্বরূপ এবং কন্যা পরম কৃপার পাত্র।

অতএব বোধ হয় প্রকৃত শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের দাস হইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহাদের কায়সংলগ্ন থাকিতেন বলিয়া ক্রমশঃ কায়স্থ নামে অভিহিত

হইয়াছেন। অথবা কায় শব্দের অর্থ লক্ষ্য ও স্বভাব; যথা—"কায়ঃ কদৈবতে মূর্ত্তৌ সঙ্ঘে লক্ষ্যস্বভাবয়োঃ" (মেদিনী)। যে কায়ে (লক্ষ্যে বা স্বভাবে) স্থির থাকে, সে কায়স্থ। বিপ্রসেবাই শূদ্রদিগের স্বভাব বা স্বধর্ম্ম। মনু সামান্যতঃ দ্বিজসেবাই শূদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া (১।৯১), পরে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—

"বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাম্।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ॥
শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্ম্মৃদুবাগনহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং গতিমশ্নুতে॥ (৯।৩৩৪,৩৩৫)

ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ঃ—"প্রাধান্যেন ব্রাহ্মণাশ্রয়ঃ, তদভাবে ক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্রয়োঽপি।" (টীকা।)

"স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ।
জাত ব্রাহ্মণশব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবেত্তস্য নিষ্ফলম্॥"
(১০।১২২-১২৩)

বিপ্রসেবাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করিবে। স্বর্গার্থ অথবা স্বর্গ ও জীবিকা এতদুভয়ার্থ ব্রাহ্মণেরই সেবা করিবে। ইহাই তাহার জন্মসাফল্যের কারণ; যেহেতু "ব্রাহ্মণের দাস" বলিয়া সেই-ই প্রসিদ্ধ।

কায়স্থ ভিন্ন কোনও শূদ্রকেই যখন এতল্লক্ষণাক্রান্ত দেখা যায় না, অন্য কোনও শূদ্রই যখন ব্রাহ্মণের নিকট নাম বলিতে "দাস" শব্দ ব্যবহার করে না, অপর সমস্ত শূদ্রই যখন শাস্ত্রানুসারে বর্ণসঙ্করের অন্তর্গত,

কোনও প্রদেশেই শূদ্র নামে একটা পৃথক জাতির যখন অস্তিত্ব নাই, তখন কায়স্থই যে সেই ভগবৎপাদজ প্রকৃত শূদ্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেই পারে না।

বিষ্ণুসংহিতায় (৭ অঃ)ত্রিবিধ লেখ্যের (দলিলের) লক্ষণে আছে—

"রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।"

আদালতে রাজার নিযুক্ত কায়স্থের লিখিত ও তদধ্যক্ষের (রেজিষ্ট্রারের) করচিহ্নিত লেখ্যকে রাজসাক্ষিক বলে।—সে স্থলে কায়স্থ বলিতে (লক্ষ্যে স্থির) মুহুরি বা সেরেস্তাদার।

ব্যাসসংহিতায় যে আছে—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্‌কিরাতকায়স্থ-মালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডাল-দাশশ্বপচকোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥"

সেখানে কায়স্থ বলিতে ঐ করণ জাতি (উহা রূঢ় শব্দ)।

মনুর মতে করণ জাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে তজ্জাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন। তাহার নামান্তর—ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, খস ও দ্রবিড় (১০।২২)। যাঁহারা কায়স্থকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলেন, তাঁহারা মনুর ঐ বচন এবং ভরতমল্লিকের উক্ত অমরটীকা অনুসারে বলেন কি না, জানি না। তাহা হইলে ঐরূপ অন্ত্যজ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হওয়া ভাল, কি খাঁটি শূদ্র হওয়া ভাল, তাহাও বিবেচ্য।

১০। মনু বলিয়াছেন—

"মুখবাহূরুপজ্জানাঃ পৃথক্কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ॥" (১।৮৭)

ব্রহ্মা স্বীয় মুখজ ব্রাহ্মণের, বাহুজ ক্ষত্রিয়ের, উরুজ বৈশ্যের এবং পাদজ শূদ্রের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

আদিপুরাণে আছে—

"শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরঞ্ শূদ্রবদ্ বর্ণসঙ্করাঃ।"

প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্করেরা শূদ্রের ন্যায় শৌচাশৌচাদি কার্য্য করিবে। সে শূদ্র কে? আমরা বলি—সেই শূদ্রই কায়স্থ; ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদেরই শৌচাশৌচ কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্করেরা তাঁহাদের আচরণকেই আদর্শ করিয়া চলিতেছেন।

১১। পাইকপাড়ার রাজা ৺ইন্দ্রচন্দ্রের পত্নী রাণী মৃণালিনীর পোষ্যপুত্র গ্রহণের মোকদ্দমায় কলিকাতার হাইকোর্ট কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদবধিই তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন নরম পড়িয়াছে; এখন আর পইতা লইবার জন্য তাঁহাদের তত আগ্রহ দেখা যায় না, বরং অনেকে পইতা ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াছি।

১২। কায়স্থেরা খাঁটি শূদ্র না হইয়া বর্ণসঙ্কর হইলে, "শ্রুতিনিয়মগুরু" ও "নিঃশঙ্কশঙ্কর" মহারাজ বল্লালসেন শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কখনই তাঁহাদিগকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দিতেন না। কুলীন শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ—কুলস্য (সদ্বংশস্য) অপত্যম্ "কুলাৎ খঃ" (পাণিনি) কুল+খ (ঈন)=কুলীন, "মহাকুলকুলীনার্য্যসভ্যসজ্জন-সাধবঃ" (অমর) অর্থাৎ সদ্বংশজাতকেই কুলীন বলে। বর্ণসঙ্কর সদ্বংশ নহে। যদিও বল্লালের স্বকৃত নবধা কুললক্ষণ ছিল, তথাপি তিনি শাস্ত্রোক্ত কুলীন ভিন্ন অকুলীনের প্রতি উহার অপপ্রয়োগ করেন নাই। তৎকালে (এবং এখনও বটে) বঙ্গদেশে খাঁটি ক্ষত্রিয় ও খাঁটি বৈশ্য না থাকায় তিনি কেবল খাঁটি ব্রাহ্মণ ও খাঁটি শূদ্র কায়স্থগণকেই কুলীন করিয়া গিয়াছেন; বহু সদাচারী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বর্ণসঙ্কর থাকিলেও তাঁহাদের কাহাকেও কুলীন করেন নাই। তবে যে কুলজী গ্রন্থে বৈদ্যদিগের মধ্যে সেন, দাস ও গুপ্ত যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম কুলীন বলিয়া উক্ত

হইয়াছে, তাহাতে ঘটকগণের কৌশলই অনুমিত হয় (১ম পরিচ্ছেদে ১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। পরন্তু যদি বল্লালই ঐরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি জাতিতে বাস্তবিক বৈদ্য হইলে স্বজাতীয়তার অনুরোধে, নচেৎ বৈদ্যদিগের চিকিৎসা-ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন বলিতে হয়।

১৩। পাবনের পাবন, পরাৎ পর, পরমারাধ্য পরমেশ্বরের কোনও অঙ্গই অপবিত্র, অপকৃষ্ট ও অবজ্ঞেয় নহে। তাঁহার যে পদ হইতে উদ্ভূত হইয়া ভগবতী ভাগীরথী ত্রিপুরারিশিরশ্চারিণী ও ত্রিভুবনপাবনী হইয়াছেন, সেই পদ হইতেই উৎপন্ন শূদ্র নিকৃষ্ট নহে।

১৪। নিকৃষ্ট শূদ্রগণ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয় বলিয়া অনেক কায়স্থ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা ও স্বাবমাননা বোধ করেন; কিন্তু সেটা তাঁহাদের বুঝিবার ভ্রম। মনু বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" (১০।৪)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।

সুতরাং হিন্দু হইতে হইলে বর্ণধর্ম্ম পালন করিতেই হইবে। বর্ণধর্ম্ম পালন করিতে গেলে উক্ত মূল চতুর্ব্বর্ণের যে-কোনও এক বর্ণের অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য প্রাচীনকালে বর্ণসঙ্করজাত আদিম পুরুষগণের মধ্যে কেহ পিতৃধর্ম্ম, কেহ বা মাতৃধর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন; তাহাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, ও প্রকৃত বৈশ্যেরা স্বাবমাননা বোধ করেন না। সেইরূপ নিকৃষ্টজাতীয়েরা অগত্যা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত শূদ্র কায়স্থের তাহাতে স্বাবমাননা বোধ করা এবং সেই অভিমানে স্বকীয় জাতি ত্যাগ করিয়া

জাত্যন্তর গ্রহণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। টক আমকেও 'আম' বলে বলিয়া নেংড়া, বোম্বাই প্রভৃতির গৌরবহানি ও মূল্যহ্রাস হয় না এবং তাহারা আম্রত্বজাতিচ্যুতও হইতে পারে না।

[অতঃপর ৫ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার দ্রষ্টব্য]।

ইতি জাতিতত্ত্বে কায়স্থ-জাতিতত্ত্বনির্ণয় নামে
চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

যে সময়ে একদিকে কতকগুলি মহাত্মা "স্বার্থপর সমাজকণ্টক" ইত্যাদি বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া প্রশান্ত-মহাসাগরে নিমগ্ন করিবার ব্যবস্থা দিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই অন্যদিকে অনেকেই ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাকেই বলে "কালস্য কুটিলা গতিঃ।"

পরন্তু তাঁহারা এত কালের পর ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, আর বৈশ্যই হউন, "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ"—যতকাল সমাজবন্ধন থাকিবে, তাবৎকাল তত্তৎ শ্রেণীর সহিত কিছুতেই মিশিতে পারিবেন না; লাভের মধ্যে "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতির ন্যায় পৃথক্ দল বাঁধিয়া থাকিতে হইবে। অতএব তজ্জন্য অনর্থক অর্থব্যয়, বুদ্ধিব্যয় ও সময়ব্যয় না করিয়া স্বদেশের বা স্বজাতির হিতকর কোনও কার্য্যে ঐ সকল ব্যয় করিলে সার্থক হইত।

কর্ণ বলিয়াছিলেন—"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্" উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ দৈবের অধীন, তাহাতে জাতকের

কোনও হাত নাই ; কিন্তু পুরুষকার নিজের অধীন অর্থাৎ যথোচিত চেষ্টা করিলে শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যা ধন মান যশ ইত্যাদি সকলেই অর্জ্জন করিতে পারে। এইজন্যই তিনি আপনাকে কুন্তীগর্ভজাত জানিয়া ও শুনিয়াও, এবং কুন্তী ও শ্রীকৃষ্ণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির প্রলোভন সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ত্বলাভের প্রয়াসী হন নাই ; সূত জাতিতে থাকিয়াই স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। "তে হি নো দিবসা গতাঃ" সে সব দিন গিয়াছে।

বাল্যকালে আমাকে যে চাণ্ডাল একদিন বলিয়াছিল—"দাদা ঠাকুর! দাঁড়াও, তোমার হাতে ফুল রয়েছে, আমার ছাই মাড়াবে।" সেই-ই এখন গা ঘেঁসিয়া চলে, বলে—"আপনারাও ব্রাহ্মণ, আমরাও ব্রাহ্মণ, এর মীমাংসা হয়ে গেছে।"

যাঁহাদের জাতিতত্ত্ব আলোচিত হইল, তাঁহারা যে সকল প্রমাণে আপনাদের জাত্যুৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন, সে সকল প্রমাণ তদ্বিষয়ে কোনও অংশেই সমর্থক নহে, দেখাইয়াছি। এতদবস্থায় হিন্দুসমাজের এই অধঃপতনের—এই বিষম সঙ্কটের—সময়ে মানবজাতির আদিপুরুষ ভগবান্ মনুর—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥"

এই সারগর্ভ উপদেশ অনুসারে পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মমার্গে চলিয়া কর্ম্ম করাই সামাজিকগণের উভয়লোকে শ্রেয়স্কর মনে করি। নচেৎ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দাভাজন ও পতিত হইতে হইবে। এতদ্বিষয়ে কয়েকটিমাত্র প্রমাণ ও যুক্তি ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন করিতেছি।—

(১) "যোঽন্যথা সন্তমাত্মান-মন্যথা প্রতিভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ॥" (মনু ৪।২৫৫)

"যোঽন্যথা সন্তমাত্মান-মন্যথা প্রতিভাষতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥"
(মহা, আদি, ৭৪ ২৭)

যে জাতিতে একরূপ হইয়া আপনার অন্যরূপ পরিচয় দেয়, সেই আত্মাপহারী চোর কোন্ পাপ না করে? অর্থাৎ তাহার মত পাপিষ্ঠ আর নাই।

(২) "অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামী চ পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া॥" (মনু ১১।৫৬)

"অনৃতবচনমুৎকর্ষে।.........ইত্যুপপাতকানি।
উপপাতকিনস্ত্বেতে কুর্য্যুশ্চান্দ্রায়ণং নরাঃ।
পরাকঞ্চ তথা কুর্য্যুর্যজেয়ুর্গোমধেন বা॥" (বিষ্ণু ৩৭ অঃ)

জাত্যুৎকর্ষখ্যাপনের জন্য মিথ্যাকথন ব্রহ্মহত্যার সমান। উহার প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ এবং (দ্বাদশাহ উপবাসরূপ) পরাক ব্রত।

(৩) "তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥"
(মনু ৯।২২৪)

রাজা যজ্ঞসূত্রাদি-দ্বিজচিহ্নধারী শূদ্রদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন।

(৪) "যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥" (মনু ১০।৯৬)

যে জাতিতে অধম হইয়া উত্তম জাতির কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, রাজা তখনই তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া নির্ব্বাসন করিবেন।

(৫) "বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥" (মনু ১০।৯৭)

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" (গীতা ৩।৩৫)

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই (শাস্ত্রবিহিত স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মই) শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম জাতিচ্যুতিকর ও নরকজনক বলিয়া ভয়ঙ্কর।

(৬) "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥" (গীতা ১৬ ২৩)

যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করে, সে সিদ্ধি, সুখ ও সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয় না।

(৭) "ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাণামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ। তেষাং সংস্কারেপ্সবো ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি বচনাৎ॥" (পারস্করসূত্র)

ইহার ভাষ্যানুযায়ী সরলার্থ—

যে-কোনও কারণেই হউক, তিন পুরুষমাত্র উপনয়নসংস্কারবর্জ্জিত হইলে, তাহাদের সন্তানের উপনয়ন হইতে পারে ; কিন্তু তাহার বেদাধ্যয়নে অধিকার হয় না। উক্ত তিন পুরুষের মধ্যে কেহ উপনয়ন-সংস্কারেচ্ছু হইলে ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ (কিম্বা তদনুকল্প প্রায়শ্চিত্ত) করিয়া উপনীত ও বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইবে। পরন্তু চতুর্থাদি বহুপুরুষ উপনয়নসংস্কার বর্জ্জিত হইলে, তাহাদের সন্তানগণের (প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও) উপনয়ন হইতে পারে না।

(৮) প্রায়ই দেখা যায়, যাঁহারা দ্বিজত্ব লাভে প্রয়াসী, তাঁহারা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে—বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনের পর উপনীত হইয়া থাকেন। ইহা অশাস্ত্রীয়। যেহেতু কালাতীত হইলেও সংস্কারগুলি অনুক্রমে (যার পর যাহা, তদনুসারে) করাই শাস্ত্রের বিধান।

বিজত্বসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রের বচন দেখাইব, ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে শাস্ত্র মানিব না—ইহাই বা কোন্ যুক্তি ?

(৯) যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শূদ্র বা বৈশ্যধর্ম্মানুসারে ১মাস বা ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া পিত্রাদির আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যধর্ম্মানুসারে ১০, ১২ বা ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া তৎপরদিনে আদ্যশ্রাদ্ধ করিলে অকালে শ্রাদ্ধ করা হেতু, হয় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রেতত্বপরিহার ও সদ্গতি হয় নাই, নয় ত তাঁহাদেরই পিত্রাদির উহা হয় নাই, এতদুভয়ের একতর পক্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পুত্রকন্যাদির বিবাহাদি সংস্কারে তাঁহাদের নামোল্লেখে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে না।

(১০) হিন্দুর যথাবিধি নামকরণসংস্কার করিয়া যে নাম রক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদনুসারে যাঁহার পিতৃপিতামহাদির নাম অমুক ঘোষদাস বা অমুক গুপ্তভূতি ছিল, তিনি যদি এখন অমুক ভ্রাতৃবর্ম্মা বা অমুক সেনশর্ম্মা বলিয়া তাঁহাদিগকে জলপিণ্ড দান করেন, তাহা হইলে সেই জলপিণ্ড তাঁহাদের গ্রাহ্য ও ভোগ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অমুক ঘোষদাসের পুত্র অমুক দেববর্ম্মা, বা অমুক দাসগুপ্তের পুত্র অমুক দাশশর্ম্মা, কিম্বা অমুক মাইতিদাসের পুত্র অমুক গুপ্তভূতি, অথবা অমুক যুগীর পুত্র অমুক যোগী বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে ধর্ম্মতঃ পিতার ভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, এবং লোকতঃ "দামু ঘোষের বেটা শিশু পালে"র ন্যায় হাস্যাস্পদও হইতে হয়।

(১১) হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়, স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুসারে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইলেও, কোনও জাতি কাহারও ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র নহে। সমাজরক্ষার জন্য সকলেরই উপকারিতা, উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকায় প্রত্যেকেরই পরস্পরের প্রতি যথাসম্ভব স্নেহ, ভক্তি ও সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া উচিত ও স্বাভাবিক। হিন্দুসমাজে

এতাবৎকাল সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। এখন ইহার বিপর্য্যয় ঘটাইলে অর্থাৎ সকলেই স্বস্বপ্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া নিকৃষ্টবোধে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া উৎকৃষ্টবোধে পরধর্ম্ম গ্রহণের বৃথা চেষ্টা করিলে, এবং পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কেহ কাহাকেও না মানিলে, সমাজ ক্রমশঃ বিকলাঙ্গ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া শেষে আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইবে।

(১২) শাস্ত্রের কদর্থ করিলে এবং স্বেচ্ছানুসারে পূর্ব্বপুরুষাচরিত চিরন্তন আচার পরিত্যাগ করিলেই জাত্যুৎকর্ষ লাভ করা যায় না। ইহজন্মে জাত্যুৎকর্ষ লাভের দুইটি মাত্র উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তপঃপ্রভাব ও বীজপ্রভাব। যথা মনু—

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ।" (১০ ৪২)

তপঃপ্রভাবে বিশ্বামিত্রাদি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং বীজপ্রভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ বেদব্যাসাদি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এত কালের পর বৈদ্য প্রভৃতির কি তপঃ-প্রভাব বা বীজপ্রভাব ঘটিল যে, তাঁহারা জাত্যুৎকর্ষ লাভের অধিকারী হইলেন?

(১৩) জাত্যুৎকর্ষ খ্যাপন করিলেই যে সম্মান বৃদ্ধি পাইবে এবং নিকৃষ্ট জাতিতে থাকিলে যে সম্মানের হানি হইবে, এরূপ মনে করা বাতুলতার পরিচায়ক। দেখা যায়, যে সকল কায়স্থ, বৈদ্য, কৈবর্ত্ত, শৌণ্ডিক, সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি সমাজে গণ্য মান্য ও যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় বিদ্যাবত্তা দানশৌণ্ডতাদি সদ্গুণেই সেইরূপ হইতে পারিয়াছেন; জাত্যুৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া হন নাই। ৺ সারদাচরণ মিত্র মহোদয় অসাধারণ প্রতিভাবলে যোগ্যতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ববিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং ওকালতি ও জজিয়তি করিয়া যে সম্মান লাভ

করিয়াছিলেন, পইতা লইয়া তদতিরিক্ত কোনও সম্মানই লাভ করিতে পারেন নাই, বরং নিন্দাভাজনই হইয়াছিলেন। সম্মান অসম্মান সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরাই বলিয়াছেন—

"জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পূজয়েৎ।
অপি শূদ্রঞ্চ ধর্মজ্ঞং সদ্বৃত্তমভিপূজয়েৎ।"

(মহা, অনু, ৪৮।৪৮)

চরিত্রহীন ব্রাহ্মণকেও সম্মান করিবে না; পরন্তু সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক শূদ্রকেও সম্মান করিবে।

"অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণ-মার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥" (মনু ১০।১৩)

শূদ্র ব্রাহ্মণের কার্য্য করিলে এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রের কার্য্য করিলে উভয়ে সমান নহে (অর্থাৎ তাদৃশ শূদ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণ জাতিতে শূদ্র হয় না), অথচ অসমানও নহে (অর্থাৎ তাদৃশ শূদ্র ব্রাহ্মণবৎ মান্য এবং তাদৃশব্রাহ্মণ শূদ্রবৎ অমান্য)। বিধাতা বিশেষ বিচার করিয়া এই কথা বলিয়াছেন।—ইত্যাদি।

যাঁহাদের জাতিতত্ত্ব আলোচিত হইল, তাঁহারা ভ্রাতৃস্থানীয় বলিয়া, তাঁহাদের মতের সমর্থনপূর্ব্বক প্রীতিসাধনের উদ্দেশে, অথচ "প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ" (মিথ্যা করিয়া প্রিয় কথা বলিবে না) এই শাস্ত্রশাসনের অনুসরণে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের প্রিয় কথা বলিবার কোনও সূত্র না পাইয়া তদ্বিষয়ে হতাশ হইলাম। অতএব তাঁহাদের নিকট সানুনয় অনুরোধ, এই প্রবন্ধ দর্শন বা শ্রবণ মাত্রেই আমার উপর খড়্গহস্ত না হইয়া ক্ষণকালের জন্য স্বজাতিগত পক্ষপাত ভুলিয়া গিয়া, উদাসীন ভাবে ধীর ও স্থির চিত্তে ইহার সমালোচনা করিবেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—

"সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।"

প্রিয় বাক্য বলিবার লোক অনেকই পাওয়া যায়; কিন্তু হিতকর অপ্রিয় বাক্যের বক্তাও বিরল এবং শ্রোতাও বিরল।

অত্রৈব শিবম্। এতেনৈব সর্ব্বা জাতয়ো ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ (ইহা দ্বারাই সকল জাতির তত্ত্ব বলা হইল)।

এই জাতিতত্ত্বের আলোচনায় যে মহাশক্তির তত্ত্বানুশীলনে প্রয়াস পাইলাম—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা,—নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

ইতি জাতিতত্ত্বে উপসংহার নামে পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

জাতিতত্ত্ব সম্পূর্ণ

পইতা-মাহাত্ম্য

[কবিরত্ন মহাশয়ের রচিত (রঙ্গপুরদর্পণে প্রকাশিত) এই উপাদের কবিতাটি এবং তাঁহার বাল্যকালে রচিত (অপ্রকাশিত) ২য় কবিতাটি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কায় এই পুস্তকের সহিত সংযোজিত করা হইল।—প্রকাশক]

হে পৈতে! তোমারে নমস্কার।
তুমি নবগুণ সূত, ত্রিদণ্ডীতে গ্রন্থিযুত,
অসংখ্যাত গুণের আধার॥
অতি লঘু তৃণগুলো, তাদে' চেয়ে লঘু তুলো,
তাহা হ'তে তোমার জনম।
কিন্তু থাক যার গলে, তারে এ জগতীতলে
কর তুমি গুরু—গুরুতম।

তোমা ধরি কেহ করে জপ।
কেহ খায় ভিক্ষা মেগে, কেহ শাপ দেয় রেগে,
কেহ খোলে মিঠায়ের "শপ্"॥
কেহ বা গঙ্গার ঘাটে ছাপ দিয়ে কাল কাটে,
বাবুদের বাড়ী কেহ রাঁধে।
কেহ সিঁধ কাটে মেপে প্রবেশের দ্বার ব্যেপে,
সর্পাঘাত হ'লে তাগা বাঁধে॥
কেহ বেচে পাঁউরুটী, কেহ কালীঘাটে জুটি
যাত্রী ধরে সেজে মা'র পাণ্ডা।
কেহ বা হোটেল খুলে রাঁধে গঙ্গাজল তুলে
হিন্দুমতে মোরগীর আণ্ডা॥
কেহ বেচে "চা গরম," কেহ বা আলুর দম,
ডিম চিংড়ি কাঁকড়ার চাট।
হোক যন্ত তন্ত পুত্র, তব গুণে যজ্ঞসূত্র!
লোকনেত্রে ভাসে দ্বিজরাট্॥
নিষ্ঠাবান্ যারা কলিকালে,
তোমারে ধরিয়া গলে * তারা কত সুকৌশলে
সনাতন জাতি ধর্ম্ম পালে॥—

* "শর্বিলকঃ—যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যং, বিশেষতোঽস্মদ্বিধস্য; যতঃ—

এতেন মাপয়তি ভিত্তিষু কর্ম্মমার্গম্,
এতেন মোচয়তি ভূষণসম্প্রয়োগান্।
উদ্ঘাটকং ভবতি যন্ত্রদৃঢ়ে কবাটে,
দষ্টস্য কীটভুজগৈঃ পরিবেষ্টনঞ্চ॥" (মৃচ্ছকটিক নাটক)

কেহ খায় গুড় ছানা, চিনি দিতে করে মানা,
আতরি ক্ষীরেতে কিন্তু রুচি।
শাস্ত্রের বচন তায়— গোকুলে কন্দুশালায়
অমীমাংস্য শুচি বা অশুচি॥
উইল্‌সনের বাড়ী কারো বা চড়ানো হাঁড়ী,
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেয় খানা।
একে ত সমাজপতি, তায় ধর্ম্মে আঁট অতি,
তাই তাঁর খুঁটিনাটি নানা॥
যে গেলাসে খেয়ে তাড়ি রেখে দেয় নিধে হাড়ি,
তাই নিয়ে স্মৃতিরত্ন-নাতি।
বলে—বেটা কোন্ ধারে মুখ দিয়েছিলি হাঁরে ?
ফিরাইয়া খেয়ে রাখি জাতি॥
কেহ বলে—বৃথা ভার বহিতে না পারি আর,
ফেলে দেয় তোমা' দূরে টেনে।
কোনো পুরুষেতে যার ধারে না তোমার ধার,
গলে পরে সে কুড়ায়ে এনে॥—
যেমন বয়াটে ছেলে মা-বাপের ধন পেলে,
মুটো-মুটো দেয় ছড়াইয়া।
মোসাহেব সেজে ছলে বাস্তুঘুঘুদের দলে
দুই হাতে লয় কুড়াইয়া।
দেবদ্বিজে এক পাই দান যার দেখি নাই,
সেও তোমা পাইবার তরে।

* "গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি বালবৃদ্ধাতুরেষু চ॥" (স্মৃতি)

সই নিতে ব্যবস্থায় অধ্যাপকদের পায়
অর্থরাশি ঢালে অকাতরে॥
না করুক সন্ধ্যাহ্নিক, হউক পামরাধিক,
তব গুণে লভে নমস্কার।
বেদে অধিকার পায়, অশৌচ কমিয়া যায়,
তাই এত আদর তোমায়॥
সিকি পয়সার সূত! ধর গুণ কি অদ্ভুত!!
কার শক্তি তোমার সমান?
আছে তারে-তারে তব প্রণব প্রভৃতি নব
দেবতা সতত বিদ্যমান॥
*কারো ব্রাহ্মণের প্রতি যদি হয় ক্রোধ অতি
কভু কোনো কুকার্য্য দেখিয়া।
সেও দেখি কয় রুখে— পইতা খুলিয়া মুখে
জুতাইব সাধ মিটাইয়া॥
ইথে এই বুঝিতেছি সার।—
বিপ্রকুলে জন্ম জন্য ব্রাহ্মণত্ব নহে গণ্য,
তুমি পৈতে! তার মূলাধার॥
আগে ব্রাহ্মণীর হাতে আপ্‌নার মুখ হ'তে
বাহিরিতে কতই যতনে।
এখন অনা'সে "মিলে" বাহির করিছে "রীলে"
হাড়ি মুচি ডোমের নন্দনে॥
বেদাদিতে করি দৃষ্টি— তোমার প্রথম সৃষ্টি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হৈতে †।

---

*"ওঙ্কারঃ প্রথমতন্তাবর্ত্তীস্তাগ্নিদৈবতঃ।" ইত্যাদি (গৃহ্যাসংগ্রহ)।

† "ব্রহ্মণোৎপাদিতং সূত্রং বিষ্ণুনা ত্রিগুণীকৃতম্।
রুদ্রেণ চ কৃতো গ্রন্থিঃ সাবিত্র্যাচাভিমন্ত্রিতম্।" (গৃহ্যাসংগ্রহ)

এবে তাঁরা হতমান, তোমারো বাড়িছে স্থান ;
ধন্য তুমি ধরাধামে পৈতে !!

ঘুঁড়ি !

এই যে উঠিতেছিলে ধীরে ধীরে।
মৃদুল মধুর মলয়-সমীরে॥
কারেও না গণি, কারেও না মানি।
আপন গৌরবে হয়ে অভিমানী॥
বিমল আকাশে, মনের উল্লাসে।
ভেবেছিলে—যাব ত্রিদশের বাসে॥
এ কি পরমাদ, কে সাধিল বাদ।
অকস্মাৎ শুনি অশনি-নিনাদ॥
উঠিল পশ্চিমে কাল নব ঘন।
নিমেষের মাঝে ছাইল গগন॥
সবেগে বহিল প্রবল বাতাস।
লুটাইয়া পড়ি হইলে হতাশ॥

"অতি বা'ড় হ'লে পড়িতেই হয়"—
সত্য এ প্রবাদ, জানিনু নিশ্চয়॥

---

* কবিরত্ন মহাশয় বাল্যকালে (৭ হইতে ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) মাতুলালয়ে থাকিয়া তাঁহার মাতুলের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। সেই অবস্থাতেই তিনি মুখে-মুখে সদ্ভাবপূর্ণ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তৎকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত "পদ্যমুক্তাবলী" পণ্ডিতগণের আগ্রহে তাঁহার মাতুল ছাপাইয়াছিলেন। সেখানে চড়কের সময় বড়-বড় ঘুঁড়ি উড়াইবার প্রতিযোগিতা হইত (এখনও বোধ হয় হইয়া থাকে), তন্মধ্যে একখানি ঘুঁড়ির তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাতামহসম্পর্কীয় একজনের আদেশে ইহা তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়াছিলেন।

প্রতিবাদ ও উত্তর।

মাসিক বসুমতীর (১৩৩২) মাঘ-সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ভবতারণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন কৃত "জাতিতত্ত্বের প্রতিবাদ" বাহির হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি হইতে প্রচারিত বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকার অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোরত্ন কৃত "জাতিব্রাহ্মণের বৈদ্যবিদ্বেষ" নামে একটি প্রতিবাদও আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আরও কয়েকখানি পত্রিকায় প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে—অন্যের নিকট হইতে দেখিয়াছি। সকলগুলিই কার্ত্তিকসংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম অংশের প্রতিবাদ। সকল গুলিতেই প্রায় আমাকে অব্রাহ্মণ, গণ্ডমূর্খ, দুর্ব্বুদ্ধি, কূপমণ্ডূক ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে, এবং অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপও আছে। কেহ কেহ আমার চরিত্র সমালোচনেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐরূপ নিন্দাবাদে বা স্বরূপকথনে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নহি; যেহেতু ভগবানের উপদেশ—তাঁহার প্রীতি সাধন করিতে হইলে "হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী" ইত্যাদিরূপ হইতে হয়। ঈদৃশ আচরণে প্রতিবাদকারীদিগের আভিজাত্য, বিদগ্ধতা ও আত্মপ্রসাদ প্রকটিত হইতেছে বটে; কিন্তু আমি অব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইলেও বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব কিছুতেই সিদ্ধ হইতেছে না ও হইবেও না, ইহাই দুঃখের বিষয়। কেহ কেহ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করার দোষে আমাকেই অপরাধী করিয়াছেন; অপব্যাখ্যা করায় কে অপরাধী, তাহা ত পাঠকগণ বুঝিতেছেন। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া বৈদ্যেরাও যে এখন না বুঝিতেছেন তাহা নহে; তথাপি তাঁহাদের ঐরূপ প্রতিবাদ করা—"চালরে ভেঙ্গেছে হাঁড়ী," তাই "মুণ্ডমালার দাঁত-খামটি।"

একজন বৈদ্য লিখিয়াছেন—"জাতিতত্ত্বের লেখক যখন ভীমরুলের চাকে আঘাত করিয়াছে, তখন তাহাকে প্রত্যেক ভীমরুলের দংশনজ্বালা ভোগ করিতেই হইবে।" পরন্তু উহার প্রতিষেধক বহু প্রক্রিয়া থাকায় তজ্জন্য আমি চিন্তান্বিত নহি। আমার চিন্তা এই যে, ভীমরুলদিগের এত কাল ধরিয়া এত যত্নে নির্ম্মিত এত সাধের প্রকাণ্ড চক্র এ গণ্ডমূর্খের দণ্ডাঘাতে অকাণ্ডে বিখণ্ডিত হওয়ায়, তাহারা কত কালে ও কিরূপে উহার পুনর্নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে।

যদিও আমি প্রবন্ধের প্রারম্ভে লিখিয়াছি—আমার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ না হইলে কেহ প্রতিবাদ করিবেন না, এবং অসার প্রতিবাদের উত্তর আমি দিব না, তথাপি তাঁহারা ততটা সময় অপেক্ষা করিতে না পারিয়া যখন প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন অগত্যা আমাকে তাঁহাদের সম্মান রক্ষার্থ সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল। তৎপূর্ব্বে একটা কথা বলা উচিত, তাঁহারা যদি "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্" এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া এতটা অধীর না হইতেন, তাহা হইলে ঐরূপ অসার প্রতিবাদ করিয়া সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন না, এবং আমাকেও এ বৃথা পরিশ্রম করিতে হইত না।

বিদ্যারত্নের প্রতিবাদ।

১। বৈদ্যেরা কোনও স্থলেই ব্রাহ্মণ জাতির বা প্রকৃত ব্রাহ্মণের অপমান বা কুৎসা রটনা করেন না...।

উত্তর—বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণদিগের কুৎসা রটনা করেন না শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু বৈদ্যপ্রবোধনীতে (৩ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে—"দ্বিজাতিদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ" এবং "বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী" ইত্যাদি,—এ সকল কথা কি ব্রাহ্মণজাতির বা প্রকৃত ব্রাহ্মণের অপমানসূচক নহে? মহা-

ভারতের যে দুইটি শ্লোকাংশ তুলিয়া ঐরূপ অপব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা মূল প্রবন্ধের ৫ নম্বরে দেখুন।

ভট্টাচার্য্য উপাধি দেখিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়কে প্রথমে ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু বৈদ্যপ্রবোধনীর ঐরূপ উক্তিতে তিনি অবমাননা বোধ না করিয়া তৎপক্ষাবলম্বনে আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করায়, এখন মনে হইতেছে—তিনি বৈদ্য (বৈদ্যপ্রবোধনীতে বৈদ্যদিগের ভট্টাচার্য্য উপাধিও উল্লিখিত হইয়াছে—৭ পৃঃ), অথবা তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও অযত্নলব্ধ স্বীয় কৃতিত্ব খ্যাপন করিবার জন্য কোনও বৈদ্যের লিখিত ঐ প্রতিবাদে অবিচারে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া ধন্যম্মন্য হইয়াছেন; কিম্বা কোনও বৈদ্যই ঐরূপ প্রতিবাদ লিখিয়া প্রবোধনী-লেখকের ন্যায় নিজ নাম প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া ঐ কল্পিত নামটি বসাইয়া দিয়াছেন।

বৈদ্যপ্রবোধনীতে বৈদ্যগণকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য বলা হইলেও বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রবোধনী-লেখকের প্রতিনিধি হইয়া এখন ব্রাহ্মণ-জাতিকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া সে সুর বদলাইয়াছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না।

২। বিদ্যাবারিধি মহাশয় প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন "অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য"......। অথচ বৈদ্যকে "অতি নিকৃষ্ট জাতি" বলিয়াছেন।

উঃ—"অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য" নাম দিয়াছি, ইহা বিদ্যারত্ন মহাশয় কিরূপ চক্ষে দেখিয়াছেন? আমি ত "অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য" এইরূপ নাম দিয়াছি। বৈদ্যপ্রবোধনীতে (২২ পৃঃ) "বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠজাতীয় নহেন" ইত্যাদি লিখিত হওয়ায় বৈদ্য জাতির শাস্ত্রোক্ত লক্ষণই দেখাইয়াছি।

৩। লেখক কটিদেশে উপবীতধারী বৈদ্য কোথায় দেখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই...।

উঃ—৩০ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যগণকে কোমরে পইতা রাখিতে, কেবল আমি নহি—সকলেই সর্ব্বত্র দেখিয়াছেন বলিয়া অনাবশ্যক বোধে কোথায় দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করি নাই। অবিহিত হইলেও, তাঁহারা কটিদেশে কেন উপবীত রাখিতেন, তাহা ১১ নম্বরে বলিয়াছি।

৪। বৈদ্য জাতির আভ্যন্তরীণ সমাজসংস্কার ও উন্নতিতে ব্রাহ্মণ জাতির কোনও ক্ষতি আছে কি?

উঃ—কোনও ক্ষতিই থাকিত না, যদি তাঁহারা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে "ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী" না বলিয়া, অন্য উপায়ে আপনাদিগের সমাজসংস্কারে ও উন্নতিসাধনে যত্ন হইতেন। তাহার উপর ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈদ্যদিগের পুরোহিত যজমান ও গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ চিরপ্রচলিত; এক্ষণে বৈদ্যগণ একাদশাহে শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধে পক্কান্ন ব্যবহার, শর্ম্মান্ত নামের প্রয়োগ ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে থাকায় অগত্যা ঐ সকল শিষ্য-যজমানকে পরিত্যাগ করিতে হইতেছে বলিয়া ব্রাহ্মণ জাতির ক্ষতি হইতেছে বৈ কি। তাঁহারা যে সকল প্রমাণের বলে আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাদের একটাও তদ্বিষয়ে অনুকূল নহে। কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া যদি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করিবেন না, বরং পরম আনন্দিতই হইবেন।

৫। মনু কোথাও বলেন নাই যে, অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর। অনুলোম-বিবাহজাত সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলা যায় না। মনুবচনে স্পষ্ট আছে—"ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্………।" মোট কথা, অবৈধ সন্তানই বর্ণসঙ্কর বা বর্ণনিকৃষ্ট (সঙ্কর = নিকৃষ্ট, মিশ্রণ নহে)।

উঃ—তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২ নম্বরে ইহার উত্তর এবং "ব্যভিচারেণ বর্ণানাং" ইহার প্রকৃত অর্থ দেখুন।

"মনু অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর কোথাও বলেন নাই" ইহা কি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উপযুক্ত কথা হইয়াছে? অসবর্ণ-স্ত্রীপুংসজাত সন্তান যে বর্ণ-সঙ্কর, এ কথা বলিবার প্রয়োজন না থাকিলেও মনু স্পষ্ট করিয়া "ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" হইতে "নিষাদস্ত্রী তু চণ্ডালাৎ পুত্র-মন্ত্যাবসায়িনম্" পর্য্যন্ত বলিয়া, তৎপরে বলিয়াছেন— "সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ" বর্ণসঙ্কর বিষয়ে মাতাপিতার নির্দ্দেশপূর্ব্বক এই সকল জাতি বলা হইল (১০।৮—৪০)।

এ স্থলে আর একটা কথাও বক্তব্য—বৈদ্যহিতৈষিণী প্রভৃতির সংবাদে দেখা যায়, এক্ষণে অনেক বৈদ্যসন্তান ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তাঁহাদের পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ উপনয়নসংস্কারবর্জ্জিত ছিলেন; সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে "ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্" ইত্যাদি মনুবচনটিকে বর্ণসঙ্করত্বের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও বহু অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব সুপ্রতিপন্নই হইতেছে—"স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।"

সঙ্কর শব্দের অর্থ যে নিকৃষ্ট, তাহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? সঙ্কর শব্দ বিশেষ্য, নিকৃষ্ট শব্দ বিশেষণ; সুতরাং সঙ্করের অর্থ 'নিকৃষ্ট' হইতেই পারে না, ইহা বালকেরাও জানে। অবৈধ সন্তানই যদি বর্ণনিকৃষ্ট, তবে মনু অনুলোমজাত অম্বষ্ঠাদি বৈধ সন্তানদিগকে অপসদ (নিকৃষ্ট), এবং বিলোমজাত সূতাদি অবৈধ সন্তানদিগকে অপধ্বংসজ (অধম) বলিয়াছেন কেন? (১০।১০ ও ৪৬)।

৬। (বিদ্যা+অণ্=বৈদ্য ও বেদ+ষ্ণ্য=বৈদ্য) এ স্থলে দুইটি মত উল্লিখিত হইয়াছে; একটি পাণিনির মত, অপরটি অন্য ব্যাকরণের মত। ষ্ণ ও ষ্ণ্য প্রত্যয় পাণিনির ব্যাকরণে নাই, তাহাও কি সমালোচকের জানা নাই?

উঃ—জানা না থাকায় কি পরিচয় পাইলেন? প্রবোধনী-লেখক "মতান্তরে বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য" লিখিয়াছেন বলিয়া আমি লিখিয়াছি—"উক্ত অর্থে ষ্ণ্য প্রত্যয়ের সূত্র নাই।" কোন্ অন্য ব্যাকরণের মতে বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য হয় বলুন ত?

৭। বিদ্যাবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন—"বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যায়ীকে বৈদ্য বলে, এমন কথা কোনও শাস্ত্রে নাই।" যে বাক্যটি দেখিয়া বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের পিত্ত চটিয়াছে, সেই মহাভারতের বাক্য—"দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।" কালীসিংহের মহাভারতে বিশজন পণ্ডিত উহার অনুবাদ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ।" যে কোন সংস্কৃত অভিধান খুঁজিয়া দেখুন, বৈদ্য শব্দের বেদজ্ঞ বা পণ্ডিত অর্থের সহিত চিকিৎসক অর্থ পাশাপাশি রহিয়াছে।......শব্দকল্পদ্রুম কি বলিতেছেন দেখুন, "বৈদ্যঃ পণ্ডিতঃ। যথা কাত্যায়নঃ—নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ।" যাঁহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি (পণ্ডা + ইতচ্) আছে, সেই ত পণ্ডিত?

উঃ—নীলকণ্ঠের টীকায় আছে "বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ (৫নং দেখুন)। মহাভারতের অনুবাদক বিশজন কেন—শতাধিক পণ্ডিত অপেক্ষাও নীলকণ্ঠের প্রামাণ্য যে অধিক, তাহাও কি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে? কালীসিংহের অনুবাদ এবং শব্দকল্পদ্রুমের অর্থই যদি অধিকতর প্রমাণ হয়, তাহা হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয় একচক্ষু হইয়া, বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের জন্য প্রবোধনীলেখকের কৃত উক্ত মহাভারতীয় বাক্যের "দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ" এই অনুবাদ এবং উক্ত কাত্যায়ন-বচনের "বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান করিবেন না" এইরূপ ব্যাখ্যায় (৫নং দেখুন) দোষদর্শী না হইয়া আমার লেখাতেই খরদৃষ্টি হইয়াছেন কেন?

অমরকোষাদি কোন্ সংস্কৃত অভিধানে বৈদ্য শব্দের বেদজ্ঞ বা পণ্ডিত

ও চিকিৎসক অর্থ পাশাপাশি রহিয়াছে? বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত অভিধান "শব্দকল্পদ্রুমে"ও ত বৈদ্য শব্দের অর্থ 'পণ্ডিত'ই আছে, বেদজ্ঞ নাই। তদুদ্ধৃত কাত্যায়নবচনটি মাত্র তুলিয়াই বিদ্যারত্ন মহাশয় হাত গুটাইয়াছেন কেন? উহার পরেই আছে—"বৈদ্যেন বিদুষা ইতি দায়তত্ত্বম্।" অর্থাৎ কাত্যায়নবচনস্থ বৈদ্য শব্দের অর্থ বিদ্বান্ (কাত্যায়নবচনের বিশদ ব্যাখ্যা ৫ নম্বরে দেখুন)। ৬ নম্বরে আমি বৈদ্যশব্দের বহু প্রয়োগ ও টীকা উদ্ধৃত করিয়াছি। কোনও টীকাকারই কুত্রাপি বৈদ্যশব্দের 'বেদজ্ঞ' অর্থ করেন নাই।

পণ্ডা শব্দের অর্থ 'বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি' এবং পণ্ডিত শব্দের অর্থ 'বেদজ্ঞ' কোনও অভিধানে এবং অন্য কোনও শাস্ত্রে কেহ দেখাইতে পারেন কি? পণ্ডিত ও বেদজ্ঞ একার্থক হইলে অমর বিদ্বৎপর্য্যায়ে পণ্ডিত ধরিয়া বেদজ্ঞ পর্য্যায়ে—"শ্রোত্রিয়শ্ছান্দসৌ সমৌ" পৃথক্ উল্লেখ করিতেন না। সর্ব্বসংগ্রহকারক শব্দকল্পদ্রুমেও দেখা যায়—

পণ্ডা বুদ্ধিঃ ইতি মেদিনী। তত্ত্বানুগা বুদ্ধিঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ। পণ্ডিতঃ পণ্ডা বুদ্ধিঃ সা জাতা অস্য। শাস্ত্রজ্ঞঃ। ...যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ ইতি মহাভারতে বনপর্ব্ব।... শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্। তৎপর্য্যায়ঃ—বিদ্বান্ বিপশ্চিৎ... ইত্যমরঃ। বিধিজ্ঞঃ দূরদৃক্ বেদী...ইতি শব্দরত্নাবলী। বিজ্ঞঃ মেধাবী ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।" এতাবতা শব্দকল্পদ্রুম 'বিদ্বান্' অর্থেই বৈদ্য শব্দের অর্থ 'পণ্ডিত' লিখিয়াছেন; 'বেদজ্ঞ' অর্থে লিখেন নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

বিদ্যারত্ন মহাশয় বেদীর অর্থই যেন বেদজ্ঞ মনে না করেন; যেহেতু শব্দকল্পদ্রুমেই আছে—"বেদী পণ্ডিতঃ। ব্রহ্ম ইতি কেচিৎ। জ্ঞাতরি। সকলেই জানেন, বেদ ভিন্ন বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহাকে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত বলা যায়।

উদ্ধৃত প্রমাণাবলী দ্বারা দেখা যাইতেছে, পণ্ডা শব্দের অর্থ কেবলই বুদ্ধি (জ্ঞান)। পাণিনীর উণাদিবৃত্তিতেও আছে—"পণ্ডা বুদ্ধিঃ।" যাঁহার বেদ, স্মৃতি, তর্ক, কাব্য প্রভৃতি কোনও একটা শাস্ত্রে জ্ঞান থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে হইলেই পণ্ডিত শব্দের ব্যুৎপত্তিতে পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ, স্মৃত্যুজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ, তর্কোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ বা কাব্যোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ ইত্যাদিরূপ বলিতে হয়।

৮। মহাভারতে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" এই ঋষিবাক্য শুনিয়াও বিদ্যাবারিধি মহাশয় বিচলিত হইয়াছেন।

উঃ—বিচলিত হইয়াছি বটে, কিন্তু ঐ ঋষিবাক্য শুনিয়া ও দেখিয়া হই নাই; যেহেতু উহার প্রকৃত অর্থ ৫ নম্বরে দেখাইয়াছি। প্রবোধনী-লেখক উহার অপব্যাখ্যা করিয়া অসঙ্কোচে তাহা প্রচার ও তদ্দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করায়, এবং বিদ্যারত্ন মহাশয় কালীসিংহের অনুবাদকেই প্রমাণ বলায়, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যদর্শনে বিচলিত হইয়াছি।

শিরোরত্নের প্রতিবাদ

[পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদের উত্তরে যে সকল কথা বলিয়াছি, ইহাতে সেগুলির পুনরুক্তি করিব না]

১। রত্নগর্ভ বারিধি মহাশয়ের এই আলোচনারম্ভ দেখিয়াও অনেকে অবজ্ঞাভরে বলিতেছেন—"যত মোগল-পাঠান হদ্দ হ'ল ফার্সি পড়ায় তাঁতি!" কত কত মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তপণ্ডিত যে সকল প্রমাণ অশাস্ত্রীয় বা অযুক্তিযুক্ত বলিতে পারেন নাই, তাহাই আজ বিদ্বেষান্ধ বারিধি অপ্রামাণ্য বলিতেছেন। বারিধির বিদ্যাবারি ঈর্ষাবিদ্বেষের পঙ্ককর্দ্দম দ্বারা পঙ্কিল কিংবা 'অন্য কোন কিছু' গুরুদ্রব্য ক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত না হইলে তাঁহার অন্তরেও ঐরূপ ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি কখনও হইত না।

উঃ—যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য বিশ্বামিত্র, মতঙ্গ প্রভৃতিকে কত কাল ধরিয়া কত কঠোর তপস্যা করিয়াও কৃতকার্য্য ও অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে, গোটা কতক অযথার্থ বচন তুলিয়া যাঁহারা অনায়াসে সেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তাঁতিকে ফার্সি পড়াইতে দেখিয়া তাঁহাদের উপহাস করা শোভা পায় না। (স্বার্থপণ্ডিত ভিন্ন) কোন্ কোন্ মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তপণ্ডিত ঐ সকল বচনকে অশাস্ত্রীয় ও অযুক্তিযুক্ত বলিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নাম প্রকাশ করুন দেখি। আমি বিদ্বেষান্ধ হইয়া এ প্রবন্ধ লিখি নাই (৩২ পৃঃ ২০ পং); বৈদ্য প্রভৃতির ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্যই লিখিয়াছি। শিরোরত্ন মহাশয় আমাকে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে যে রূপক খাটাইয়াছেন, তাহাতে অযথা বর্ণনায় তিনি নিজেই সাধারণের উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। যেহেতু বারিধিতে পঙ্ককর্দ্দমের সম্ভাবনা নাই, বারিধির বারি কিছুতেই পঙ্কিল হয় না, গুরুদ্রব্যক্ষেপেও উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে না, এবং তজ্জন্য তাহাতে ঘূর্ণাবর্ত্তও ঘটে না।

আমাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"কালসর্পের বিষদন্ত ভগ্ন হইলে, আবার কালান্তরে যেমন তাহা পুনরুদ্গত হয়, তাঁহার কখনও সে আশা পূর্ণ হইবে কি?"

যে ভগ্নবিষদন্ত কালসর্পের নির্বিষ দন্তের সামান্য আঁচড়েই সমস্ত বৈদ্যের মস্তিষ্কে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত ও গাত্রদাহ উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহারা প্রলাপ বকিতেছেন, তাহার বিষদন্তের পুনরুদ্গমনে এখনও অবিশ্বাস করা চৈতন্য-লোপেরই লক্ষণ।

২। শুনিয়াছি, ঐ বারিধি তাঁহার অবিকৃত চিত্তের অবস্থায় 'আহ্নিকতত্ত্ব' লিখিয়া, সেই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে বৈদ্যের জন্য বৈশ্যাচারের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নিজের ব্যবস্থা নহে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া

আসিতেছেন। তাহার অনুসরণে নিজের বাহাদুরি নাই ভাবিয়াই বোধ হয় তিনি ধন্য পুরুষ হইবার অভিপ্রায়ে 'একটা নূতন কিছু' করার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। কিন্তু দুইটি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া, নিজের মর্য্যাদা কতটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন তাহাও যাঁহার বুঝিবার শক্তি নাই, তাঁহার এরূপ দুঃসাহস কেন ?

উঃ—'আহ্নিকতত্ত্ব' নহে, "আহ্নিককৃত্য" এবং প্রথম সংস্করণেও নহে, পঞ্চম সংস্করণ হইতে উপর্য্যুপরি কয়েকটি সংস্করণের উপক্রমণিকায় বৈদ্যকে চিরপ্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠ জানিয়াই তাহাদের বৈশ্যাচার লিখিয়াছিলাম। কিন্তু মূল গ্রন্থের আকার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকায় উপক্রমণিকার অনেক অংশ পরিত্যক্ত হওয়ায় তৎসঙ্গে উহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। "জাতিতত্ত্বে"ও সে কথার অপলাপ করি নাই (পৃঃ ১৪ নং)। বৈদ্যপ্রবোধনীতে (২২ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে—"বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠজাতীয় নহেন" ইত্যাদি। এইজন্যই তাহার লেখা প্রমাণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে বৈদ্যকে শূদ্রধর্ম্মা বলিতে (দুঃসাহসী নহি) সৎসাহসীই হইয়াছি।

৩। বৈদ্যকে 'বেদে' বলিয়া তিনি যেরূপ মিথ্যা গালাগালি করিয়াছেন, বৈদ্যগণের পক্ষেও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের 'কুলের কথা' প্রচারই বোধ হয় তাহার প্রকৃত উত্তর।

উঃ—আমি বৈদ্যকে 'বেদে' বলি নাই এবং মিথ্যা গালাগালিও করি নাই। শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাই লিখিয়াছি (৯পৃঃ ১৬পং)। এত কালের পর "কুলের কথা" বলিয়া দিবার ভয়ে "প্যারী! ব'লে দিব তোর কুলের কথা এই শ্যাম রায়ের কাছে" বলিয়া গান ধরায় প্যারীমোহন বিদ্যালঙ্কার কীর্ত্তনীয়াদিগকে যেরূপ পুরস্কার দিয়াছিলেন, কোনও রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৈদ্যদিগকে সেরূপ বা অন্য কোনরূপ পুরস্কার দিবেন কি না, জানি না।

৪। চিকিৎসক অর্থে বৈদ্যের 'অম্বষ্ঠ' উপাধি দেখিয়া কুল্লুকাদি বৈদ্যবিদ্বেষিগণ তাঁহাদিগকে অম্বষ্ঠ জাতি কিম্বা বর্ণসঙ্কর বলিয়া উপহাস্য হইয়াছেন। কোন কোন বৈদ্য লেখক ইহার প্রতিবাদপ্রসঙ্গে অম্বষ্ঠ যে বর্ণসঙ্কর নহে, তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।......বস্তুতঃ বৈদ্যগণ 'দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ' এই মহাভারতীয় প্রমাণের বলে সত্যই পূর্ব্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।

উঃ—চিকিৎসক অর্থে বৈদ্যের অম্বষ্ঠ উপাধি? না ঐ অর্থে অম্বষ্ঠের বৈদ্য উপাধি? মনুর টীকাকারগণ যে বৈদ্যবিদ্বেষী ছিলেন, তাহার প্রমাণ ও কারণ কি? তবে প্রবোধনীলেখক "মনুটীকা" বলিয়া তাঁহাদেরই টীকা প্রমাণস্বরূপ কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন? (২০ পৃঃ)? সেই অংশটুকু নিজেদের অনুকূল বলিয়া বুঝি? ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত আধুনিক বৈদ্যগণ ভিন্ন আর কাহারও নিকট যে তাঁহারা উপহাস্য হইয়াছেন, তাহা ত কেহই জানেন না। অম্বষ্ঠও যে বর্ণসঙ্কর, এবং "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" এই প্রমাণ যে বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব সাধনে সম্পূর্ণ দুর্ব্বল, তাহা পূর্ব্ব প্রতিবাদের উত্তরে ও মূল প্রবন্ধে বলা হইয়াছে।

৫। "ত্রয়ী বৈ বিদ্যা—এই শ্রুতি দেখিয়া কেবল বেদকেই বিদ্যা মনে করা ভ্রমমাত্র। যেহেতু শাস্ত্রে অষ্টাদশ বিদ্যা উক্ত আছে।"—এমন অপরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া বিদ্যাবারিধি, বেদের সহিত তাঁহার যে কোন পরিচয় নাই, তাহাই দেখাইয়াছেন।...তাঁহাকে কি ইহাও বলিয়া দিতে হইবে যে, অষ্টাদশ বিদ্যা বা চতুর্দ্দশ বিদ্যা বেদাঙ্গ নামেই অভিহিত, সুতরাং বেদকে বিদ্যা বলিলে, তাহার মধ্যেই অষ্টাদশ বিদ্যা গণ্য হয়?

উঃ—অষ্টাদশ বিদ্যা বা চতুর্দ্দশ বিদ্যা 'বেদাঙ্গ' নামে অভিহিত, এ শিক্ষা শিরোরত্ন মহাশয় কি বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন? সকলেই জানেন, শিক্ষাকল্পাদি ছয়টি বিদ্যাকেই বেদাঙ্গ

বলে। অষ্টাদশ বিদ্যাও বেদ বলিয়া গণ্য হইলে শাস্ত্রকারেরা "সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি" ইত্যাদি বচনে শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ করিয়া, "বিশেষতশ্চ শূদ্রাণাং পাবনানি মনীষিভিঃ। অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ" ইত্যাদি বচনে শূদ্রকে বেদ ভিন্ন সমস্ত বিদ্যার অধ্যয়নে অধিকার দিয়াছেন কিরূপে?

৬। মহাভারতের শ্লোক বলিয়া তিনি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ "চণ্ডালো ব্রাত্য-বৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ। বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ।" (অনু ৪৮।৯), বঙ্গবাসীর মহাভারতে শ্লোকটি ঐরূপ মুদ্রিত থাকিলেও, অপর সমস্ত মহাভারতেই "ব্রাত্যচেলৌ চ" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্বতঃই মনে হইতে পারে, বঙ্গবাসীর শাস্ত্রানুবাদক মহাশয় ইচ্ছা করিয়াই এই পাঠ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

উঃ—একজন বৈদ্য অধ্যাপক আমাকে লিখিয়াছেন—যেখানকার যত মহাভারত আছে, কোনও খানিতেই ঐ শ্লোক দেখিতে পাই নাই। আর একজন দাশশর্ম্মাও কুত্রাপি উহা দেখিতে না পাইয়া আমার স্বকল্পিত বলিয়াছেন। আশা করি, শিরোরত্ন মহাশয়ের লেখায় এখন তাঁহাদের সে সংশয় দূর হইবে। বঙ্গবাসীর শাস্ত্রানুবাদক মহাশয়ের পরিবর্ত্তিত পাঠ তৎপূর্ব্বে মুদ্রিত বর্দ্ধমান-রাজবাটীর মহাভারতে ও কালীসিংহের মহাভারতে কিরূপে স্থান লাভ করিল?

"বৈদ্যচেলৌ চ" পাঠ আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, থাকিতেও পারে না; যেহেতু 'চেল' বলিয়া কোনও জাতি দেখা বা শুনা যায় না। পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, এ কালসর্পের নির্বিষ দন্তের আঁচড়ের বিষে শিরোরত্ন মহাশয়ের কেবল শিরোবিকারই ঘটিয়াছে; এখন বুঝিতেছি, তাঁহার চক্ষেও "ঘোলা" পড়িয়া গিয়াছে, তাই তিনি বঙ্গবাসীর মহাভারত ভিন্ন সমস্ত মহাভারতেই 'বৈদ্য' স্থলে 'চেল' দেখিয়াছেন। পাঠকগণ বর্দ্ধমানের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মহাভারত এবং কালীসিংহের মহাভারত

দেখুন—"বৈদ্য" আছে। বম্বে "গোপাল নারায়ণ কোম্পানির যন্ত্রালয়ে" ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্কৃত মহাভারতে দেখুন "ব্রাত্য-বৈদ্যো চ" আছে। "গুজরাতী প্রেসে" ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত "ভাষা মহাভারতে" ঐ শ্লোকের গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ দেখুন—

"শূদ্র জাতিনো পুরুষ ব্রাহ্মণ জাতিনী স্ত্রীমাঁ যে পুত্রনে উৎপন্ন করেছে, তে চণ্ডাল জাতিনো কহেবায়ছে। ক্ষত্রিয় জাতিনী স্ত্রীমাঁ যে পুত্রনে উৎপন্ন করেছে, তে পুত্র ব্রাত্য কহেবায়ছে। অনে বৈশ্য জাতিনী স্ত্রীমাঁ যে পুত্রনে উৎপন্ন করেছে, তে পুত্র বৈদ্য জাতিনো কহেবায়ছে। অনে আ ত্রণে পুত্রো অপসদ কহেবায়ছে।" (অনে = এবং, আ = এই, ত্রণে = তিন)

একজন বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন—উহার প্রকৃত পাঠ "ব্রাত্য-বেশ্যো চ" বেশ্য বলিতে বেদে।

৭। "বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্" ইত্যাদি বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বৈদ্যপ্রবোধনী-লেখকগণ দেখাইয়াছেন যে, বিপ্রই ভিষক্ বা বৈদ্য হইতেন। ইহাতে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইল না কেন, তাহা তো আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

উঃ—আপনারা বুঝিতে না পারিলেও পাঠকগণ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন (২নং)। বৈদ্যপ্রবোধনীর লেখক অব্যক্তনামা 'এক জন' বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। এখন 'লেখক গণ' জানিয়া বিস্মিত হইলাম। "গণে"র লেখাতেও এত গলদ!

৮। রামায়ণোক্ত 'তাতবৈদ্য' স্থলে তাত শব্দ যে সংবোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় কি?

উঃ—প্রবন্ধমধ্যে লিখিত উহার টীকা দেখিলেই নিশ্চয় হইবে (১২ পৃঃ)। তাতবৈদ্য বলিতে যে জাতিবৈদ্য, তাহার নিশ্চয় কি?

৯। বৈদ্যকে বিলোমজাত শূদ্র ভাবিবার মত দুর্ব্বুদ্ধি এই 'বারিধি' ভিন্ন আর কাহারও আছে মনে হয় না।

উঃ—"জাতিতত্ত্বে"র ১৫ হাজার পাঠককে জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন —বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভাবিবার মত সুবুদ্ধি কাহারও জন্মিয়াছে কি না। যাঁহাদের জাতিতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া জাত্যুৎকর্ষ লাভের অতিবুদ্ধি না ঘটিলে, আমারও এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিত না।

১০। বৈদ্য বলিলেই লোকে বৈদ্যব্রাহ্মণ বুঝিত বলিয়া, ক্রমশঃ ব্রাহ্মণাংশ বাদ দিয়া কেবল 'বৈদ্য' এই সংক্ষিপ্ত নাম প্রচলিত হইয়াছে।

উঃ—কবে বুঝিত—সত্যে, ত্রেতায়, দ্বাপরে না এই কলির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত? তাহা হইলে এখন নমঃশূদ্রেরাও বলিতে পারে—নমঃশূদ্র বলিলেই লোকে নমঃশূদ্রব্রাহ্মণ বুঝিত বলিয়া, ক্রমশঃ 'নমঃশূদ্র' এই সংক্ষিপ্ত নাম প্রচলিত হইয়াছে।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে (১) বৈদ্যহিতৈষিণীর ঐ সংখ্যাতেই শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে বিবাহসংবাদ, একাদশাহে শ্রাদ্ধসংবাদ এবং ৯ই অগ্রহায়ণে (১৩৩২) কয়েকজন বৈদ্যসন্তানের "ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর যথাশাস্ত্র ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন"-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈদ্যেরা যখন ব্রাহ্মণ বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের সন্তানেরা এত কালের পর ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইয়াছেন কেন? "জীবার্কেন্দূড়ুশুদ্ধৌ হরিশয়নবহির্ভাস্করে চোত্তরস্থে" ইত্যাদি বচনে উত্তরায়ণেই উপনয়ন বিহিত হইয়াছে। যদি কেহ বলেন—"চৈত্রকৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াং তিস্রষ্বেবাষ্টকাসু চ। মার্গে চ ফাল্গুনে চৈব আষাঢ়ে কার্ত্তিকে তথা। পক্ষয়োর্ম্মাঘমাসস্য দ্বিতীয়াং পরিবর্জ্জয়েৎ॥" এই বচনে অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয়া বর্জ্জিত হওয়ায় ৯ই অগ্রহায়ণ দশমীতে উপনয়ন দোষাবহ নহে, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে রঘুনন্দনের মীমাংসা দেখুন—

"উপনয়নে উত্তরায়ণশুক্লপক্ষয়োর্বিধানাৎ কার্ত্তিকাদৌ কৃষ্ণপক্ষে চ দ্বিতীয়ানিষেধঃ 'পুনঃ সংস্কারমর্হন্তী'ত্যুক্তপ্রায়শ্চিত্তরূপোপনয়নপরঃ, বৈশ্যোপনয়নপরশ্চ ...।" অর্থাৎ উত্তরায়ণে ও শুক্লপক্ষেই উপনয়ন বিহিত হওয়ায় কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে (দক্ষিণায়নে) এবং কৃষ্ণপক্ষে এই যে দ্বিতীয়ার নিষেধ (অর্থাৎ দ্বিতীয়ামাত্র বর্জ্জন করিয়া কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে এবং কৃষ্ণপক্ষে এই যে উপনয়নের বিধান), ইহা মলমূত্রাদি ভক্ষণ হেতু প্রায়শ্চিত্তরূপ উপনয়নের পক্ষে (মনু ১১।১৫১) এবং বৈশ্যোপনয়নের পক্ষে। যেহেতু গর্গ বলিয়াছেন—"বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়স্যাপি মৌঞ্জী স্যাদুত্তরায়ণে। দক্ষিণে চ বিশাং কার্য্যা নানধ্যায়ে ন সংক্রমে॥" (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উত্তরায়ণে উপনয়ন হইবে এবং বৈশ্যের উপনয়ন দক্ষিণায়নে করিবে)। প্রায়শ্চিত্তাত্মক উপনয়নে মুণ্ডন, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাচরণ ও ব্রতপালন নাই (মনু ১১।১৫২) এবং ইহা স্বতঃই প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া ইহার জন্য অন্য প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয় না ; প্রায়শ্চিত্তের আবার প্রায়শ্চিত্ত কি ?

যাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিতে যান, তাঁহাদের সকল কার্য্যই এইরূপ অবিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। অথবা যে যেমন, বিধাতা তার পক্ষে সেইরূপ ঘটনাই ঘটাইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে "কথা-সরিৎসাগরে" একটা গল্প আছে। তাহার সারাংশ এই—এক পরম সুন্দরী প্রাপ্তযৌবনা চণ্ডালকন্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায়, পরস্পরের ব্যবহার দেখিয়া, রাজাকে শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সন্ন্যাসীকে শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শিবকে শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা কুকুরকে শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা এক যুবককে শ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাহাকেই বিবাহ করিল ; শেষে জানিল, সে যুবক চণ্ডালপুত্র। সেইরূপ বৈদ্য মহোদয়গণও যথা-শাস্ত্র ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করিতে গিয়া বিধাতার কৌশলে (৯ই অগ্রহায়ণে উপনয়ন দিয়া) আপনাদের যথাশাস্ত্র অম্বষ্ঠত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাকেই বলে—"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ !"

(২) উক্ত পত্রিকায় এবং অন্যান্য বৈদ্যপত্রিকাদিতেও বঙ্গাব্দকে "বৈদ্যাব্দ" লিখিত হইয়াছে। বঙ্গাব্দের প্রবর্ত্তক আক্‌বর বাদশাহও বৈদ্য ছিলেন !! বৈদ্যপ্রবোধনীতে আকাশের চন্দ্র, পাতালের ধন্বন্তরি এবং মর্ত্তের বশিষ্ঠ হইতে বল্লালসেন পর্য্যন্ত সকলকেই বৈদ্য বলা হইয়াছে। এরই দেখা যাইতেছে "সর্ব্বং বৈদ্যময়ং জগৎ।"

(৩) মাসিক বসুমতীর কার্ত্তিকসংখ্যায় জাতিতত্ত্বের কিয়দংশ বাহির হইবার পর আরও দুইজন অধ্যাপকের পত্র সংগৃহীত হইয়া উহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পত্রে তারিখ নাই; ২য় পত্রের তারিখ ১২ই অগ্রহায়ণ।

(১ম) "বসুমতীকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধির লেখক নানাশাস্ত্রাধ্যাপক ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য পঞ্চতীর্থ মহাশয় স্বতঃ-প্রেরিত হইয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির অন্যতম কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রায় কবিরাজ ব্যাকরণ-কাব্য-সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি—সহৃদয় কবিরাজ মহাশয়! আপনার প্রেরিত বৈদ্যপ্রবোধনী পাঠে বুঝা যায় যে আপনাদের স্বপক্ষ স্থাপনে প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ শাস্ত্রানভিজ্ঞের প্রলাপবাক্য নহে। আমি আপনাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরোধি প্রমাণের দ্বারা প্রতিবাদ করিতে অক্ষম। অতএব মনে হয় হিন্দুমাত্রেরই শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষণীয়। ভবদীয় শ্রীনৃত্যগোপাল দেবশর্ম্মণঃ অভিমতমিদম্। বালীগঞ্জ শীতল চতুষ্পাঠী।"

(২য়) "বেহালা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কাব্যপুরাণতীর্থ মহাশয় আমাদের রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট যাহা লিখিয়াছেন—ভবৎপ্রেরিতাং বৈদ্যপ্রবোধনীং নাম বৈদ্যব্রাহ্মণবিষয়ক-প্রবন্ধগৌরবিতাং পুস্তিকাং সমনোনিবেশং পঠিত্বা

সানন্দমঙ্গীক্রিয়তে—বৈদ্যাঃ পুরাণেতিহাসবোধিতা ব্রাহ্মণা ইতি। কিঞ্চ বক্তাবাকণপ্রকাশো ভবান্ রামায়ণাদিষু কৃতশ্রমঃ সাম্প্রতং বৈদ্যানাং ব্রাহ্মণত্বপ্রচারণেঽপি সার্থকশ্রমঃ সন্ প্রভূতমঙ্গলং সাধয়িষ্যতীতি সম্যগাশাস্মহে। ইতি—শ্রীচন্দ্রনাথপাদাম্বুজপবিত্রিত চট্টলবাসি—বেহুলা-চতুষ্পাঠীপ্রবাসি শ্রীরজনীকান্ত কাব্যপুরাণতীর্থ জ্যোতির্ব্বিনোদ শর্ম্মাণো বয়ম্। ১৮৪৭ শকাব্দীয়-সৌরমার্গশীর্ষমাসস্য দ্বাদশদিবসীয়মিদং পত্রম্।"

দুইখানি পত্রেই যথাক্রমে "আপনার প্রেরিত বৈদ্যপ্রবোধনী" ও "ভবৎপ্রেরিতাং বৈদ্যপ্রবোধনীং" থাকায় সন্দেহ হইতেছে—স্ব শব্দের অর্থ যে আত্মা, আত্মীয়, জাতি ও ধন আছে, তন্মধ্যে কোন্ অর্থে "স্বতঃ-প্রেরিত" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে? পত্রার্থের বিচারভার পাঠকগণের উপর অর্পণ করিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য—অন্তের কৃত প্রতিবাদ ঐরূপ অসারই হইবে। সুতরাং আমি সে সকলের উত্তর দিয়া বৃথা আর সময় নষ্ট করিব না। এখন প্রবোধনীলেখকের স্বনামাঙ্কিত স্বয়ংকৃত প্রতিবাদ দেখিতে চাই, এবং এই প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে আমি কোনও শাস্ত্রবচনের অপব্যাখ্যা করিয়াছি কি না, এবং বৈদ্যপ্রবোধনীতে যে সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটা দ্বারাও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব-সিদ্ধ হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে বৈদ্যকুলপ্রদীপ—মহামহাধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের, শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্-এ এম্-বী মহোদয়ের, বৈদ্য-ব্রাহ্মণসমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী এম্-এ, এল্-এম্-এস্ মহোদয়ের এবং কাশীযোগাশ্রমের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত স্বধর্ম্মনিরত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের অভিমত সাদরে ও সাগ্রহে প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

সংশোধনীয়

৩৩ পৃঃ	৮ পং	যবনাঃ	স্থলে	জবনা
„	৯	পারদা	„	পারদা
৫৬	১৩	রাজা	„	ভিক্ষুঃ
„	„	বরঃ	„	দরিদ্রঃ
৫৯	২১	দাস	„	দাশ
৬০	১	„	„	
৬৯	২৪	সস্কর	„	সঙ্কর
৭৫	২২	„	„	
৭৯	১২	ব্রাহ্মণ	„	ব্রাহ্ম
„	২২	ভূতাত্ম	„	ভূতাত্ম
১০৭	৭	সাক্ষী	„	সাক্ষি